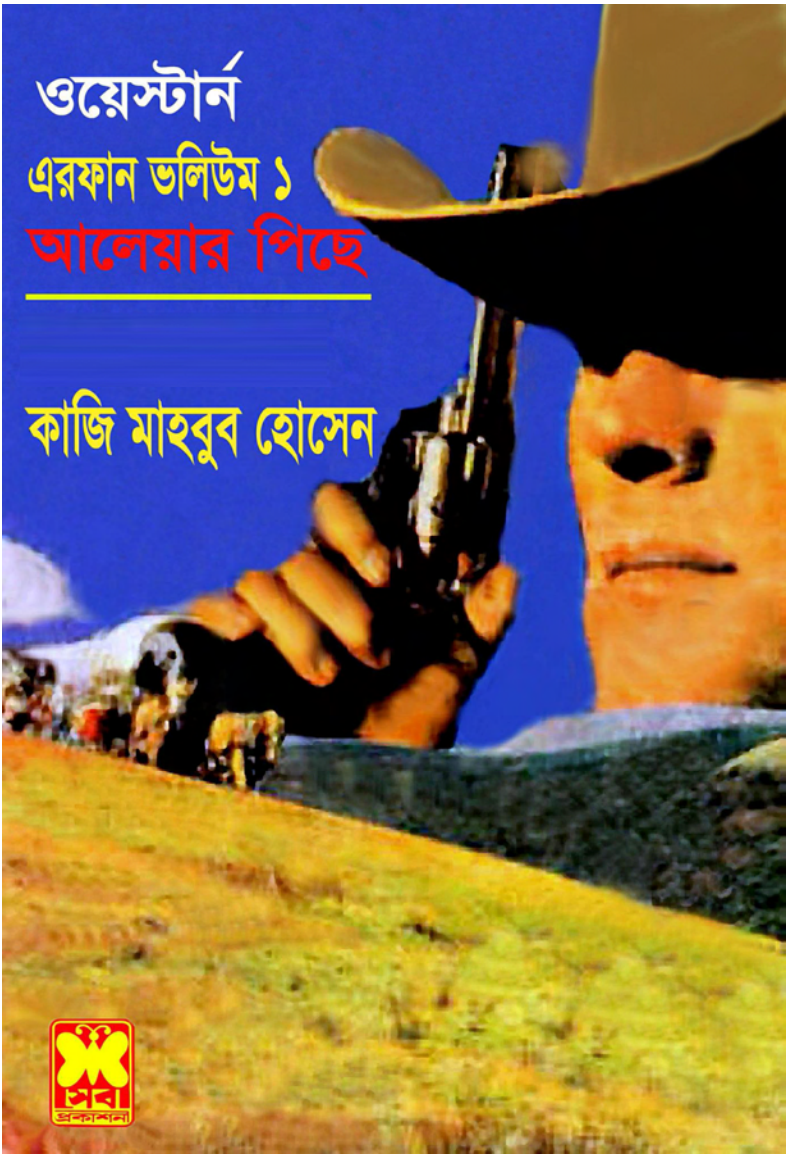
ওয়েস্টার্ন

এরফান ভলিউম ১

আলেয়ার পিছে

কাজি মাহবুব হোসেন



সবা প্রকাশনা

আলেয়ার পিছে

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩

এক

ডেডউড গাল্‌শ্‌ স্টেজ স্টেশন। 'স্যামস্‌ ইন' হোটেলের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল যুবক। হোটেলের সামনে কাঠের রেলের সাথে ঘোড়াটাকে বেঁধে তীক্ষ্ণ নজরে একবার চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল সে। তারপর একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে স্টেজ কোচ এসে পৌঁছানোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটার কালো ফেল্ট-হ্যাটটা সামনের দিকে একটু নামানো। একটা সাদা আর ব্রাউন ডোরা কাটা কর্ডের জ্যাকেট, বাকস্কিনের শার্ট আর নীল জীনসের প্যান্ট তার পরনে। পায়ে উঁচু গোড়ালির স্টার বুট। বুটের পিছনে সুন্দর নক্সা করা একজোড়া ক্যালিফোর্নিয়া স্পার ঝুলছে। খাপের ভিতর থেকে কোমরের দুপাশে দুটো হাতির দাঁতের বাঁট দেখা যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতিতে ব্যবহারের জন্যে দুটো খাপেরই নিচের দিক চামড়ার ফিতে দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা। আকৃষ্ট করার মত বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা যুবকের। দেখেই বোঝা যায় শক্ত ধাতুতে তৈরি।

'শাইয়্যান এন্ড ব্ল্যাক হিলস্‌ স্টেজ লাইন' গর্ব করে তারাই পশ্চিমের সবচেয়ে ভাল স্টেজ সার্ভিস। দূরে দেখা গেল কাত হয়ে মোড় নিয়ে আবার সোজা হয়ে ছয় ঘোড়ার স্টেজ কোচটা ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে। হোটেলের সামনে এসে থামল ওটা। বন্ধু ও আত্মীয়েরা অনেকেই যাত্রীদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে। আশপাশে বেশ ভিড়।

শাইয়্যান থেকে ডেডউড গাল্‌শ্‌ পর্যন্ত সারাটা পথই ও স্টেজ কোচের সাথে সাথে এসেছে। কেবল শত্রুভাবাপন্ন ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে পরস্পরকে রক্ষা করার স্বার্থেই। পোল ক্রীক র‍্যাঞ্চে মেয়েটাকে স্টেজ কোচ থেকে নামতে দেখার আগে পর্যন্ত কোচের যাত্রীদের প্রতি যুবকের কোন কৌতূহলই ছিল না।

হাতে বানানো সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে ম্যাচ ধরাল সে। সিগারেটে আগুন ধরাতে গিয়ে মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল ওর। সব ভুলে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। চোখাচোখি হলো ওদের। বুকের ভিতরটা এমন লাফাচ্ছে কেন? পেটের ভিতরেও মনে হচ্ছে যেন হাজারো প্রজাপতি ডানা ঝাপটাচ্ছে! হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতেই চমকে অস্ফুট কাতরোক্তি করে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। মেয়েটা পাশ দিয়ে যাবার সময় সে লক্ষ করল একটা ক্ষীণ মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে।

কোচ ড্রাইভারকে দুটো রাই হুইস্কি খাইয়ে যুবক কায়দা করে জেনে নিয়েছে মেয়েটার নাম রাকা ওয়েস্ট। ডেডউডে এসেছে তার বাবা জ্যাক ওয়েস্টের সাথে দেখা করতে।

স্টেজ থেকে নেমেই মেয়েটা তার সপ্রতিভ নীল চোখ দুটো তুলে ভিড়ের

মধ্যে পরিচিত মুখ খুঁজল। প্রথমেই তার চোখ পড়ল খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা লোকটার দিকে। সে যে তাকে দেখার জন্যেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না রাকার।

পোল ক্রীকেও লোকটাকে দেখেছে সে। এই লোকই ঘোড়ার পিঠে করে স্টেজের সাথে সাথে এসেছে। লোকটার চেহারা মনে রাখার মতই। স্টেজ ড্রাইভারের সাথে পোল ক্রীকের মালিকের কথার কিছুটা ঘটনাক্রমে সে শুনে ফেলায় তার কৌতূহল আরও বেড়েছে।

'ওই যে লোকটাকে দেখছ?' লুথারকে বলছিল পোল ক্রীকের চার্লি। 'হিরাম ম্যাক্সওয়েল ওর সাথে লাগতে না গেলেই ভাল করবে।'

'কেন, লোকটা কে?'

'এরফান জেসাপ। ক্লীয়ার ওয়াটার মারপিটে ছিল, নাম শোনোনি?'

'বলো কি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল স্টেজ ড্রাইভারের। 'জুলসবার্গের আগলি জনকে তবে এই লোকই শায়েস্তা করেছে!'

'হ্যাঁ, এই সেই লোক। বন্ধুত্ব করলে ওর চেয়ে ভাল লোক আর নেই—কিন্তু কেউ শত্রুতা করলে তার কপালে দুর্ভোগ আছে। ও যদি স্টেজ কোচের সাথে ডেডউড পর্যন্ত যায় তবে ইন্ডিয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা কম। ওই লোক এক মাইল থেকেও খারাপ ইন্ডিয়ানদের গন্ধ টের পায়!'

ভিড়ের মধ্যে দুজনের চার চোখ এক হওয়ার সাথে সাথেই চোখের পলকে সব মনে পড়ল রাকার। পোল ক্রীকে প্রথম দেখায় কেমন বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে কালো চোখজোড়া তুলে চেয়েছিল সে। কিছুই লুকায়নি, তার চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছিল সে রাকাকে আপন করে পেতে চায়।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছিল তার, চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেও ভিতরে ভিতরে সে কেমন যেন চাঞ্চল্যকর উত্তেজনা অনুভব করেছে। ওই দৃষ্টি পুরুষের চোখে সে আগেও অনেকবার দেখেছে—কিন্তু কই, তার মন তখন এমন বিচলিত হয়নি তো?

ভিড়ের ভিতর থেকে প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট আর বীভার হ্যাট পরা লম্বা চওড়া একজন মানুষ এগিয়ে এল। 'রাকা! সোনামণি আমার!' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল রাকা।

'তোকে আবার কাছে পেয়ে বড় ভাল লাগছে রে আমার! কিন্তু তোর ভাই কই? সে আসেনি?'

'আমার সাথে তার দেখা হয়নি, বাবা।' ভাইকে খোঁজার ছলে সে চট করে এরফানকে আর একনজর দেখে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে খুঁটি ছেড়ে। একটু অস্থিরভাবেই ঠোঁটে লাগানো সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

রাকার হঠাৎ ভয় হলো এবার বুঝি লোকটা সোজা ভিড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে বাবার হাত ধরে চট করে সে হোটেলের ভিতর ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাকার গমন পথের দিকে চেয়ে থেকে হোটেল বারের দিকে এগুলো এরফান। অনেক লোক হয়েছে বারে। ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে একটা খালি চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল সে। বারটেন্ডারকে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়েও সারতে

পারেনি এমন সময়ে পিছন থেকে হেঁড়ে গলায় উল্লসিত চিৎকার করে উঠল কেউ।

'এরফান! এরফান জেসাপ! কি সৌভাগ্য!'

চেনা গলার স্বরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একমুখ দাড়িওয়ালা বিশালকায় লোকটা হাসি মুখে এগিয়ে আসছে ভিড় ঠেলে। শার্টের বোতাম খোলা, ওর বুকের লোম আর মুখের দাড়ি প্রায় সমান লম্বা।

'রাউডি রবিন! তুমি এখানে এই ডেডউডে কি করছ? সভ্য শহর তো তোমার ধাতে সয় না! মনে আছে গতবার যখন আমাদের দেখা হয়েছিল হামবোল্টে, তুমি তখন "স্নেকে" যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলে!'

'ওহ্, অনেকদিন পরে আবার দেখা হলো। নাও, ড্রিঙ্কটা শেষ করো, আমি আরও অর্ডার দিচ্ছি।' তার কাঁধ সমান চুলের বৈশিষ্ট্য তার দাড়ির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 'ইয়েলো স্টোন থেকে আমি এমিল ব্যাশারের সাথে এখানে এসেছি।'

'আশপাশের খবর-সবর কি? মজার কিছু ঘটছে?' রাই হুইস্কিতে চুমুক দিল এরফান। ইন্ডিয়ান হুইস্কির মতই কড়া আর তেতো স্বাদ। জুলসবার্গে যে হুইস্কি সে খেয়েছে হয়তো এটাও সেই একই ব্যারেল থেকে এসেছে। 'এদিক-ওদিক একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি ইচ্ছে আছে ভার্জিনিয়া সিটি আর ব্যান্নাকের দিকে যাব।'

একটু কাছে ঝুঁকে এল রাউডি—চট করে ডাইনে-বাঁয়ে একবার দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'খবর আছে! প্রভাবশালী কিছু লোক বিরাট একটা ওয়্যাগন ট্রেইন নিয়ে বিগ হর্নসে যাবার মতলব এঁটেছে।'

'উদ্দেশ্য?'

'সোনা,' এক চুমুকে তার হুইস্কি শেষ করল রাউডি। 'ঘাসের শেকড় থেকে নিচের দিকে সবই সোনা। আমি অবশ্য কখনও ওখানে সোনা দেখিনি, তবে আমি সোনার খোঁজ করছিলাম না, আমার উদ্দেশ্য ছিল বীভার শিকার।'

'এর পেছনে কে আছে? সোনার খোঁজ কে এনেছে?'

'বেঞ্জামিন বলে এক লোক। বিগ হর্নসে প্রসপেকটিং করছিল ওরা দুই পার্টনার, কিন্তু ওর পার্টনার মারা পড়ে। তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে।'

ওকে তুমি চেনো?

'না, অপরিচিত লোক। আগে কখনও দেখিনি। তবে জ্যাক ওয়েস্ট আর রডনি কুপার অনেক টাকা ঢালছে ওর পেছনে। চালাক মানুষ ওরা, ওদের তো সহজে ভুল হবার কথা নয়।'

'ইন্ডিয়ান সুদের কি খবর?'

'কাসটার যুদ্ধের পর থেকে ওরা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। টেরি আর গিব্বনও মারের চোটে যুদ্ধ ভুলিয়ে দিয়েছে ওদের। তবে বিগ হর্নসে গেলে তৈরি হয়ে যাওয়াই উচিত।'

বোতল থেকে আবার নিজেদের গ্লাস ভরে নিল রাউডি রবিন। 'আসলে ওই ইন্ডিয়ানরা তেমন খারাপ না, আমাদের সাদা লোকের মাঝেই কিছু ছিঁচকে চোর

চারদিকে বিষ ছড়াচ্ছে। জানো, হিরাম ম্যাক্সওয়েলও এখন ডেডউডে?'

'ম্যাক্সওয়েল?' চোখ ছোট হয়ে এল এরফানের। 'কলোরাডো পিস্তলবাজ? আচ্ছা?'

'ভাবলাম জুলসবার্গের ঘটনার পর খবরটা তোমার জানা দরকার।' রাউডি নিজের গ্লাসের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'নোয়েল স্পাইকও হাজির হয়েছে শহরে। চালু চাক্কার নাম শুনেছ? লোকটা নীচ, একটা পাগলা ধরনের খুনী, সে-ও এসেছে!'

হিরাম ম্যাক্সওয়েল যদি ডেডউডে এসে থাকে তবে গণ্ডগোল হতে বাধ্য। আজ হোক কাল হোক তুমুল একটা কিছু ঘটবেই। জুলসবার্গে আগলি জনের সাথে ডুয়েলে এরফান হত্যা করে তাকে—বদমেজাজী আর পাজি ছিল লোকটা। হিরাম আগলি জনেরই শালা।

'এই ওয়্যাগন-ট্রেইনের ঘটনাটা কি?'

'বেঞ্জামিন তার সোনার খোঁজ পাওয়ার কথা রডনি কুপারকে জানায়, তার কথায় উৎসাহিত হয়ে জ্যাক ওয়েস্টকে খবর দিয়ে আনিয়েছে সে। জ্যাক এই ব্যাপারে নিক উলফ আর একজন প্রাক্তন আর্মি কর্নেলের সাথে আলাপ করেছে, তার নাম ফ্রেড ল্যাকারি।'

'ওর কথা জানি আমি।'

'ওরা চারজনে একজোট হয়ে ঠিক করেছে একটা বড় দল নিয়ে ওরা যাবে বিগ হর্নসে। প্রয়োজনীয়, দামী আর ভাল রসদই কেবল সাথে নেবে ওরা। ওখানে পৌঁছে নিজেরাই একটা শহর বানিয়ে নেবে নিজেদের জন্যে, আর যে সব জায়গায় সোনার পরিমাণ বেশি সেই সব জায়গা দাবি করে রেজিস্ট্রি করবে।'

'জ্যাক ওয়েস্ট কি নিজেও যাবে?'

'অবশ্যই—সে আর নিক উলফই তো হোতা। কয়েকজন বাছাই করা লোক ছাড়া আর কাউকেই নিচ্ছে না ওরা। তবে তোমার যদি যাবার ইচ্ছা থাকে তবে আমি ব্যবস্থা করতে পারি—আমাকে ছাড়া ওদের চলবে না। আমি সোজা বলে দিতে পারি তোমাকে না নিলে আমি যাব না।'

'পাহাড়ের ভেতর ওদের পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবে?'

'বেঞ্জামিন আর এমিল ব্যাশার। ফ্রেড ল্যাকারিকে কম্যান্ডার করা হয়েছে তার অভিজ্ঞতার জন্যে। যদি মারপিটের দরকার পড়ে সেজন্যে বেশ কিছু শক্ত লোক নেয়া হবে সাথে। অনেক টাকার মাল যাবে এই ওয়্যাগন ট্রেইনে।'

জ্যাক ওয়েস্ট যদি নিজে যায় তবে তার মেয়েও নিশ্চয়ই তার সাথে যাবে হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে গ্লাস ভরল এরফান, তারপর গ্লাস উঁচিয়ে বলল, 'বিগ হর্নসের সম্মানে!'

খুশিতে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল রাউডি রবিনের। 'খুব ভাল হবে। তুমি, আমি আর এমিল ব্যাশার, তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়ালে সু ইন্ডিয়ানরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।'

সেদিন রাত নয়টার সময় রডনি কুপারের স্টোরে জনাতিরিশেক পুরুষ আর একটা

মেয়ে জমায়েত হয়েছে। রাউডি ওদের দিকে এগিয়ে গেল। এরফান লক্ষ করল মেয়েটা আর কেউ নয়, রাকা ওয়েস্ট।

পাশেই বসা একজন শক্ত সমর্থ প্রিয়দর্শন ছেলে। চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় রাকার ভাই সে। ওদের একনজর দেখে নিয়ে অন্যান্যদের দিকে নজর দিল এরফান। এদের সাথে যদি তাকে যাত্রা করতে হয় তবে ওরা কেমন লোক আগে থেকেই তার কিছুটা আন্দাজ থাকা ভাল।

প্রথম দৃষ্টিতে ওদের ভালই লাগল রফানের। বাছাই করে নেয়া হয়েছে, ওরা যে কাজের লোক তা ওদের চোখে-মুখেই লেখা আছে। আর একবার ওদের ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে খটকা লাগল এরফানের। ওরা কারা? ওদের জাতই যে ভিন্ন-ওদের সঙ্গ তো চায় না সে! ওদের পছন্দই করে না ও।

এমিল ব্যাশার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল এরফানের দিকে। লোকটার প্রতি একটা অন্য রকমের শ্রদ্ধাবোধ আছে তার। সাঙ্ঘাতিক লোক এমিল, যেমন ধূর্ত তেমনি পিচ্ছিল, তার ওপর আবার সততায় খুব একটা অটল নয় সে। সবার স্বার্থে এক দুর্যোগের রাতে বেরিয়ে পরবর্তী তিন দিন আর তিন রাত সে যা করেছে তার জন্যে সে প্রায় রূপকথার মানুষে পরিণত হয়েছে।

তীব্র ঠাণ্ডায় এক ঝড়ের রাতে যখন তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর অনেক নিচে, কোন মানুষ যা করতে সাহস পেত না তাই করেছিল সে। সু ইন্ডিয়ানরা যখন ওদের গ্যারিসনকে ফাঁদে ফেলেছিল তখন সে ওই ঝড়-বাদল আর ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে দুশো ছত্রিশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল সাহায্যের আশায়। ঘোড়াটা মারা গেছিল, কিন্তু সাহায্য পেয়ে তাদের গ্যারিসন সেদিন বেঁচেছিল। তবে সেই থেকে সুদের দুচোখের বিষে পরিণত হয়েছিল এমিল ব্যাশার। তারা কল্পনাও করতে পারেনি কোন মানুষের দ্বারা এই কাজ সম্ভব।

এমিল হাসি হাসি মুখে বলল, 'ভাল হয়েছে তুমি এসেছ—তোমাকেই আমাদের দরকার।' হলদেটে চোখ দুটো দিয়ে পুরো কামরায় একবার দৃষ্টি বুলাল সে। কার কেমন মনোভাব খুঁটিয়ে দেখছে—বুঝছে। এরফানও টের পেল কেমন একটা বৈরীভাব বিরাজ করছে ঘরটায়। 'এসো,' জোর করেই তাকে সামনে নিয়ে গেল এমিল। 'এই ট্রিপে আমাদের কিছু ভাল লোকের দরকার হবে।'

এমিলের মুখের ভাব আর ব্যবহার একটু অবাক করেছে এরফানকে। কিন্তু এমনও হতে পারে এটা নিছক তারই মনের কল্পনা।

জ্যাক ওয়েস্ট বেরিয়ে এল একটা ব্যারেলের পিছন থেকে। ব্যারেলের ওপর হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। কথাবার্তার স্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সবার চোখ ওদিকে। গলা খাঁকারি দিয়ে চারদিক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভারী গলায় বলতে আরম্ভ করল জ্যাক। বোঝাই যায় অনেক লোকের মাঝে কিভাবে বক্তৃতা দিতে হয় তা ভালই জানা আছে তার।

'তোমরা সবাই জানো আজ বিশেষভাবে নির্বাচিত কয়েকজন লোককে এখানে এই চার দেয়ালের মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করে কিছু আলাপ আলোচনার জন্যে ডাকা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাদের এই গোপন মীটিঙের কথা ফাঁস হয়ে যাবে—কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না. আমরা ততদিনে অনেকদূর

এগিয়ে যেতে পারব।

'যাহোক, আমরা এই পাঁচজন যারা মীটিং ডেকেছি, তারা কেউই আগে থেকে আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা কাউকে কিছু জানাব না। আমরা শুধু এইটুকু বলব যে আমরা পশ্চিম দিকে যাচ্ছি আর আমাদের সেখানে পৌঁছতে মাসখানেক সময় লাগবে। তাই আমরা প্রস্তাব দেব যে তোমাদের প্রত্যেকের অন্তত দুই মাসের রসদ সাথে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'আমাদের এই যাত্রাপথের শেষে আছে সোনা—প্রচুর সোনা! আমাদের কাছে সেই সোনার কিছু নমুনা আছে যা আমরা প্রয়োজন মনে করলে দেখাতে পারি। যাই হোক, তোমাদের কেন ডেকেছি সে-ব্যাপারে প্রথমেই পরিষ্কার করে বলা দরকার—ডেকেছি, কারণ আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা খুবই বিপজ্জনক এলাকা, কেবলমাত্র খুব শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষেই সেখানে টিকে থাকা সম্ভব। নিরাপত্তার জন্য তোমাদের সবার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।

'আমাদের সব কথা শোনার পর তোমরা কেউ যদি পিছিয়ে যেতে চাও তবে ও তা করতে পারবে। বিনিময়ে তাদের কাছে আমরা এইটুকুই চাইব, কেউ যেন আমাদের রওনা হবার আগে কারও সাথে এ বিষয়ে আলাপ না করে। কিছু সোনার নমুনা দেখানোর জন্যে আজ এখানে আনা হয়েছে—আমরা নির্ভরযোগ্য লোক দিয়ে জরিপ করিয়েছি, ওখানে এক টন আকরে প্রায় তিন হাজার ডলারের সোনা পাওয়া যাবে।'

লোকজনের মধ্যে মৃদু কথার গুঞ্জন উঠল। এরফান চিন্তিত একটা মুখভঙ্গি করল। নমুনাটা সত্যিই উন্নতমানের—কিন্তু এর চেয়েও উন্নত কিছু নমুনা ক্যালিফোর্নিয়াতে পাওয়া গেছে, তবে সেগুলো পরিমাণে খুবই অল্প সবার মধ্যেই উৎসাহের বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সবাই আগ্রহী।

'এই প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝেই রডনি কুপার তার এখানকার স্টোর বিক্রি করে দিচ্ছে, আর আমিও আমার ব্যবসা সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিচ্ছি। আমাদের ইচ্ছা ওখানে পৌঁছে সবাই ছড়িয়ে পড়ে সব ভাল ভাল জায়গাগুলোর ওপর দাবি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে নিজেদের থাকার জন্যে একটা শহর বানাব। ওই শহরে থাকবে একটা স্টোর, সবারই শেয়ার থাকবে ওতে—কিন্তু দশটার বেশি বা একটার কম শেয়ার কারও রাখা চলবে না।'

'আর কি কি শর্ত মানতে হবে আমাদের?' ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করল।

'প্রত্যেক তিনজনের জন্যে কমপক্ষে একটা করে ওয়্যাগন থাকতেই হবে। আমি আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই একটা করে ওয়্যাগন আনবে। আর তোমরা কে কি জিনিস সাথে নেবে সেটা তোমাদের ওপর নির্ভর করবে, তবে নিজেদের মধ্যে বা ইন্ডিয়ানদের সাথে বদলাবদলি করা যায় এমন জিনিস সাথে নেয়াই সবচেয়ে ভাল হবে। প্রত্যেকের সাথে একটা করে ঘোড়া, রাইফেল, যথেষ্ট খাবার আর গোলাবারুদ থাকতেই হবে।'

একটু থেমে আরও প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করল জ্যাক। আর কোন প্রশ্ন এল না দেখে হাতের ইশারায় কর্নেল ল্যাকারিকে দেখিয়ে বলল, 'এ হচ্ছে কর্নেল ফ্রেড

ল্যাকারি, মিলিটারিতে অনেক বড় বড় দলকে সে নেতৃত্ব দিয়েছে। ওই ওয়্যাগন ট্রেনের সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে। আমরা সবাই যেখানে ওয়্যাগন নিয়ে মিলিত হব সেখানে ভোটের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হবে এবং আমরা চারটা কোম্পানিতে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে যাব।

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্যে প্রচুর কাঠ, যথেষ্ট পানি আর গরু-ঘোড়ার পেট ভরে খাবার মত মাঠ ভরা প্রচুর সবুজ ঘাস আছে। আশেপাশে অনেক শিকারও পাওয়া যাবে। আমরা যেভাবে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি তাতে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয় নেই বললেই চলে। যে সোনার খোঁজ এনেছে সে নিজে, এবং তার সাথে তোমাদের সবার পরিচিত এমিল ব্যাশার যৌথভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে এরফান ভাবল বেশ আকর্ষণীয় ব্যবস্থাই করেছে এরা। এমিল ব্যাশারের চেয়ে বেশি বিগ হর্নসকে আর কেউ চেনে না একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে। সব কিছুই যেন নিখুঁত পরিকল্পনা করে করা হচ্ছে--এই ধরনের অন্যান্য ট্রিপের মত এরমধ্যে কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই।

বিশালদেহী উঁচু চোয়ালওয়ালা একজন লোক উঠে দাঁড়াল। 'আমার নাম হকিনস,' পরিষ্কার গলায় ঘোষণা করল সে। 'টেনেসির ডেনিস হকিনস। মেয়েদের যাওয়ার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল লোকটা।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল ওয়েস্টের ঠোঁটে। 'তোমাদের যাকে যাকে নেয়ার আছে তাদের নিশ্চয়ই সাথে নিয়ে আসবে। আমি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিচ্ছি।' হাতের ইশারায় নিজের মেয়ের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জ্যাক। হঠাৎ আসরের মধ্যমণি হয়ে তার গাল ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে একে একে সবার দিকে চাইল সে। এরফানের সাথেও চোখাচোখি হলো তার। এরফান একটু হাসতেই রাকা একটা ভুরু উঁচিয়ে শান্তভাবেই মুখ ফিরিয়ে আর সবার দিকে চাইল।

জ্যাক আবার সম্মিলিত সবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার তোমরা সবাই যদি একমত হও তবে এদিকে এসে নিক উলফের কাছে শেয়ারের টাকা জমা দাও। এরপর তোমাদের করণীয় আর তেমন কিছু থাকবে না, কেবল নিজের নিজের ওয়্যাগন নিয়ে মঙ্গলবার সকালে রওনা হবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে স্লিট রক ঝর্নার ধারে।'

কয়েকজন একযোগে এগিয়ে গেল ব্যারেলটার দিকে। এরফান সহ বাকি সবাই তাদের পিছনে লাইন দিল। প্রথম কয়জন যারা আগে এগিয়ে গেছে তাদের চেহারাই এরফানের ঠিক পছন্দ হয়নি প্রথম দেখায়।

ব্যারেলের কাছে এসে নাম লেখা আর টাকা জমা নেয়ায় ব্যস্ত লোকটার দিকে ভাল করে চাইবার সুযোগ হলো এরফানের। লম্বায় তার সমানই হবে, ওজনে পাউন্ড বিশেক বেশি। দেখতে সুদর্শনই বলতে হবে। কুচকুচে কালো চোখ, গোঁফ খুব ছোট করে ছাঁটা। ডানদিকে একটা পিস্তল ঝুলছে, কোটের নিচে দিয়ে কেবল মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

কোথায় যেন লোকটাকে আগে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে এরফানের, কিন্তু

কিছুতেই মনে করতে পারছে না। দ্রুত হাতে নাম লিখে টাকা গুনে পকেটে ভরছে নিক।

ব্যারেলের সামনে এসে পৌঁছে পকেট থেকে টাকা বের করে নিকের সামনে রেখে নিজের নাম বলল সে, 'এরফান জেসাপ।' নিকের পাশে বসা টিয়ার মত নাকওয়ালা চোখা চেহারার লোকটার মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা গেল। ঝট করে মুখ তুলে এরফানের দিকে চাইল সে। অস্বস্তিকর দুটো ঘোলাটে চোখ—সোজা ভুরুর নিচে দুপাশে সরু হয়ে গেছে। শান্তভাবেই সে জিজ্ঞেস করল, 'জুলসবার্গ থেকে?'

'পথে ওখানেও থেমেছিলাম আমি,' জবাব দিল এরফান।

নিক ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে চেনো, হিরাম?'

হিরাম ম্যাক্সওয়েল!!

এরফানের চেহারায় কোন পরিবর্তন হলো না। এই লোকই তবে সেই বিখ্যাত গান ফাইটার; বিশজন লোককে পিস্তল ডুয়েলে হত্যা করার রেকর্ড আছে এর।

'না, চিনি না আমি,' জবাব দিল হিরাম। 'তবে জুলসবার্গে ওই নামের একজন ছিল, শুনেছি খুব ভাল পিস্তল চালক সে।'

মুখ তুলে এরফানের দিকে চাইল নিক। লোকটা যে তার জন্যেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল বুঝতে দেরি হলো না ওর—কিন্তু এর কারণ আন্দাজ করতে পারল না সে।

চোখাচোখি হলো ওদের। 'দুঃখিত,' বলল নিক, 'আমরা আমাদের এই ট্রিপে কোন গান ফাইটার নিচ্ছি না—শান্তিপূর্ণ ভাবে যেতে চাই আমরা।'

ঘরের সবাই হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেল। নোয়েল স্পাইক বসা হিরামের পাশে, তার দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলায় এরফান বলল, 'নোয়েল স্পাইকের মত তৃতীয় শ্রেণীর লোচ্চাকে দলে নিলে তোমাদের পক্ষে সবাইকেই দলে নেয়া সম্ভব।'

সাদা হয়ে গেল নোয়েলের মুখ। উত্তেজিত ভাবে একটা গাল দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'এমন অপমানকর কথা সহ্য করব না আমি।'

'ঠিক! কেউ তোমাকে অপমান সহ্য করতে সাধেনি।'

ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা—শ্বাস পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছে সবাই। হিরাম তার কেউটের মত পাতলা ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক করে হাসিমুখে উপভোগ করছে আর এক ওস্তাদের খেলা। হিরামের দৃষ্টি তার ওপর রয়েছে বুঝতে পারছে এরফান, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও স্পাইকের চোখের থেকে চোখ সরাচ্ছে না সে।

স্পাইকের পিস্তল বাঁটের আশেপাশে ঘুরছে তার ডান হাত। এরফান তার হাত দুটো একটু ফাঁক করে অলসভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে দুপাশে। ধীরে ধীরে হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেল স্পাইকের—সাবধানে হাতটা পাশে নামিয়ে ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল সে।

আর সময় নষ্ট কলল না নিক, জিজ্ঞেস করল, 'এই লোককে কে সুপারিশ করেছে?'

রাউডি রবিন এগিয়ে এল নির্ভীকভাবে। 'আমি!' জবাব দিল সে। 'ও না গেলে আমিও যাচ্ছি না। ইন্ডিয়ান সু আর ওই এলাকা দুটোই ওর খুব পরিচিত। ওকে না হলে চলবে না আমাদের।'

'তুমি, এমিল আর বেঞ্জামিন থাকতে ওকে কোন দরকার নেই আমাদের,' সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে এমন গলায় কথাটা বলল নিক উলফ।

'ওকে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' হঠাৎ মাঝ থেকে বলে উঠল এমিল। 'ওকে আমাদের দরকার আছে।'

একটু অসহিষ্ণু ভাবে মুখ তুলে চাইল নিক। সে যে বাধা বিপত্তি সহ্য করতে মোটেও অভ্যস্ত নয়, তার মুখে তা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

যাকে এখানকার সবাই শ্রদ্ধা আর ভক্তির চোখে দেখে, সেই এমিলের সুপারিশ উপেক্ষা করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। কিন্তু তাই সে করতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে বাধা দিল তাকে জ্যাক ওয়েস্ট।

'দেরি কিসের?' সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলল জ্যাক। 'দলে নিয়ে নাও ওকে।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা নিচু করে নাম লিখে টাকাগুলো গুনে পকেটে ভরল উলফ।

জায়গা থেকে নড়ল না এরফান।

অস্থিরভাবে মুখ তুলে চাইল নিক। দুচোখে রাগ ফেটে পড়ছে তার। সে হাঁকল, 'পরেরজন এগিয়ে এসো।'

'একটু পরে, কাজ এখনও শেষ হয়নি আমার,' হাসি মুখে নিজের দিকে চেয়ে বলল এরফান। 'একটা রসিদ চাই আমি।'

চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল উলফের। 'শোন্!' রাগে ফেটে পড়ল সে, 'আমাকে কি পেয়েছ তুমি?'

'তোমাকে অবিশ্বাস করছি না, তবে ব্যবসা সব সময়ে কাগজে কলমে হওয়াই ভাল।'

'ঠিকই তো,' বলে উঠল জ্যাক। 'সবার ন্যায্য অধিকার এটা। আমাকেও একটা রসিদ দিও।'

বুক ভরা শ্বাস খুব ধীরে ধীরে ছাড়ল নিক। সে যে কতখানি খেপেছে তা তার আচরণেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ঘস ঘস করে একটা রসিদ লিখে দিল সে। এরফানের পরেই রাউডি রবিন। টাকা দিয়ে সেও রসিদ দাবি করল। ওর পরে যারা এল তারাও সবাই একটা করে রসিদ লিখিয়ে নিল। যারা আগে টাকা দিয়েছিল তাদেরও কেউ কেউ ফিরে এসে তাদের রসিদ নিয়ে গেল।

সব শেষে যখন এরফানের দিকে চাইল নিক উলফ, ওর চোখে রাগ আর বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু ছিল না। এরফান বুঝে নিল এই ট্রিপে অন্তত একজনের কাছ থেকে কোন বন্ধুত্ব আশা করতে পারে না সে।

'এরফান, আমাকে চিনতে পারো?'

ঘুরতেই এরফানের চোখ পড়ল খামারে কাজ করে রোদে পোড়া একটা হাসিমুখের ওপর। 'সিরিল ডার্কি! সেই টেক্সাস থেকে একসাথে ফেরার পর আর

দেখিনি তোমাকে।'

নিকের চোখ এখনও ওদের ওপর। ব্যাটা ঠিকই মনে রাখবে আমাদের—মনে মনে ভাবল এরফান।

'ওহ্, কি মজাই না হবে। ঠিক সেই পুরনো দিনগুলোর মত,' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সিরিল। 'কেবল একদিক দিয়ে নয়, অনেক দিক থেকেই!'

মাথা ঝাঁকাল রাউডি। 'আমিও একই কথা ভাবছিলাম। দলে যদি কোন দুষ্ট লোকের বীজ বোনা হয়ে থাকে তবে তাকে খুরপি দিয়ে উপড়ে ফেলব আমরা।' কাঁধ উঁচাল সে। 'সে কথা যাক, আমি এমনিতেই বিগহর্নসে ফিরে যাব মনে করছিলাম, আমার যাওয়া নিয়ে কথা, তাই এই দলের সাথেই ভিড়ে গেলাম।'

এরই মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দুটো দল গড়ে উঠছে। নিক্ উলফ, হিরাম ম্যাক্সওয়েল আর নোয়েল স্পাইকের পাশাপাশি বসাটা ঠিক ঘটনাচক্র নয়। নিকের সাথে এরফানের সংঘর্ষের এটা মাত্র শুরু।

দুই

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে খেতে এরফান ভাবছে, নিক যখন তাকে দলে নেয়ায় আপত্তি করেছিল তখন ফ্রেড ল্যাকারি কেন এগিয়ে গেল না নিকের সমর্থনে? সে নিশ্চিত জানে ল্যাকারি তাকে মোটেও দেখতে পারে না। তবে কেন সে তার নেতৃত্বে যে-দল যাবে তাতে এরফানের যোগ দেয়ায় বাধা দিল না?

সে যদি সত্যিই যায় তবে তাকে তার প্রতি বিরূপ একটা দলের সাথে যেতে হবে। কর্নেল ল্যাকারি তো দলের নেতাই, নিক উলফও নিশ্চয়ই দলনেতাদেরই একজন হবে। হিরাম ম্যাক্সওয়েল আর নোয়েল স্পাইকেরও তাকে পছন্দ করার কোন কারণ নেই। তবে খাতার অন্য পাতায় তার দুজন অকৃত্রিম বন্ধুও আছে—রাউডি রবিন আর সিরিল ডার্কি।

এমিল ব্যাশার কেন তাকে দলে নিতে চাইল? ওদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায় তা কোনদিনই ছিল না। দূর থেকেই একে অন্যকে তার গুণের জন্যে সমীহ করে এসেছে এতদিন। ব্যাশার কি গোপন এমন কিছু জানে যা আর কেউ জানে না—নাকি সে কিছু একটা সন্দেহ করছে?

যত বিপদ আর যত শত্রুই থাক, ওই দলের সাথে তাকে যেতেই হবে। রাকা যাচ্ছে ওদের সাথে, এটাই এরফানের যাওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

স্বীকার করুক বা না করুক, ওই স্বর্ণকেশী, নীল নয়না, লম্বা মেয়েটা যে এরফানের মনপ্রাণ সব কেড়ে নিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর কথা ভাবতে গিয়ে অনেকদিন আগে যে কথাটা একজনকে বলতে শুনেছিল তাই মনে পড়ে গেল এরফানের। লোকটা বলেছিল: মানুষের জীবন কয়েকটা চূড়ান্ত ঘটনার সমাবেশ। জীবনে চূড়ান্তভাবে একজন নারীই আসে। মানুষ যখন তার দেখা পায়, একমাত্র বোকা ছাড়া আর কেউ তাকে উপেক্ষা করে ছেড়ে যায় না।

'না, আমিও ছেড়ে যাব না তাকে,' মনের চিন্তাটা বেশ জোরেই এরফানের গলায় প্রকাশ পেল।

রাউডি মুখ তুলে চাইল ওর দিকে, তারপর বিজ্ঞের মত হেসে বলল, 'নিজে নিজে কথা বলছ, না? আমিও তাই করি মাঝে মাঝে—এর মানে হচ্ছে একটু বেশি দিন একা একা কাটিয়েছ তুমি!'

চিন্তান্বিত ভাবে মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ঠিক জায়গা মত বাড়িটা দিয়েছ, আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক।' কি একটা কথা মনে পড়তেই পাহাড়ের মত লোকটার দিকে চাইল এরফান। 'আচ্ছা, তোমার সাথে বিগ হর্নসে না একজন ইন্ডিয়ান মহিলাকে দেখেছিলাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' পুরানো স্মৃতিতে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল রাউডি। 'ইলাপিতা—খুব ভাল মেয়ে ছিল ও। ওর বাবা ওল্ড বোনের কাছ থেকে ওকে কিনেছিলাম আমি। ছয়টা খুব ভাল জাতের বীভার আর একটা ফুটি ফুটি রঙের টাট্টু ঘোড়া দিয়েছিলাম আমি ওর বদলে। হাতের টিপ ভাল না, এমন এক ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে ঘোড়াটা আমি পেয়েছিলাম।

'আর একটু হলে শেষই করেছিল ব্যাটা আমাকে। আমার দিকে গুলি ছুঁড়েছিল ও, ভাগ্যিস গুলিটা লাগেনি—আমি ওর দিকে গুলি ছুঁড়তেই ব্যাটা ঠাশ করে পড়ে মরে গেল।' স্মৃতিচারণ করতে করতে মাথা ঝাঁকাল সে, 'সত্যি! খুব ভাল ছিল মেয়েটা।'

'মেয়েটার শেষ পর্যন্ত কি হলো?'

'কার, ইলাপিতার? বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে সে নিজে থেকেই ওর আপন জনেদের সাথে গিয়ে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তিনটে মহিষের চামড়া আর দুটো টাট্টু ঘোড়াসহ ওকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।'

সিরিল ডার্কি এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আমার বাবা সব সময়েই বলতেন মেয়েদের বসে রাখার মাত্র একটাই উপায় আছে। সেটা হচ্ছে, প্রথম দিন বাড়িতে নিয়েই আচ্ছামত একচোট ধোলাই দেয়া। এরপরে পর পর তিনসপ্তাহ সপ্তাহে একবার করে শেকল পেটা করতে হবে। তাহলে তারপর আর তোমার কিছুই করতে হবে না—কেবল শেকল নেড়ে একটু আওয়াজ করলেই কাজ হবে!'

কাপের বাকি কফিটুকু গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়াল সিরিল ডার্কি। 'তোমার সরঞ্জাম সব কেনা হয়েছে, এরফান? না কিনে থাকলে আমি একজন জার্মানকে চিনি যার কাছে সেইন্ট ক্লাউড থেকে আনা পাঁচটা ভাল ওয়্যাগন আছে—সাথের ষাঁড়গুলোও খুব তেজী।'

'আমার কেবল একটা ওয়্যাগন দরকার, চলো তোমার সাথেই যাই আমি,' বলল এরফান।

'তুমি কি খচ্চর কিনতে চাও, না ষাঁড়?' জিজ্ঞেস করল সিরিল।

'ষাঁড় কেনাই ভাল,' মন্তব্য করল রাউডি। 'দরকার পড়লে যে কোন সময়ে জবাই করে মাংস খাওয়া যায়। খচ্চরের মাংসও যে আমি খাইনি তা না, তবে স্বাদ ভাল না। ষাঁড় নিলে গাড়ি টানতে পারবে ভাল, আর মাংসও হবে বেশি।'

সিরিলের পরিচিত জার্মান লোকটাকে তারই তাঁবুর বাইরে বসা দেখতে পেল ওরা। ওর ওয়্যাগনগুলো সত্যিই ভাল, জানোয়ারগুলো আরও ভাল। কথাবার্তার শেষে এরফান কিনল দুটো ওয়্যাগন, সিরিল একটা, আর রাউডি, যে সব সময়ে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চায়, সে-ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিল একটা।

পরের দুদিনে মাত্র দুবার ক্ষণিকের জন্যে রাকার দেখা পেল এরফান। দুবারই সে ছিল নিক উলফের সাথে।

যাত্রার জন্যে সব কেনা-কাটা সেরে ফেলল এরফান। যখন যাবেই স্থির করে ফেলেছে তখন আর দেরি করে লাভ নেই। তিনজনে ওয়্যাগন চালিয়ে নির্ধারিত জায়গার দিকে এগিয়ে চলল। পিছনে চতুর্থ ওয়্যাগনে ওদের অনুসরণ করছে টোনি ল্যাগার। এরফানই নিযুক্ত করেছে তাকে।

লোকটা মীটিঙের দুদিন পরে শারম্যান স্ট্রীটে থামিয়েছিল এরফানকে। বলল, 'আপনাকে আমি মীটিঙে দেখেছি। আমার একটা নিজস্ব ওয়্যাগন ছিল, কিন্তু পোকার খেলায় ওটা খুইয়েছি আমি। মিস্টার ওয়েস্ট বললেন, আমি যদি কারও ওয়্যাগন চালাবার কাজ জোগাড় করে নিতে পারি তবু আমি দলের সাথে যেতে পারব।'

'ঠিক আছে।' লোকটাকে পছন্দ হয়েছে এরফানের। বিরাট দেহ, কিন্তু চেহারাটা সরল। দেখে মনে হয় যে ষাঁড়গুলো চালাবে ও, তাদের চেয়ে শক্তিতে সেও কোন অংশে কম যাবে না। 'কাজ তো দিলাম তোমাকে—রাইফেল আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, একটা রাইফেল, একটা বন্দুক আর একটা মোটামুটি ভাল টাট্টু ঘোড়া আছে আমার।'

'কি রকম রাইফেল?'

'উইঞ্চেস্টার পয়েন্ট ফোর ফোর।'

'খুব ভাল! আমারটাও তাই, তোমার রাইফেলের গুলির জন্যে তাহলে আর কোন চিন্তা নেই।' পকেট থেকে দুটো সোনার মোহর বের করে লোকটার হাতে দিল এরফান। 'আমাদের রওনা হওয়া পর্যন্ত ওতেই চলবে তোমার—কিন্তু ঠিক সময় মত হাজির হতে হবে।'

পরদিন সকালে দেখা গেল ঝর্নার ধারে চল্লিশটা ওয়্যাগন জড়ো হয়েছে। বেশ কিছু রাতেই এসে গেছে। কয়েকটা ওয়্যাগনে দেখা গেল যাত্রী রয়েছে। সবাইকে দেখে শক্ত সমর্থ বলেই মনে হয়।

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কিছুটা ঘুরে এল এরফান। চোখ সজাগ রইল তার—বিশেষ করে নিক উলফ, হিরাম আর নোয়েলের ওয়্যাগনগুলো ভাল করে দেখে নিল সে। ওদিকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বাড়তি লোক দেখা গেল প্রত্যেক ওয়্যাগনেই। চেহারা দেখেই বোঝা যায় হিংস্র আর কঠিন লোক ওরা।

'রাউডি,' ফিরে এসে চিন্তামগ্ন সুরে বলল এরফান, 'টোনি সহ আমরা চারজনে চারটে ওয়্যাগন এনেছি। নিক, হিরাম, নোয়েল, জেমি, ওদের সবার ওয়্যাগনেই দু'তিনজন করে বাড়তি লোক রয়েছে, কিন্তু লোকের তুলনায় ওদের ওয়্যাগনে মাল খুব কমই নেয়া হয়েছে বলতে হবে। লোকবল ওদের বেশি হলেও খাবার

আর অন্যান্য সাপ্লাই-এ ঘাটাত দেখা যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল রাউডি। ওয়্যাগনের ওপর একটা বুট তুলে দিয়ে ফিতেটা আবার বেঁধে নিল ও। চোখ ছোট করে অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল সে হিরামের ওয়্যাগনের দিকে।

সেদিন দুপুরে হোটেলের খাবার ঘরে যখন ঢুকল এরফান তখন সেখানে বেশ ভিড়। আর একটু ভিতরে ঢুকে খালি টেবিল খুঁজতে খুঁজতে তার নজরে পড়ল দূরে একটা টেবিলে জ্যাক, রাকা আর নিক একসাথে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে। জ্যাকের সাথে চোখাচোখি হতেই তাকে চিনতে পেরে হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকল সে।

'আরে বোস, বোস। আমরা যখন একসাথে বাইরে যাচ্ছি এসো একটু আলাপ পরিচয় করে নেই, কি বলো?' হাতের ইশারায় খালি চেয়ারটায় তাকে বসতে বলল জ্যাক ওয়েস্ট।

নিজের মেয়েকে দেখিয়ে সে বলল, 'আমার মেয়ে রাকা ওয়েস্ট—আর নিক উলফের সাথে তো তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে।'

এরফান একটু ঝুঁকে সম্মান দেখিয়ে হ্যাট খুলে চেয়ারে বসল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাপের বাঁকা ধারের উপর দিয়ে কৌতুক নিয়ে রাকা চাইল এরফানের দিকে। চোখে কৌতূহল।

'তুমি বিগ হর্নসে গেছ আগে?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'হ্যাঁ, কয়েক বৎসর আগে যখন ইন্ডিয়ানদের গণ্ডগোল চলছিল।'

'সুদের চেনো তাহলে?'

কাঁধ উঁচাল এরফান। 'বলা যায় কিছুটা চিনি। ওদের সবাইকে খুব ভাল করে চিনত বুড়ো স্যাম। তবে রাউডি রবিন আর এমিল ব্যাশার দুজনেই ওদের চেনে।'

'কি মনে হয়, ঝামেলা করবে নাকি ওরা?'

'অবশ্যই।' একটা রুটিতে মাখন লাগাল এরফান। 'এত বড় একটা দলকে সরাসরি আক্রমণ হয়তো করবে না, কিন্তু কেউ পিছিয়ে পড়লে কিংবা একা একা ঘুরতে বেরুলে ছাড়বে না ওরা। ওদের বেশির ভাগ চীফই এখন হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে—নয়তো বন্দী। ওদের প্রতিনিধি অন্যান্য নেতারা যেমন রেড ক্লাউড, স্পটেড টেইল বা জন গ্রাস এখন শান্তিকামী মানুষ হয়ে গেছে।'

'প্রতিনিধি?' হাসল নিক। 'অসভ্য লোকেদের বেলায় ওই শব্দ মানায় না।'

'কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তবে বিশেষ করে যে-সব নাম আমি বললাম, ওদের বেলায় ওটাই ঠিক প্রতিশব্দ। কে যে বর্বর অসভ্য আর কে না, সেটা বিতর্কের বিষয়। ইন্ডিয়ানরা যাযাবর গোছের লোক। নিজের দেশকে তারা নিজেদের উপযোগী করে রেখেছিল। কোন জটিলতায় যাবার বা কোন পরিবর্তন করার দরকার তারা অনুভব করেনি। তারা তাদের বীভার, মহিষ আর খোলামেলা জায়গা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল।

'সাদা লোকেরা এল, তাদের বীভার উধাও হয়ে গেল—মহিষও প্রায় শেষ হওয়ার জোগাড়। নদীর ধার থেকে সব কাঠ কেটে নিয়ে গেল ওরা—বন্যার বিরুদ্ধে যেটুকু প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ওরা গাছ থেকে পেত তাও গেল।

'প্রতিনিধির কথাই যদি বলতে হয় তবে বুঝতে হবে প্রকৃত প্রতিনিধি কে। আমার মতে যে নেতা নিজের লোকজনের সুবিধা অসুবিধা সবচেয়ে বেশি দেখে, সেই প্রকৃত প্রতিনিধি।

'অনেকের ধারণা ভাল বক্তা হতে না পারলে ভাল প্রতিনিধি হওয়া যায় না। আমি জানি এ বিষয়ে ইন্ডিয়ানদের জুড়ি ইতিহাসে মেলা ভার। না, আমি গ্রীক আর রোমানদের বাদ দিয়ে একথা বলছি না!'

'তুমি নিশ্চিয়ই রেড ক্লাউডকে কেটোর সাথে তুলনা করবে না?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক। খুব মজা পাচ্ছে সে এই আলোচনায়।

এক চুমুক কফি খেলো এরফান। রাকার দিকে চেয়ে দেখল সেও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে। জ্যাকের প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকাল এরফান।

'হ্যাঁ, তাই আমি করছি। সু বা শাইয়্যান বক্তার কথা বলার যে ক্ষমতা তার তুলনা হয় না, কারণ তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে সহজ সরল অভিব্যক্তি।

'পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত টিকা লেখা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক আর করুণ হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িতদের একজন—স্পটেড টেইলের বক্তব্য। ও বলেছিল: এই এলাকা সাদা মানুষে ভরে গেছে, আমাদের শিকার এখন আর নেই—আমরা কঠিন সমস্যা আর দুর্দিনের সম্মুখীন হয়েছি।'

'তুমি তো নিজেও বেশ ভাল বলতে পারো দেখছি। কোন্ স্কুলে পড়াশোনা করেছ তুমি?' প্রশ্ন করল কৌতূহলী জ্যাক।

'বিদেশী আমি, স্কুলে বেশিদূর পড়ার সুযোগ আমার হয়নি—কিন্তু কয়জনের সেটা হয়? বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, এব্রাহাম লিঙ্কন তাঁরা তো যা শেখার তা নিজের চেষ্টাতেই শিখেছিল? আমি পড়তে ভালবাসি—নিজে নিজেই বেশ কিছু পড়াশোনা করেছি আমি।'

নিক বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এরফান রাকার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। জ্যাক ওয়েস্টও ওকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে। সে মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় তুমি সীমান্তে ইন্ডিয়ানদের পক্ষ সমর্থন করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু শিখেছ। শুনেছি আজ পর্যন্ত চোদ্দজন লোককে খুন করেছ তুমি।'

চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল এরফানের—কিন্তু হাসল সে। 'এই পশ্চিমে কি করে সবচেয়ে ভালভাবে বাঁচা যায় সেটা সব মানুষকে শিখে নিতে হয়। এলাকাটা একটু বুনো,' ওর চোখে নিষ্পাপ একটা ভাব ফুটে উঠল 'অনেক সময়ে এসব এলাকায় দুষ্কৃতকারীদের চক্রান্ত থেকে নিরপরাধ মানুষকে রক্ষা করা দরকার হয়ে পড়ে।'

নিকের মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল এরফান—কিন্তু বোঝা গেল ঢিলটা ঠিক জায়গা মতই লেগেছে। কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল নিক, কিন্তু তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে রাকার দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পছন্দ হয়, ওয়েস্ট?'

'যেটুকু দেখেছি পছন্দ হয়,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু এই যে সব হত্যা, আমার মনে হয় না এগুলোর দরকার আছে—আর খুনী লোকেদেরও আমি অপছন্দ করি।'

রাকার চোখে আহত একটা ভাব ফুটে উঠেছে। এরফান যখন তার কথায় কেবল হাসল তখন তার চোখে প্রতিবাদ ফুটে উঠল।

'রাকা,' তার বাবা বাধ সাধল। 'এসব কি ধরনের কথা?'

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল এরফান। 'স্পষ্টবাদীতাই আমি পছন্দ করি।' হঠাৎ নিকের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মত?'

চমকে উঠল নিক। বেকায়দা জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। চোখ তুলে এরফানের দিকে চাইল সে। তার চোখ বলছে, 'একদিন তোকে খুন করব আমি।' কিন্তু মুখে সে শুধু বলল, 'অবশ্যই!'

নিজের টুপিটা পরে বিদায় নিয়ে সোজা বেরিয়ে এল এরফান। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে একজন তরুণ টেবিল খালি হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতে অকারণেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। বেশ চিকন পাতলা ছেলেটা—বাদামী চুল, ঘন বাদামী চোখ। অদ্ভুত মায়াবী চোখ। একটু বিব্রত ভাবেই বাইরে বেরিয়ে এল এরফান।

পিছন থেকে রাকা তাকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, তারপর নিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে? মানে তুমি ওর সম্বন্ধে কি জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিক, 'পিস্তলবাজ যাযাবর একজন কঠিন ধরনের মানুষ দেখা যায় ওর কাছে সব সময়েই টাকা আছে—কিন্তু কাজ সে কিছুই করে না। ও যে কি করে তা আমি কোন ছার, স্বয়ং খোদাও হয়তো জানেন না।'

'একটু অবিচার হয়ে গেল না?' জ্যাক আপত্তি করল 'আমার তো মনে হয় ও একজন শক্ত সমর্থ সৎ যুবক।'

কথা বাড়াল না নিক, উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল খুবই উত্তেজিত আর বিচলিত বোধ করছে সে। এরফানের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অসহায়দের সাহায্য করার কথাটা ওর মন থেকে শান্তি কেড়ে নিয়েছে! তাদের পরিকল্পনা কি ফাঁস হয়ে গেল? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? সে কেবল আন্দাজ করতে পারে—কিন্তু নিশ্চয়ই নিশ্চিত হতে পারছে না।

অনিশ্চয়তার মধ্যে তার পুরো পরিকল্পনাটাই এখন বাতাসে ভাসছে সে কখনোই এরফান আর রাউডির মত লোককে দলে নিতে আগ্রহী ছিল না। কারণ ওরা দুজনেই খুব ভাল করে চেনে বিগ হর্নস

কিছু একটা করা দরকার এই এরফানের ব্যাপারে। কিন্তু কি? নিক একবার হিরাম ম্যাক্সওয়েলের কথাও ভেবেছে—কিন্তু না, এত তাড়াতাড়ি ওকে ব্যবহার করা ঠিক হবে না এই সময়ে একটা হত্যা হয়তো অনেক মানুষকেই ওদের সাথে যোগ নিরুৎসাহিও করে তুলবে। স্পাইককে দিয়ে কোন কাজ হবে না, এরমধ্যেই একবার সে এরফানের সামনে কেঁচো হয়ে গিয়ে সেটা প্রমাণ করেছে।

হঠাৎ চালু চাক্কার কথা নিকের মনে হলো। কাজটা ওকে দিয়ে সারতে পারলে দুদিক দিয়ে লাভ হয়—কোন ঝগড়া বিবাদ হলে তাকে জড়ানো সোজা হবে। নিক ওকেও চায় না তার দলের সাথে। কারণ লোকটার মেজাজ টেক্সাসের আবহাওয়ার মতই পরিবর্তনশীল।

চালু চাক্কা বেঞ্জামিন আর নোয়েলের সাথে একই টেবিলে বসেছে। ওর নাম যে আসলে কি ছিল তা আর এখন কারও মনে নেই। ওর চাকার তলায় যারা পড়বে তারা সবাই মরবে, সম্ভবত এই রকম কোন যুক্তিতেই তার ওই নামকরণ হয়েছে।

তাস খেলতে খেলতে বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'এই এরফান লোকটা বিশেষ সুবিধার নয়—ওকে কোনমতে এড়ানো যায় না? ব্যাটা ওই বিগ হর্নস এত ভাল করে চেনে যে আমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সঠিক জানতে পারলেই একটা কিছু সন্দেহ করবে ও।'

'তাতে আমাদের অসুবিধা কি? কোন কিছুই ও প্রমাণ করতে পারবে না। আর তাছাড়া আমরা সবসময়েই বলতে পারব, ওরা নিজেরা সবকিছু ভোগ করার জন্যেই এসব অজুহাত দেখাচ্ছে।' নোয়েল স্পাইক কথাটা বললেও মনে মনে সে বেশ ভয় পেয়েছে। যত জলদি সম্ভব এর একটা নিষ্পত্তি হলেই সে শান্তি পায়। যারা ওই এলাকাটা ভাল করে চেনে তাদের পক্ষে ওদের যাত্রাপথটা বেশ কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হবার কথা।

'ওকে মারা খুব একটা সোজা কাজ হবে না।' বিবেচিত সিদ্ধান্ত দিল বেঞ্জামিন। 'মিস্টার জ্যাক ওয়েস্ট পছন্দ করেন তাকে, তাছাড়া আবার এমিল ব্যাশার সুপারিশ করেছে তার ব্যাপারে, সুতরাং আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।'

ওদের টেবিলের সামনে থামল না নিক, চালু চাক্কার সামনে দুইশো ডলার রেখে ওকে নিচু গলায় কিছু বলে এগিয়ে গেল। এসব মানুষের সাথে তার মেলামেশা আর অন্তরঙ্গতা আছে সেটা এখনও প্রকাশ করতে চায় না সে।

চালু চাক্কা বলে উঠল, 'এত ভয়ের কি কারণ? ব্যাটাকে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!' টাকাগুলো পকেটে পুরল সে।

নোয়েল স্পাইক ওর দিকে চাইল। 'ওকে মারা এত সোজা না। ওকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি, আমরা ওর কাছে একেবারে খোকা। এরমধ্যে আমি নেই।'

'কিচ্ছু আসে যায় না। কাউকে ভয় করে চলি না আমি। উপযুক্ত মূল্য পেলে ওকে মারতেও পিছপা হব না।'

তিন

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই রাকা দেখতে পেল ভিড় ঠেলে তার ছোট ভাই ওদের দিকেই আসছে। দূর থেকেই রাকাকে দেখে হাত নেড়ে ইশারা করল সে।

পশ্চিমের পুরুষালী ভাব, আর এদের জীবন-যাত্রা জিমের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন এনেছে। শহুরে সমাজের অবরুদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে এই মুক্ত আবহাওয়ায় সে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। মনেপ্রাণে সে উপলব্ধি করেছে এটাই সত্যিকারের জীবন, অবচেতন মনে সে এই জীবনই এতদিন

চাইছিল। তার চোখে ফুটে উঠেছে এক নতুন উদ্দীপনা।

'আপা, চল আমরা শহরটা ঘুরে দেখে আসি। আর কোনদিন আমাদের [illegible] দেখার সুযোগ হবে কিনা কে বলতে পারে?' বলতে বলতে জিম এসে দাঁড়াল রাকার পাশে।

'সেটা কি ঠিক হবে?' তাদের বাবার গলায় সন্দেহ প্রকাশ পেল। রাকাকে নিয়েই তার যত ভয়। জিম বেশ সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে সীমান্তের চালচলনের সাথে—যেন এখানেই তার জন্ম। বেশ গর্বই করে জ্যাক নিজের ছেলেকে নিয়ে—কিন্তু রাকার কথা আলাদা। সে জানে রাকার মত কোমল স্বভাবের মেয়ের জন্যে এটা ঠিক উপযুক্ত জায়গা নয়। কিন্তু রাকার চোখ যেভাবে চকচক করে উঠেছে জিমের প্রস্তাবে তাতে একটু অস্বস্তিই বোধ করছে জ্যাক। সে ঠিক বুঝতে পারেনি রাকার রক্তে অজানাকে জানার উৎসাহ জিমের চেয়ে কোন অংশে কম নেই। 'এই শহরে কোন নিরাপত্তা নেই—এখানে লোকজন কে যে কি করবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এর মধ্যে রাকাকে নিয়ে বেরুনো কি ভাল হবে?'

'আমি আপার নিরাপত্তার ভার নিচ্ছি, আব্বা।' রাকাকে খুব ভালবাসে জিম, আর বোনের সম্পর্কে তার ধারণা খুব উঁচু। 'তবে তার কোন দরকার ছিল না—তুমি চেনো না আপাকে, বদ লোকের জন্যে সে সাক্ষাৎ বিচ্ছু!'

'জিম!' কপট রাগে ভাইকে ধমক দিলেও মনে মনে খুশিই হয়েছে রাকা। অন্যান্য মেয়েদের মত পরনির্ভরশীল হওয়া মোটেও পছন্দ করে না সে। সব সময়েই আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাসী রাকা।

রাস্তায় পুরুষের বেশ ভিড়। একজন বিশালকায় দাড়িওয়ালা লোক, লোকটা আকারে রাউডি রবিনের চেয়েও বড়; আপন মনে হাঁটছিল সে, হঠাৎ রাকার দিকে চোখ পড়তেই থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। অবাক বিস্ময় নিয়ে রাকাকে বারবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখছে সে, আধো কৌতুক আধো খ্যাপাটে ভাব নিয়ে রাকাও কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সামনে। বলল, 'কি ব্যাপার? মেয়ে কি আগে দেখোনি নাকি কোনদিন?'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ায় রক্তিম হয়ে গেল বিশাল লোকটার মুখ। কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা থেকে টুপি খুলে রাকাকে কুর্নিশ করে সে জবাব দিল, 'সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে দেখার পরে আমার সন্দেহ হচ্ছে! যাদের দেখেছি তারা তোমার ধারে কাছেও লাগে না।'

এবার রাকার মুখ আরক্ত হলো। কিন্তু সে সপ্রতিভ ভাবেই প্রশংসাটা গ্রহণ করে ধন্যবাদ জানিয়ে জিমের হাত ধরে সামনের দিকে পা বাড়াল।

দুষ্টুমির হাসি হেসে জিম বলল, 'আপা, তুমি যদি এখানে ওইরকম আরম্ভ করো তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের অর্ধেক লোক মারপিট করতে লেগে যাবে তোমার জন্যে।'

রাস্তাটা বেশি চওড়া নয়। আলগা কুচোপাথরে তৈরি, দু'ধারে কাঠের আর পাকা দালানের সারির ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। রাস্তার ধারে প্রত্যেক গলির মুখে কাঠের সাইন-পোস্টে গলির নাম লেখা রয়েছে।

হঠাৎ একটা দরজা দিয়ে একসাথে হুড়মুড় করে কয়েকজন লোক বেরিয়ে

এল। ওদের মধ্যে দুজন জড়াজাড় করে হুমাড় খেয়ে রাস্তায় পড়ল। ওদের একজন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অন্যজনের মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল। কিন্তু গড়িয়ে ততক্ষণে সরে গেছে অন্যজন। আধবসা অবস্থা থেকেই লোকটা লাফিয়ে উঠে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল অন্যজনের পেটে। ধাক্কার চোটে ধুলোর মধ্যে রাস্তায় পড়ে গেল লোকটা। লাল চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘুসি মারল ধুলোমাখা লোকটা। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ঘুসি। এরপরে দুজনেই দুজনকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি সমানে ঘুসি চালাল ওরা কতক্ষণ—কারও ঘুসিই বিশেষ কাজে লাগছে না। লাল চুলো লোকটা হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'জাহান্নামে যাক সব, চলো আর এক দফা মদ খাওয়া যাক।'

ছোট্ট জটলাটা হৈ-চৈ করে আনন্দের সাথে তার প্রস্তাবে সমর্থন জানাল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গলাগলি করে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। ওদের পিছন পিছন বাকি সবাইও অদৃশ্য হলো দরজার আড়ালে।

রাস্তার শেষ মাথার কাছে একটা মাতাল নিজের হাঁটুর ওপর দুহাত রেখে বসে আছে। মাতাল চোখে সে সামনের রাস্তাটা নজর করে দেখার চেষ্টা করছে। রাস্তার অন্য প্রান্ত থেকে কেউ একজন খামোকা উপর দিকে পিস্তল ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করল।

'কেমন লাগছে, আপা? খারাপ?' বোনের বাহুমূলে মৃদু চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল জিম।

'খারাপ?' জিমের দিকে চাইল রাকা। উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো চকচক করছে। 'কি যে বলিস···এত আনন্দ আমি জীবনে পাইনি! পরিবেশটা একটু নোংরা, একটু বেপরোয়া, একটু জঘন্যও বলা যায়—কিন্তু আমার ভাল লাগছে।'

মাথা ঝাঁকাল জিম। 'ঠিক বলেছ, আপা, একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ। ভাগ্যিস আব্বা পশ্চিমে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নইলে আমাদের কাছে এইসব অজানাই রয়ে যেত। আমাদের শহুরে বাঁধাধরা জীবনের চেয়ে এই জীবন অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় আর প্রাণবন্ত।'

একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জিমের হাত চেপে ধরে বলল, 'তুমি তো ওয়েস্ট জুনিয়র, তাই না?' একটু এদিক ওদিক চেয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এরফান জেসাপকে দেখেছ? রাউডি রবিনের সাথে যে এসেছিল?'

'আমি চিনি না তাকে,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিল জিম।

'আমি চিনি,' বলে উঠল রাকা। 'কেন, কি হয়েছে?'

'শুনলাম চালু চাক্কা ওকে গুলি করে মারার জন্যে খুঁজছে। দোহাই তোমার, যদি আমার আগে তোমরা ওর দেখা পাও ওকে সাবধান করে দিও। খুব খারাপ ধরনের খুনে ওই চালু চাকা।'

কর্তব্যবোধ আর উত্তেজনার দোটানায় পড়ে জিম একটু দমে গেল। 'আপা,' অনিশ্চিত ভাবে বলল সে, 'তোমাকে বরং হোটেলেই রেখে আসি। যদি গোলাগুলি হয়ই, এর মধ্যে তোমার থাকা ঠিক হবে না।'

ওর জ্যাকেটের হাতা খামচে ধরল রাকা। 'জিম, চালু চাক্কা কে?'

বিব্রত চোখে রাকার দিকে চাইল জিম। 'ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমি জানি না, আপা। যেটুকু কানে এসেছে তা হচ্ছে ও একটা বন্দুকবাজ লোক—কয়েকদিন আগেই সে স্পীয়ারফিশে একজনকে গুলি করে খুন করেছে।'

'এরফান জেসাপকে তাহলে চেনো তুমি?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'হ্যাঁ, আজকে খাবার টেবিলে একসাথেই বসেছিলাম আমরা। শাইয়্যান থেকে আমাদের স্টেজকোচের সাথে সাথেই এসেছে ও। লোকটা বেশ ভাল বলেই মনে হয়।'

বলতে বলতে রাকার চোখের সামনে ভেসে উঠল টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো এরফানের চেহারাটা। কী লম্বা, আর কত সুন্দর ওর চলার ভঙ্গি!

প্রথম যেদিন পোল ক্রীকে তাকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল রাকার। কেমন অদ্ভুত চোখে সে চেয়েছিল তার দিকে—সে চোখে এমন কিছু ছিল যা নাড়া দিয়েছে ওকে। কিন্তু সেই একই চোখজোড়াকে সে রক্তহিম করা ভয়ানক হতে দেখেছে যখন সে নিকের দিকে চেয়েছিল আজ।

'যতদূর জানি সে-ও একজন দক্ষ গান-ফাইটার,' কথা বলার ফাঁকে রাকার চোখ রাস্তাটা চষে বেড়াচ্ছে এরফানের খোঁজে। 'কিন্তু তবু আমাদের ওকে সাবধান করে দেয়া উচিত, জিম—হাজার হোক আমাদের সাথে যখন যাচ্ছে, সে আমাদেরই একজন।'

'চলো তাহলে, ওকে খুঁজে বের করি আমরা।' বোনের হাত ধরে জিম লোকজনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। ওকে আর সেই ভার্জিনিয়ার জিম বলে চেনার উপায় নেই এখন। নতুন উদ্যম আর আত্মবিশ্বাস তাকে ভিন্ন মানুষ করে তুলেছে।

চলতে চলতে আপার হাতে টান দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। 'ওই যে,' ফিসফিস করে বলল সে, 'চালু চাক্কা যাচ্ছে!'

চিনিয়ে দেয়ার দরকার ছিল না; রাকা আগেই টের পেয়েছিল লোকটার হাবভাব দেখে।

রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে লোকটা। রাকার চেয়ে বেশি লম্বা হবে না সে, চৌকো চোয়াল, লম্বা নাক আর সাথে ভয়ানক দুটো ঘোলাটে চোখ। দুটো পিস্তল ঝুলছে ওর দু'পাশের হোলস্টারে, দুটোরই মাথার দিকগুলো পায়ের সাথে বাঁধা।

কিছুদিন আগেই হে-সিটিতে চালু চাক্কা গুলি করে একসাথে দুজনকে ঘায়েল করেছে। দুজনের কেউই মরেনি বটে, কিন্তু যারা সামনাসামনি দেখেছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তারা সবাই ওর ক্ষিপ্রতা দেখে মনে ক্লে অ্যালিসন, ম্যানিং ক্লেমেন্টস, ওয়েস হ্যারিসনের মত দক্ষ পিস্তল চালকের সারিতে ফেলেছে ওকে।

রাকা তার পশ্চিমের বাসিন্দা আঙ্কেল টিমোথির কাছ থেকে পশ্চিমের অনেক গল্প শুনেছে। তারা কল্প-কাহিনী হয়ে রয়েছে তাদের পিস্তলের জোরে। ওয়াইল্ড বিল হিকক, ক্লে অ্যালিসন, ওয়াইয়েট আরপ, ওয়েস হার্ডিন, লুক শর্ট, বিলি দ্যা কিড···এদের অনেক গল্পই সে শুনেছে। চালু চাক্কা আজ তার কাছে একটা নতুন

নাম। ওকে সামনাসামনি দেখে, আর ওর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে ভিতরটা শুকিয়ে আসছে রাকার।

'এরফান যে এখন কোথায় কে জানে!' চালু চাক্কার ওপর থেকে নজর না সরিয়ে স্বগতোক্তি করল রাকা।

'জানি না কোথায় আছে সে—পালিয়ে যেতে পারলেই এখন রক্ষা হয়।'

'অসম্ভব!' বলে উঠল রাকা। 'পালিয়ে যাবার মত লোকই নয় সে।'

'না পালালে বোকামি করবে। সাঙ্ঘাতিক ধরনের লোক এই চালু চাক্কা। কিন্তু ও যে কেন জেসাপের পিছনে লাগল বুঝলাম না।'

রাউডি রবিন বেরিয়ে এসে একটা দোকানে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। রাকার সন্ধানী চোখে ঘটনাটা এড়াল না। ওর রাইফেলটা আলগোছে আটকে রয়েছে ওর হাতের ভাঁজে। পরক্ষণেই আর একজন বেরিয়ে এল ওই দরজা দিয়ে—সিরিল ডার্কি। রাকার মনে পড়ল এদের দুজনের সাথেই এরফানের বেশি ঘনিষ্ঠতা লক্ষ করেছে সে। সিরিল সোজা ধীর পায়ে রাস্তা পার হয়ে একটা বাক্সের ওপর বসে সিগারেট ধরাল।

'জিম!' ভাইয়ের হাত সজোরে চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রাকা, 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে—এখানেই দাঁড়াও।'

চালু চাক্কার দিকে এগুচ্ছিল ওরা, কয়েক পা গিয়েই হাতে চাপ অনুভব করে থেমে দাঁড়াল জিম। ঠিক এই সময়েই এরফান জেসাপকে বেরিয়ে আসতে দেখল রাকা দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে।

চালু চাক্কা প্রায় তিরিশ গজ দূরে তখনও। একবার ডাইনে, তারপর বাঁয়ে চাইল সে। আবার ডাইনে চেয়েই রাস্তার ঠিক মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—এরফানকে দেখতে পেয়েছে সে।

পা দুটো সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে চালু চাক্কা। সম্পূর্ণ তৈরি সে। তার সব কয়টা স্নায়ু টানটান হয়ে রয়েছে।

মুখে কিছু বলল না এরফান, চলাও থামাল না। সে জানে, থামলেই গুলি ছুঁড়বে চালু চাক্কা, ওর তার অল্প পিছনেই রাস্তার ঠিক মাঝে দাঁড়িয়ে আছে রাকা, একেবারে সরাসরি গুলির লাইনে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল এরফান। রাস্তাটা এখন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। ওরা চারজন ছাড়া রাস্তায় আর কেউ নেই। রাস্তার ওপর এরফানের বুটের মচমচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাঁটার তালে তালে ওর হাত দুটো সহজ ভঙ্গিতে সামনে পিছনে দুলছে।

জিম রাকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজের দেহ দিয়ে আপাকে আড়াল করল। উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করছে তার।

চলতে চলতেই এবার মুখ খুলল এরফান। 'শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমার খোঁজ করছিলে, চালু চাক্কা?' নিস্তব্ধ ফাঁকা রাস্তায় অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল ওর গলা। রাস্তার আশেপাশে জীবনের কোন সাড়া নেই—কোথাও কিছু নড়ছে না। 'শুনলাম আমাকে শিকার করতে বেরিয়েছ তুমি, তাই ভাবলাম আমাদের সামনাসামনি কিছুটা পরিচয় হওয়া দরকার।'

এগিয়েই চলেছে এরফান সহজ সাবলীল গতিতে। 'কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা ভাল না—বিশেষ করে যারা অস্থির হয়ে দর্শন পাওয়ার জন্যে খুঁজতে বেরোয়, তাদের তো কোনমতেই প্রতীক্ষা করিয়ে রাখা চলে না।'

এরফানের কোন কথারই জবাব দিল না চালু চাক্কা। ওর দেহটা কেবল তৈরি হয়ে আরও একটু কুঁজো হলো। বড় বড় ভীত চোখে রাকা চেয়ে রয়েছে এরফানের দিকে। তোলপাড় চলেছে ওর বুকের ভিতর।

ও কি থামবে না? এইভাবে হেঁটেই এগিয়ে যাবে ওই জঘন্য লোকটার পিস্তলের নলগুলোর মুখে?

রাস্তার দুধারে লোকগুলো শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। অবাক চোখে সবাই চেয়ে দেখছে বাকস্কিনের শার্ট আর কালো হ্যাট পরা লোকটা আরও এগিয়ে যাচ্ছে চালু চাক্কার দিকে।

'শুনলাম তুমি একটা জঘন্য লোক, চালু চাক্কা। শুনলাম তুমি নাকি কিছু লোককে খুনও করেছ। সন্দেহ নেই ওরা কানা, খোঁড়া বা বুড়ো লোক ছিল। কিন্তু এখন তুমি একজন পুরুষের সামনাসামনি হয়েছ—যে তোমাকে ভয় পাচ্ছে না মোটেও। আগের মতই লাগছে কি তোমার এখন?

'ভাবছি কে তোমাকে আমার পিছনে লাগাল। এর পিছনে অন্য কারও হাত থাকতেই হবে, কারণ তোমার সাথে কোন ঝগড়া-বিবাদ আমার হয়নি, এমন কি মাত্র কয়েক মিনিট আগে অন্যেরা তোমাকে চিনিয়ে দেয়ার আগে পর্যন্ত তোমাকে কোনদিন দেখিইনি আমি।'

মচমচ শব্দে এগিয়েই চলেছে এরফান।

চালু চাক্কার দুপাশে তার হাতদুটো থাবার আকার নিয়েছে। চোখ দুটো অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছে—দাঁতগুলো সামান্য বেরিয়ে পড়েছে। উত্তেজনার চাপে হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করেছে ওর। এরফানের জোরাল গলার কথাগুলো শুনছে আর অপেক্ষা করছে সে। সামান্য এদিক ওদিক দেখলেই সাথে সাথে গুলি চালাবে লোকটা।

চেয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঝিমঝিম করছে রাকার। হঠাৎ এরফানের হাতের আঙুলের ফাঁকে চকচকে কিছু একটা নজরে পড়ল তার। 'চালু চাক্কা' যেন ভুল না বোঝে এমনভাবে খুব ধীরে ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়াল এরফান। হাতের চকচকে পিতলের কার্তুজটা খেলার ছলে বারবার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে সে। প্রতিবারই ঝিলিক দিয়ে উঠছে উজ্জ্বল রোদে পালিশ করা পিতলের ছোট্ট গুলিটা।

আরও এগিয়ে যাচ্ছে এরফান। দুরুদুরু বুকে রাকা অপেক্ষা করছে। যেকোন মুহূর্তে পিস্তল গর্জে উঠবে।

অস্বস্তি বোধ করছে চালু চাক্কা, মৃদুমৃদু কাঁপছে ওর সারা দেহ।

'কি করছে এরফান?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠল জিম। 'ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

ওদের মাঝে দূরত্ব আর মাত্র পনেরো ফুট। এগিয়েই চলেছে এরফান···তেরো···এগারো···নয়···পিতলের গুলিটা বারবার শূন্যে উঠছে আর

নামছে।

'দেখেছ?' বলে উঠল জিম, 'কেমন ঘামছে চালু চাক্কা?'

সত্যিই তাই, খুনী লোকটার ঠোঁট বারবার আপনাআপনি খিরখির করে নড়ে উঠছে। হাত দুটো কাঁপছে। অপলক চোখে এরফানকে লক্ষ করছে সে—সামান্যতম বেচাল দেখলেই গুলি করবে।

এমন পরিস্থিতি আর আগে কখনও হয়নি। কেউ তার দিকে এমন নির্ভীকভাবে হেঁটে এগিয়ে আসেনি। সবাই একসময়ে থেমে দাঁড়িয়েছে—শ্বাসরুদ্ধকর দু'একটা মুহূর্ত কাটার পরেই আরম্ভ হয়েছে গোলাগুলি। কিন্তু এ কি? ও যে এগিয়েই আসছে—শঙ্কিতভাবে সে চেয়ে দেখছে আরও এগিয়ে আসছে এরফান···আরও!

রাক্কার একটা হাত মুখের কাছে উঠে এসেছে। কোন মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব এই অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠা নির্বিকারভাবে সহ্য করা? ওরা এখন এত কাছাকাছি যে কারও গুলি ফসকে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরা···

এরফানের আঙুলের ফাঁক গলে পিতলের গুলিটা নিচে ধুলোর ওপর পড়ল।

সম্মোহিতের মত 'চালু চাক্কার' চোখ অনুসরণ করল চকচকে গুলিটাকে। শান্ত সহজ ভঙ্গিতে এরফান ঝুঁকল ওটা তুলে নিতে···হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে চালু চাক্কার চোখে ছুঁড়ে মারল সে!

অপ্রত্যাশিতভাবে চোখে ধুলো যেতেই অন্ধের মত টলে উঠল চালু চাক্কা। পরক্ষণেই হন্যে হয়ে পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু পিস্তল বের করে গুলি করার আগেই এরফানের আঘাতে পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ওর হাত থেকে। রাগে ক্রুদ্ধ জন্তুর মত চিৎকার করে এক হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে আরেক হাত দিয়ে অন্য পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করল।

বাড়ি খেয়ে ওর বাম হাতটা সরে গেল পিস্তলের ওপর থেকে। প্রচণ্ড আঘাতে হাতটা একেবারে অবশ হয়ে গেছে, এই সময়ে বিরাশি শিক্কা একটা ঘুসি এসে পড়ল ওর পেটে। ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল 'চালু চাক্কা'—দম ফুরিয়ে গেছে ওর ওই প্রচণ্ড ঘুসির আঘাতে। এক হাতে কলার ধরে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দুই গালে চড় মারতে মারতে ওর মুখ রক্তাক্ত করে ফেলল এরফান।

প্রথম উল্টো হাতের চড়েই ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। হাতের তালু দিয়ে মারা দ্বিতীয় চড়টা পড়ল ওর কানের ওপর—মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। শেষের দিকে ওর মাথাটা চড় খেয়ে সুতোয় বাঁধা কর্কের মতই এপাশওপাশ করতে থাকল।

একটা পিস্তল ওর খাপের মধ্যে রয়েছে বটে, কিন্তু যতবারই সে ওটা বের করার চেষ্টা করে ততবারই বাড়ি দিয়ে ওর হাত সরিয়ে দেয় এরফান।

এবার ওর খাপের পিস্তলটা বের করে ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ওর কলার আর বেল্ট ধরে ওকে তুলে নিয়ে ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর টবে ফেলে দিল এরফান। প্রথমে তলিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই নাক মুখ দিয়ে পানি বের করে কাশতে কাশতে মাথা তুলল চালু চাক্কা।

রাস্তাটা একেবারে নীরব ছিল এতক্ষণ। কেউ একজন উল্লসিত চিৎকার দিয়ে

উঠতেই এবার সরগরম হয়ে উঠল জায়গাটা। বেশির ভাগ লোকই হাসিতে ফেটে পড়ছে। পশ্চিমের একজন ভয়ঙ্কর বন্দুকবাজকে এভাবে সোজা হেঁটে গিয়ে থাপড়ে তার মাথা ঘোলা করে দিয়ে এমন করে ঘোড়ার পানি খাওয়ানো···সত্যি, এরফান জোসাপ আজ বেড়ে দেখিয়েছে!

এরফান যদি চালু চাক্কাকে গুলি করে মেরে ফেলত তবে সেটা কোন আশ্চর্য ঘটনা হত না। সবাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে যে যার কাজে চলে যেত। কিন্তু যা ঘটে গেল তা সত্যিই জাঁকিয়ে গল্প করে বলার মত। এই কাহিনী বহুকাল ধরে বহুবার বহুজনের মুখে শোনা যাবে সবখানে।

হাসি ঠাট্টার মধ্যে চালু চাক্কা টব থেকে কোনমতে নেমে দাঁড়াল, তারপর মন্থর পায়ে হেঁটে দুটো বাড়ির মাঝখান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওকে নিয়ে মস্করা করছে সবাই। চালু চাক্কা বুঝে নিয়েছে আজকের পরে কেউ আর তাকে ভয় পাবে না—কোনদিনও না।

হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে নিক উলফ পুরো ঘটনাটা দেখল। বিড়বিড় করে নিষ্ফল আক্রোশে কাকে যেন গাল দিল সে। মুচকি হাসি হেসে এমিল এসে দাঁড়াল নিকের পাশে। 'এমন ঘটনা দেখেছ কোনদিন? লোকটার সাহস আছে বলতে হবে। আমি বরং পঞ্চাশবার বরফের মধ্যে ঝড়বাদল মাথায় করে ঘোড়া চালাতে রাজি আছি কিন্তু অমন করে কোন গান ফাইটারের সামনে যেতে পারব না। আর লোকটা কিনা সোজা হেঁটে গিয়ে পাগলা খুনীটার কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে থাপড়ে সিধে করে দিল ওকে!'

ঘুরে কটমট করে এমিলের দিকে চাইল নিক। সবজান্তার হাসি হেসে এমিল আবার বলল, 'তোমার বুদ্ধি থাকলে ওর সাথে আর লাগতে যেয়ো না। ওর পেছনে লাগলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে।'

'ওহ্, চুপ করো,' বলেই রাগে গটমট করে হেঁটে হোটেলে ঢুকে গেল সে।

এরফান এগিয়ে এসে রাকার সামনে দাঁড়াল। 'গোলমালের সময়ে মেয়েদের রাস্তায় থাকা ঠিক না—চোট লাগার ভয় থাকে।' ঘটনার উত্তেজনায় এরফানের গলার স্বর একটু রুক্ষ আর পাতলা শোনাল।

'কি?' এরফানের গলার সুরে বিস্ময়ে রাগে আড়ষ্ট হয়ে ঋজু হয়ে গেল রাকা। 'কোন্ সাহসে তুমি আমার সাথে ওই সুরে কথা বলো? তুমি যদি মনে করে থাকো···'

ওকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে অমন করে চলে না গেলে হয়তো এরফানকে ক্ষমা করত রাকা। মনের ঝাল ঝাড়তে না পেরে হনহন করে হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল সে। জিম প্রায় ছুটতে ছুটতে চলল আপার পিছনে।

রাউডি আর সিসিল এরফানের পাশে এসে দাঁড়াল। রাউডি হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যিই আমাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছ তুমি আজ। আমি তো নিশ্চিত ধরেই নিয়েছিলাম গুলি ছুঁড়বে ও।'

'আচ্ছা, সত্যিই ও যদি তোমাকে গুলি করার জন্যে পিস্তল বের করত তবে কি করতে তুমি?' প্রশ্ন করল সিসিল।

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইল এরফান। 'তোমার কি মনে হয়? বাধ্য হয়েই ওকে আমার মেরে ফেলতে হত!'

'জেম থিয়েটার'-এর দিকে হাঁটছে ওরা। সিসিল বলে উঠল, 'গোল্ড স্ট্রীটের উল্টোদিকের থিয়েটারে একটা ভাল শো হচ্ছে, দেখবে? বহুদিন কোন ভাল শো দেখিনি—ল্যারি ম্যাকগ্যামনের শো—আশা করা যায় ভাল হবে।'

'মন্দ কি? শো'র শেষে রওনা হলে আমরা সময় মত স্লিট রকে পৌঁছে যাব। ওদিকে টোনি ল্যাগার আমাদের ওয়্যাগনগুলো দেখাশোনা করছে, সুতরাং চিন্তা নেই আমাদের। হ্যাঁ, ভালই কাটবে সময়টা।'

মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা তিনজন। রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা কমে এসেছে, তবে বারগুলো এখন একেবারে ভর্তি।

'এই ওয়্যাগন ট্রেনটার মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে,' মন্তব্য করল সিসিল। 'প্রথম থেকেই কেমন যেন অপছন্দ হচ্ছে আমার সবকিছু। হিরামের এই নিকের সাথে একজোট হওয়া—তাছাড়া ইয়েন গোল্ডস্মিথ বলছিল সে নাকি দেখেছে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চালু চাক্কাকে টাকা দিয়েছে নিক। চালু চাক্কার তোমাকে খুঁজতে বেরুবার ঠিক আধঘণ্টা আগের ঘটনা এটা।'

'তাই নাকি?' এটা অসম্ভব নয়, ভাবল এরফান। ওর ধারণা ছিল, হয় চালু চাক্কা নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে, নয়তো কর্নেল ল্যাকারির প্ররোচনায় একাজ করেছে।

'ইয়েন বলছিল বাষট্টিটা ওয়্যাগন ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে ওখানে দলে যোগ দেয়ার জন্যে— লোকের সংখ্যা নব্বইয়েরও বেশি হবে।'

'বেশ বড় জমায়েত।'

'যেরকম সাজ সরঞ্জাম আছে তাতে ইন্ডিয়ানরা আর আক্রমণ করতে সাহস পাবে না।' একটু থেমে রাউডি রবিন আবার বলল, 'আজ মার্ক লুকাসকে দেখলাম।'

নাম শুনে ঝট করে ফিরে চাইল এরফান। 'কি নাম বললে? মার্ক লুকাস?'

'হ্যাঁ, মার্ক লুকাস।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল রাউডি এরফানের দিকে। 'কোথায় দেখেছি জানো? নোয়েল স্পাইকের ওয়্যাগনে!'

'তাই?' হাত দিয়ে চিবুক ঘষতে ঘষতে চিন্তা করছে এরফান। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মার্ক লুকাসে এসে ঠেকেছে। লোকটা একেবারে পাজির পা-ঝাড়া। চুরি, বদমাইশি, ধাপ্পাবাজি, খুন কোনটাতেই কম যায় না। নিক যদি এই সব ধরনের লোককে নেয়া আরম্ভ করে তবে পথে যা খুশি তাই ঘটতে পারে।

লোকটাকে ভার্জিনিয়া সিটি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। লারামিতে সে মার খেয়ে ভর্তা হওয়ার থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে, টাসকোসায় সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়নি—তবে যে লোকটার পিঠে ছুরি মেরে খুন করে টাকা পয়সা লুট করা হয়েছিল, তার হত্যাকারীর ঘোড়ার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে মার্ক লুকাসের আস্তানার কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

'নিজেকে সতর্কভাবে লোকচক্ষুর আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করছে সে,' বলল রাউডি। 'আমি যে ওকে দেখেছি একথা জানে না ও।'

'হুম,' একটা ছোট পাথরে লাথি মারল এরফান। 'ভাবছি আমি মিস্টার ওয়েস্টকে এই পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়াতে উপদেশ দেব।'

'ওরা শুনবে না তোমার কথা।'

'না শুনুক, তবু এটুকু আমার কর্তব্য।'

ভিড় জমে উঠেছে বেশ। কিছুক্ষণ পরেই শো আরম্ভ হবে। শহর ভেঙে পড়েছে এই শো-দেখার জন্যে। একটা লম্বা বেঞ্চে নিজের জায়গায় বসে এদিক ওদিক চাইল এরফান। সব ধরনের লোকই এসেছে—সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কখন শো আরম্ভ হবে।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল—একটা মেয়ে ঢুকল স্টেজে। মেয়েটা স্টেজের পিছনে কাউকে চিৎকার করে কি যেন বলল। কি বলল না বুঝলেও সবাই একসাথে হেসে উঠল। মেয়েটার মাথায় একটা সরু ঘের দেয়া ছেলেদের কালো হ্যাট, বেখেয়ালের মত অসাবধানে বাঁকা করে চুলের উপর বসানো। দর্শকের দিকে ফিরল মেয়েটা—তার লম্বাটে মসৃণ মুখমণ্ডল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেই একটা হোঁচট খেলো উপস্থিত দর্শকেরা—মেয়েটাকে সাধারণ মেয়ে মনে হচ্ছে না আর।

'সিসিল, ভাল করে দেখে নাও,' বলল এরফান। 'আমরা মরে ভূত হয়ে যাবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত লোকে এই মেয়ের কথা মনে রাখবে। এ হচ্ছে সেই বিখ্যাত "ক্যালামিটি জেন"!'

গলা উঁচু করে সামনের মাথাগুলোর ফাঁক দিয়ে একটু ভাল করে দেখার চেষ্টা করল সিসিল। মেয়েটার পরনে রয়েছে একটা বাকস্কিনের ঢোলা কোট, মাঝখানে বেল্ট দিয়ে বাঁধা; ট্রাউজার্সও বাকস্কিনের তৈরি, নিচের দিকে ঝালর কাটা। কোটের নিচে একটা ছেলেদের শার্ট।

'এর কথা অনেক শুনেছি আমি,' বলল সিসিল।

'একজন লোকের সাথে ব্ল্যাক হিলস্ এসেছিল জেন। থিয়েটারের দল লারামি ছেড়ে যাবার সময়ে তাদের সাথে জুটে যায়। ওই যে ওর হাতে রাইফেলটা দেখছ, আজ পর্যন্ত কোন টার্গেট মিস করেনি সে। কঠিন মেয়ে, কিন্তু মনটা খুব নরম, যা চাও দিয়ে দেবে তোমাকে। আরও আশ্চর্য কথা, স্বভাব চরিত্রে ছেলেদের মত হলেও অসুস্থ আর মুমূর্ষুর সেবায় ওর জুড়ি নেই।'

নতুন দর্শক, যারা এইমাত্র হলে ঢুকল তাদের দিকে চাইল এরফান। ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ দেখার জন্যে ওর মনটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে। পরমুহূর্তেই ঢুকল সে।

একটা সবুজ গাউন পরেছে রাকা। দর্শকদের মাঝে মৃদু গুঞ্জন উঠল। সবাই একবার করে ঘুরে চাইল ওর দিকে। ছোট ভাইয়ের পিছন পিছন এগিয়ে গেল সে—তার পেছনে নিক। হাসিটা মিলিয়ে গেল এরফানের। একটু নড়েচড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরাল সে। রাউডি আড়চোখে সব লক্ষ করছে বুঝেও না বোঝার ভান করল এরফান।

কিছুই ভাল লাগছে না এরফানের। বুকের ভেতরটা থেকে থেকে কেমন যেন

মোচড় দিয়ে উঠছে। স্টেজের ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করল সে—কিন্তু রাকা এমন জায়গায় বসেছে যে স্টেজের দিকে চেয়েও ওকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই টের পেল সে, রাকা ওকে খুঁজছে। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে দর্শকদের দিকে দেখছে সে। একটু বাদেই এরফানের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল এরফান; উত্তরে সে-ও সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

স্টেজের পর্দা আবার উঠতে আরম্ভ করতেই নীরবে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এরফান। রাউডি তাকে কিছু বলার জন্যে ওর দিকে চাইতেই তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। 'চুলোয় যাক,' আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল সে। 'জাহান্নামে যাক সব।'

দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাশের ছোট টিলাটার ওপর উঠতে শুরু করল সে। বেশ অনেকটা ওঠার পর ঘুরে ফিরে তাকাল।

নিচে শহরটা দেখা যাচ্ছে। বড় রাস্তার দু'পাশে দুই সারি বাড়ি,—বাকিগুলো ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো। নাহ্, এতটা উতলা হওয়া ঠিক হচ্ছে না তার—মনে মনে ভাবল এরফান। কোন মেয়েই এতটা দামী নয়। কিন্তু তবু এমন লাগছে কেন তার? কটা কথাই বা হয়েছে ওদের মধ্যে? মাত্র তো কয়দিনের পরিচয়—এর মধ্যেই কেন ওর মুখ সবসময়ে চোখের সামনে ভাসে; কেন ওর মনের কানে কানে ওর স্বরই কেবল কথা বলে? কত মেয়ের সাথেই তো তার পরিচয় হয়েছে; কই, এর আগে তো কেউ এভাবে তার মনকে দোলা দেয়নি? কিন্তু লাভ কি তাতে? এরমধ্যেই নিক উলফ যে রকম ভাব জমিয়ে নিয়েছে, তাতে এরফানের আর সুযোগ নেই বললেই চলে।

কিংবা এমনও হতে পারে কয়দিন পরেই পুব থেকে ওর প্রেমিক এসে হাজির হবে ওকে বিয়ে করার জন্যে রাকা সম্বন্ধে কতটুকু জানে সে?—কিছুই না আজ সত্যিই ভয় পেয়েছিল। চালু চাক্কার সামনাসামনি হয়ে সে রাকার কথা ভেবেই গোলাগুলির মধ্যে যায়নি—রাকা ছিল রাস্তার মাঝে একেবারে সরাসরি গুলির পথে ওরই জন্যে চালু চাক্কা এখনও বেঁচে আছে। ওরই কারণে এমন দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছিল এরফান।

সিসিল ভয় পেয়েছিল চালু চাক্কা আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এরফান নিশ্চিত, ও আর ফিরবে না। এখানে আর মুখ দেখাবার জো নেই ওর। ও চলে যাবে দূরের কোন শহরে, যেখানে কেউ এই কাহিনী জানবে না। এমন অপদস্থ হওয়ার পরে কোনদিন সে আর আগের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কারও মোকাবিলা করতে পারবে না।

ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এল এরফান। সোজা আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল সে। ঘোড়া সেজে নিয়ে এখনই রওনা হওয়ার ইচ্ছা তার। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে সব ফিতেগুলো ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে পরিষ্কার শুনতে পেল, অন্ধকারে কে যেন কথা বলে উঠল। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

'এরফান!' গলাটা ঠিক চিনতে পারল না সে, 'ওদের সাথে ওয়্যাগন

কাফেলায় তুমি যেয়ো না। হয়তো আমাকে চিনবে না তুমি, আমার দুঃসময়ে একবার মস্ত উপকার করেছিলে, তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মুখ খুলেছি তা ওরা কেউ জানতে পারলে খুন হয়ে যাব আমি। নিজের জীবন বিপন্ন করেই বলছি, যেয়ো না তুমি।'

'কেন, গেলে কি হবে?'

একটু চুপ করে থেকে সে জবাব দিল, 'জানি না। কিন্তু কিছু একটা ঘটবে-কারোই জীবিত ফিরে আসার কথা নয়।'

'কার নির্দেশে হচ্ছে এসব?' জানতে চাইল এরফান।

কোন জবাব এল না। আরও একটু অপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল সে। আবার প্রশ্ন করল। কিন্তু অজ্ঞাত বন্ধু ততক্ষণে চলে গেছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে হোটেলের সামনে কাঠের রেলিঙে বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকল এরফান। বারে ঢুকে সবার চেহারা খুঁটিয়ে দেখল সে। কিন্তু এদের কাউকেই অন্ধকার আস্তাবলের সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে হলো না তার।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করল হিরাম ম্যাক্সওয়েল।

এরফানের দিকে চোখ পড়তেই মৃদু হেসে ওর দিকে এগিয়ে এল হিরাম। 'চমৎকার দেখিয়েছ বটে আজ,' তার সহজাত নরম মিঠে স্বরে বলল সে। 'শুনেছি ওয়াইয়েট আরপ্ এই ধরনের কিছু একটা করেছিল বেন থম্পসনের সাথে—কিন্তু এর সাথে তার কোন তুলনা হয় না।'

'চালু চাক্কা আর বেন এক হলো না,' সত্যি কথাই বলল এরফান।

'ঠিক! চালু চাক্কা ওর চেয়ে খারাপ—অনেক খারাপ। থম্পসনের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল আর সাহসও কারও চেয়ে কম ছিল না। পিছিয়ে গেছিল, কারণ সে জানত জিতলেও সেটা তার হারই হবে। ওয়াইয়েট মরলেও ওকে ছাড়বে না, মরার আগে ওকেও শেষ করে যাবে; কোন নড়চড় হবে না এর। চালু চাক্কার মাথা গরম। কেউ বলতে পারে না সে কি করবে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। নিজের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে হিরামের দিকে চোখ তুলে চাইল সে। 'নিক উলফকে তুমি কতদিন থেকে চেনো?'

মুহূর্তে হিরামের চোখের আধো-অন্তরঙ্গ আভাটা নিভে গিয়ে চোখ দুটো আবেগশূন্য ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'ঠিক মনে করতে পারছি না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'একেবারেই মনে পড়ছে না।'

'ভাল কথা,' বলল এরফান। 'আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না বটে, তবে আমার কেন যেন দৃঢ় ধারণা ও আমাদের মতই পিস্তলবাজ।'

হিরাম ভাল করে আর একবার যাচাই করে দেখল এরফানকে। 'সত্যিই তোমার তাই মনে হয়?'

'হ্যাঁ, তাই। তবে বিশেষ কোন লাভের আশা না থাকলে ও পিস্তল বের করবে না কথাটা মনে রেখো।'

এরফানের চোখে চোখ রেখে চাইল হিরাম। 'কথাটা আমাকে বলছ কেন? আমার সাথে এর কি সম্পর্ক যে আমাকে সাবধান করছ?'

'তোমাকে নয়, নিজেকেই সাবধান করছি। একদিন হয়তো আমাদের

দুজনকে দুজনের মোকাবিলা করতে হবে। আমি চাই না এমন হোক, রক্তপাত আমি ভালবাসি না। কিন্তু সত্যিই যদি এমন দিন আসে তবে আমি ন্যায্য ভাবে সমান ভিত্তিতেই লড়ব, আর আমাদের মধ্যে যে বেশি যোগ্য সেই জিতবে। এটা জানি, যদি নিক কখনও মোকাবিলা করে, পরিস্থিতি তার অনুকূলে না থাকলে সে লড়বে না।'

কোন মন্তব্য না করে এক চুমুকে বাকি মদটুকু শেষ করে বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখল হিরাম। একদৃষ্টে খালি গ্লাসটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, 'তাহলে ওর নাম নিশ্চয়ই শুনতাম আমরা।'

'হয়তো শুনেছি,' বলল এরফান। 'হতে পারে সে এখন অন্য নাম ব্যবহার করছে।'

'কে!'

'এখনও হদিস করে উঠতে পারিনি আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসাব মিলতে হবে। ক্লে অ্যালিসনের এক পায়ে গোদ আছে, ওয়াইয়েট আরপের চুল আর চোখ অন্য রঙের—তাছাড়া সে অসৎও না। বিলি ওর চেয়ে অনেক হালকা পাতলা গড়নের—ডেভ্ রুডাবাও হতে পারে না, তাকে চিনি আমি। সে যাই হোক, আমার বিশ্বাস সে ওদের মতই একজন!'

কোন মন্তব্য না করে বিদায় নিয়ে চলে গেল হিরাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ একা বসে থাকল এরফান। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে উঠে দাঁড়াল সে, জ্যাক ওয়েস্টকে সাবধান করে দিতে হবে।

জ্যাকই দরজা খুলল। এরফানকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল সে।

'আপনার সাথে কিছু জরুরী কথা আছে আমার,' একটু কুণ্ঠিত স্বরেই বলল এরফান।

'বেশ তো···ভিতরে এসো,' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল জ্যাক।

সরাসরি কাজের কথায় এল এরফান। 'আজ রাতে আমি যখন আস্তাবলে ঘোড়ায় জিন লাগাচ্ছিলাম তখন অন্ধকারে একজন লোক সাবধান করে দিল আমাকে। অন্ধকারে আমি চিনতে পারিনি লোকটাকে—আমাকে মানা করল এই ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিতে। বলল এদের কেউ জীবন্ত ফিরবে না।'

'বাজে কথা, বৎস, এক্কেবারে বাজে কথা। ওই সু ইন্ডিয়ানরা আমাদের এতবড় একটা দলকে আক্রমণ করতে সাহসই পাবে না।'

'সু ইন্ডিয়ানদের ভয়ে লোকটা ওকথা বলেনি, ও ইঙ্গিত করেছে এই দলের অগুনতি দাগী আসামীর দিকে। আমারও একই মত।'

জ্যাকের মুখটা কঠিন হলো। 'তোমার এই উপদেশ দেয়ার পেছনে উদ্দেশ্যটা কি? তোমার আর নিকের মধ্যে যে বিরোধ সেটা আমি তোমার যৌবনের উচ্ছ্বাস আর নিকের রগচটা ভাবেরই ফল বলে ধরে নিয়েছিলাম।'

'নিকের ধারে কাছে ওর সাঙ্গপাঙ্গ যারা আছে, নোয়েল স্পাইক, মার্ক লুকাস—এদের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আছে আপনার?'

'লুকাস? চিনলাম না ওকে।'

'আপনি চিনবেন না, নোয়েল স্পাইকের ওয়্যাগনে লুকিয়ে আছে ও। খুব

খারাপ ধরনের খুনে বদমাইশ বলে নাম আছে ওর।'

জ্যাকের মুখ অত্যন্ত কঠিন দেখাচ্ছে, ব্যবহারেও আর আগের সেই আন্তরিকতা নেই। কঠিন স্বরে সে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, এরফান। মনে যদি সন্দেহ ছিল, তবে মীটিঙেই তোমার সে-কথা বলা উচিত ছিল। কাপুরুষের মত রাতের বেলা চুপিচুপি আমাকে বলতে এসেছ—খুবই অসামাজিক আচরণ এটা!'

এরফানের চেহারা অপ্রতিভ হলো। অল্পক্ষণ নীরবতার পর সে বলল, 'আমি আপনার মেয়ের কথা ভেবেই একথা আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। যদি সত্যিই কোন বিপত্তি ঘটে তবে সেখানে তার থাকাটা বিপজ্জনক হবে।'

'আমরা, অর্থাৎ আমার ছেলে জিম আর আমি রাকার সবরকম দেখাশোনা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি এই ওয়্যাগন কাফেলা সংগঠনে সাহায্য করেছি। বলতে পারো আমিই এর হোতা। এই ওয়্যাগন ট্রেইনের সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত কিংবা আমার কোন বিশ্বাসী বন্ধুর সুপারিশে এসেছে। যদি মার্ক লুকাস বলে কোন লোক এতে থেকে থাকে তবে সেটা আমার অজ্ঞাত।

'আর, তোমার ওই আষাঢ়ে গল্প সম্পর্কে—হ্যাঁ, আষাঢ়ে গল্পই বলব আমি, কারণ এর চেয়ে উপযুক্ত নাম আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না—আমি বলব যে গত কয়েকদিনে তোমার সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য আমি জেনেছি। না, সেটা তোমার বন্দুকবাজ হওয়া বা মানুষ হত্যা সম্পর্কিত নয়। আমি তোমার সৈনিক জীবনের কিছু ঘটনার কথা বলছি। আমি যা শুনেছি তা তোমার জন্যে সম্মানজনক কিছু না।

'আমি এখনও সেসব কথা রাকা বা জিমকে জানাইনি—কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ওদের জানানো ছাড়া উপায় থাকছে না!

'সে কথা যাক, তুমি যখন আমাদের সাথে যাচ্ছ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিতে চাই যে নিক উলফ আর কর্নেল ফ্রেড ল্যাকারির ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করেছি বটে, কিন্তু তুমি কোনরকম গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করলে তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। ল্যাকারি আমাকে বলেছে তুমি একজন বেয়াড়া বিদ্রোহী, আর গোলমাল সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। এই ট্রিপে তুমি বেয়াড়া কিছু করার চেষ্টা করলে ভুল করবে।'

'ধন্যবাদ।' মড়া মানুষের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এরফানের মুখ।

ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো সে। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফিরে তাকাল এরফান। বলল, 'আমি আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানি না—কে তার নেতা হবে তাও জানি না—কিন্তু এটা আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে নিক উলফই হবে নেতা, আর তার লোকজনও সে নিজের ইচ্ছা মতই বেছে নেবে।'

কথাগুলো ঠিক জায়গা মত আঘাত করেছে বুঝতে পারল এরফান। সে দেখল জ্যাকের চোখ দুটো সামান্য ছোট হলো চিন্তায়—হয়তো নতুন করে ভাববে সে এবার। আর দাঁড়াল না এরফান, বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরেই রাউডি রবিন অপেক্ষা করছিল এরফানের জন্যে, সাথে সিসিলও রয়েছে। এরফানের মুখ দেখে আর কোন প্রশ্ন করল না ওরা কেউ। নীরবে তিনজন রওনা হলো স্লিট রকের উদ্দেশে।

সকালে ঘুম থেকে জেগেই এরফান টের পেল ক্যাম্পে কিছু লোকজনের সাড়া

পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে আগুনও জ্বেলেছে কেউ কেউ। কম্বল সরিয়ে বুট চড়িয়ে বাইরে এসে দেখল টোনি ল্যাগার ওদের জন্যে আগুন জ্বেলেছে।

এরফান এগিয়ে যেতেই হাসিমুখে টোনি বলল, 'শীতের সকালে শরীর গরম করতে কফির জুড়ি নেই,' এক মগ কফি বাড়িয়ে দিল সে এরফানের দিকে। 'তবে সূর্য আর একটু উপরে উঠলে আপনাআপনি চারদিক গরম হয়ে উঠবে।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল এরফান। কফিতে চুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল 'পানির পিপেগুলো ভরা হয়েছে?'

'ওগুলো প্রথমেই ভরেছি আমি। যা পানি নিয়েছি তাতে অন্তত তিনদিন চলবে আমাদের।'

'খুব ভাল। সবটাই হয়তো দরকার হতে পারে আমাদের।'

সিসিল আর রাউডি এসে হাজির হলো। জ্যাক ওয়েস্ট-এর সাথে তার কি কথা হয়েছে সেটা এরফান বলেনি ওদের। তবে না বললেও ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে ওর হাবভাবে।

সব জিনিস তোলা হয়ে গেছে ওয়্যাগনে। রাউডি তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। একটা লম্বা যুবক এগিয়ে এল ওদের দিকে। মাথায় লম্বা লম্বা সোনালী চুল, চিকন পাতলা গড়ন, লাজুক চেহারা।

'মিস্টার জেসাপ?' বলল সে, 'আর একজন ড্রাইভার নেবেন আপনি? আমি জানি আপনার একজন ড্রাইভার আছে, আপনি নিজেও দরকার হলে চালাতে পারবেন, কিন্তু আমি ভাবলাম হয়তো···মানে···আমি বিনা পয়সাতেই কাজ করব, আমি কেবল এই ওয়্যাগন ট্রেনের সাথে যেতে চাই।'

'মিস্টার ওয়েস্টের সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

'না, তবে অন্যজনের সাথে কথা বলেছি আমি···লম্বা মত, সেনাবাহিনীর লোক।'

'সে কি বলল?'

'বলল, ওয়্যাগন না থাকলে যেতে পারব না আমি।'

মনস্থির করে ফেলল এরফান। 'তুমি ষাঁড় সামলাতে পারবে?'

ছেলেটার চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। 'শুধু ষাঁড় কেন, ঘোড়া, খচ্চর, ওয়্যাগন, সবকিছুরই দেখাশোনা করতে পারব আমি।'

'ঠিক আছে, উঠে পড়ো।'

নিজের ঘোড়াটার কাছে ফিরে গিয়ে ঘোড়ায় চাপল সে। দূর থেকে শোনা গেল লম্বা সুরে আগে বাড়ার নির্দেশ।

চাবুকের শব্দের সাথে সাথে ওয়্যাগনগুলো নড়ে উঠল। তার লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা জেবরা ডান ঘোড়ার উপরে বসে এরফান দেখল চার সারিতে সাজিয়েও তাদের ওয়্যাগন ট্রেনটা প্রায় আধমাইল লম্বা হয়েছে।

সুন্দর শীতের সকাল। এক পা এক পা করে হেলেদুলে রাজকীয় চালে এগিয়ে চলল ষাঁড়গুলো। পিছন পিছন শব্দ তুলে চলেছে ওয়্যাগনগুলো। লম্বা ঘাস বাতাসে দুলছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় কর্নেল ল্যাকারিকে দেখা যাচ্ছে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে ওদের সবাইকে এগিয়ে যেতে বলছে।

আশায় বুক বেঁধে সবাই রওনা হয়ে গেল ওরা। ওদের ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে!

চার

পশ্চিম। সুদূরপ্রসারী বিস্তীর্ণ জনবিরল প্রান্তর পড়ে রয়েছে সামনে। এর ওপাশে প্রভাতী সূর্য লম্বা ছায়ার সৃষ্টি করছে বাতাসে দোল খাওয়া ঘাসের ওপর। এই ছায়া সহজে মিলিয়ে যাবার নয়। ওই কালো ছায়া থাকবে রেড ইন্ডিয়ানদের মাতৃভূমির পাহাড়ে, সমতলে—সাদা লোকেদের এই অন্যায় দখলের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ করছে ওরা।

এই অঞ্চলে এখন আর মহিষ দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে দু'একটা বুনো ষাঁড় বা বাচ্চাসহ একটা গরু চরতে দেখা যায়। যেখানে আগে দল বেঁধে লাখে লাখে চরে বেড়াত সেখানে আজ তারা নিঃসঙ্গ, একা। পুবের সাদা মানুষের আগমনে সঙ্গী হারিয়েছে ওরা।

ইন্ডিয়ানরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অনমনীয়, কিন্তু পরাজিত। শেষবারের মত তারা একত্রিত হয়েছিল যুদ্ধে কাস্টারকে পরাজিত করে দলবলসহ নিশ্চিহ্ন করার সময়ে।

কাস্টারের পরে টেরি, ক্রুক আর গিব্বনের মিলিত সৈন্যদল এল। ছত্রভঙ্গ ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের সামান্যই লড়তে হলো। সাদা লোকেদের যুদ্ধ পদ্ধতি আর কৌশল ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—মনোবল থাকলেও সেই বাহুবল আর তখন নেই।

ইন্ডিয়ানদের কাছে প্রতিটি সংঘর্ষ ছিল এক একটা যুদ্ধ। তারা শেষ পরিণতির কথা কোনদিন ভেবে দেখেনি—একটা যুদ্ধ জিতেই তারা মহা উল্লাসে সন্তুষ্টচিত্তে আপন লোকজনের কাছে ফিরে গেছে ঘরে। তারা তখনও সাদা মানুষদের যুদ্ধের উন্নত বর্বরতার ঝাল টের পায়নি। সাদা মানুষ থামেনি—ওরা বারবার এসেছে—আবারও এসেছে।

বারবার আঘাত খেয়েও দমেনি ওরা। আসলে ওদের চরম পরাজয় লালকোর্তা পরা সৈনিকের কাছে হয়নি—হয়েছে চামড়ার লোভে মহিষ হত্যাকারী জনস্রোতের কাছে। তারা এসেছে পঙ্গপালের মত। শেষ বড় যুদ্ধটায় জয়ী হয়েও তাই শেষ পর্যন্ত সু আর শাইয়্যানদের পিছু হটতে হয়েছে।

এই এলাকা, এই পরিবেশ এরফানের খুব প্রিয়। টাকাপয়সার পিছনে ছোটা তার ধাতে কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। দিগন্তের ওপারে কি আছে দেখার কৌতূহলেই সে প্রথম এসেছিল এদেশে। বিস্তৃত ঘাসের সমুদ্র আর অ্যাস্প গাছে ছাওয়া পাহাড় তার মন কেড়ে নিয়েছে। উঁচু উঁচু পাইন গাছগুলো দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিগ হর্নস এখনও দিগন্ত ছাড়িয়ে বহুদূরে। ওটা এখনও কেবল মনের একটা

ছবি—ওই পাহাড় এখনও মাথা উঁচিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি আকাশের বুকে। এরফান জানে যে এই ওয়্যাগন ট্রেনের শেষ পরিণতি যাই হোক না কেন এটাই তার প্রাণের দেশ—মনেপ্রাণে সে আপন করে নিয়েছে এখানকার সব কিছুকে।

একা একা তার জেবরা ডানে চড়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছে এরফান। এখন দিনের উজ্জ্বল আলোয় তার গতরাতের ভাবনাগুলোকে যুক্তিহীন, অবান্তর বলে মনে হচ্ছে। হতে পারে নিকের আশেপাশের লোকগুলো খারাপ, কিন্তু তাই বলে তারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাফেলায় যোগ দিয়েছে মনে করার কোন কারণ নেই। হতে পারে ওরা সত্যিই সোনার খোঁজেই সঙ্গ নিয়েছে। ফাদার রবার্ট বার্ক সবসময়ে জোরের সাথেই বলতেন, বিগ হর্নসে সোনা আছে। বেঞ্জামিনের গল্প সত্যি হতে পারে। সত্যি না হলে কেন ওরা এত কষ্ট করে এত আয়োজন করেছে, এত হাঙ্গামা পোহাচ্ছে?

সে কি নিকের প্রতি তার ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণেই ব্যাপারটাকে এক চোখাভাবে দেখছে? নাকি রাকা নিককে পছন্দ করে বলে হিংসায় অন্ধ হয়ে এমন ভাবছে সে?

হিরাম ম্যাক্সওয়েল একজন খুনী। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? সে নিজেও কি মানুষ হত্যা করেনি? হিরাম যে আসলে কেমন মানুষ সেটা বিবেচনাসাপেক্ষ—কিন্তু নোয়েল স্পাইকের কথা ভিন্ন। গোটা সীমান্তে সে পাজি লোক বলে পরিচিত।

মার্ক লুকাস আরও খারাপ। বিশালদেহী চতুর মার্ক ধোঁকাবাজ আর নৃশংস। যাহোক, নিক সীমান্ত এলাকায় নতুন, সে হয়তো মার্কের কথা নাও জানতে পারে।

চালু চাক্কা যে নিকের সাথে কথা বলার আধঘণ্টা পরেই এরফানকে খুঁজে হত্যা করতে বের হয়েছিল তা নেহাৎ ঘটনাচক্র হতে পারে। ও যেমন ধরনের ছিটগ্রস্ত মানুষ তাতে বিনা কারণেই যে কোন মানুষকে খুন করতে ছুটতে পারে। যদি নিকের পরিকল্পনাই হয়ে থাকে ওটা তবে বেচারা প্রচণ্ড ভাবে নিরাশ হয়েছে।

নাহ্, সে ভিত্তিহীনভাবেই সবাইকে অযথা সন্দেহ করছে, ভাবল এরফান। এতে নিকের ব্যক্তিগত কোনই লাভ হবার আশা নেই।

আস্তাবলে লোকটার সাবধানবাণী এই ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিতে চেয়ে অনুমতি না পাওয়া কোন মানুষের কাজ হতে পারে।

সামনের ক্যাম্পে ঘটনা কিছুটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। বিশ্রাম নিতে ওরা যেখানে থামবে সেখানে ভোটের মাধ্যমে দলের চারজন ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হবে।

এরফানের নিজের দলে তার ওয়্যাগন দুটোর ড্রাইভার টোনি ল্যাগার আর বেন ক্যালডার ছাড়া যারা আছে তারা হচ্ছে রাউডি, সিসিল, ডেনিস আর ড্যান বাড্—এদের সবারই একটা করে ওয়্যাগন। ইয়েন গোল্ডস্মিথের আছে তিনটে—তার প্রত্যেকটাই ডেনিসের ছেলেরা চালাচ্ছে।

আরও একটা ওয়্যাগন রওনা হবার সময়ে যোগ দিয়েছে ওদের সাথে সেদিন সকালেই। কে চালাচ্ছে দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে পিছিয়ে পড়ল এরফান। কুঁজো হয়ে ঝুঁকে চওড়া কাঁধওয়ালা একজন লোক ওয়্যাগন চালাচ্ছে। তীক্ষ্ণ আর চতুর একজোড়া চোখ, মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে। এরফান কাছে

আসতেই মুখ তুলে চাইল সে।

'এই দলের নেতা কি তুমি?' হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'এখনও নেতা বাছাই করা হয়নি—আজ রাতে নির্বাচন,' জবাব দিয়ে বুটের সাথে লাগানো স্পারের গুঁতো দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাউডি রবিনের ওয়্যাগনের পাশে চলে এল এরফান। পাহাড়ের মত লোকটা তাকে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে এই পথে আমরা স্টোন কাপের দিকে যাচ্ছি। ওই জায়গাটার কথা আমি ভুলব না কোনদিন। কয়েকটা ইন্ডিয়ানের পাল্লায় পড়ে তিনদিন আটকা ছিলাম আমি ওখানে।'

'আবার ফিরে যেতে ভালই লাগবে,' বলল এরফান। 'বিগ হর্নস আমার খুব ভাল লাগে।'

'ভাবছি কোন্ জায়গায় সোনা আছে। অনেক ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারছি না। আমি নিজে তো কখনও কোন সোনা দেখিনি ওখানে।'

'তুমি তো আর সোনা খুঁজছিলে না, তাই হয়তো দেখোনি। সোনা না পেলেও আমার কোন ক্ষতি নেই—আমার ইচ্ছা সুন্দর একটা জায়গা বেছে নিয়ে একটা খামার তৈরি করে ওখানেই বসবাস করব।'

'আমরা যে ঠিক কোথায় যাচ্ছি তা কে জানে!'

'মিস্টার ওয়েস্ট সম্ভবত জানে—নিক আর ল্যাকারি তো নিশ্চয়ই জানে, তাছাড়া বেঞ্জামিন নিজেই গেছিল সেখানে, আর এমিল ব্যাশারকেও জানানো হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। আজ রাতে আমাদের একটা ধারণা দেয়া হবে, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কারোই কোন কথা জানার কথা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অনুমান করারও চেষ্টা করিনি।'

এরফানের দিকে চোখ তুলে চাইল রাউডি। 'কয়েক মিনিট আগে জ্যাক ওয়েস্টের মেয়েকে দেখলাম সুন্দর একটা বুটিওয়ালা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছে। বলল নিক নাকি ওকে ওটা উপহার দিয়েছে।'

কোন মন্তব্য করল না এরফান। রাউডি নিজের পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ওয়্যাগন চালানোর দিকে মন দিল। ইচ্ছে করেই আজ সারা সকাল সে ওই মেয়েটার কথা না ভাবার চেষ্টা করেছে। গত দুপুরের ঘটনায় মেয়েটার যেটুকু সুনজর ছিল তার ওপর তা গেছে। আর রাতের ঘটনায় তার বাপের বিরাগভাজন হয়েছে সে—ওদিকে আবার নিক উলফ ওদের দুজনেরই সুনজরে আছে। সন্দেহ নেই এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে নিক।

দুপুরে লাঞ্চ খাবার জন্যে কিছুক্ষণ থামল ওরা। এরফান তার প্রিয় ডানের পিঠে চড়ে আগুনের ধারে হাজির হলো। ডেনিস হকিনসের প্রস্তাব সবাই সাগ্রহে মেনে নিয়েছে। তার প্রস্তাব ছিল ওরা কয়েকজনে সবাই আলাদা রান্না না করে যার যা আছে একসাথে জড়ো করে তার মেয়েরা রান্না করবে সবার জন্যে—সবাই ভাগ করে তাই খাবে।

একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসেছে ডেনিস আগুনের ধারে। ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম আলগা করে দিল এরফান। 'এই যে, কি খবর?' বলে উঠল

ডেনিস। 'পিছন পিছন কাকে ধরে নিয়ে এলে?'

লোকটা ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে, প্রশ্নটা তারও কানে গেছে। সমবেত সবার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হেসে জবাব দিল, 'আমার নাম জেফ লক। সুপ্রভাত। এখানে যখন কেবল বন্ধুবান্ধবরা রয়েছি, আমাকে জেফ বলেই ডেকো তোমরা।'

লোকটার গায়ে পড়া ছ্যাবলা ভাব ঠিক পছন্দ হলো না ডেনিসের। কোন কথা না বলে নিজের খালি হাতটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে থুথু ফেলল সে।

জেফ একটা মগ তুলে নিয়ে ভিওলা হকিনসের সামনে ধরল। 'একটু কফি দাও তো? তোমার ওই সুন্দর হাতের কফি মধুর মতই মিষ্টি লাগবে!'

হকিনসের তিন ছেলের দিকে এগিয়ে গেল ইয়েন। সায়মন হকিনস তার বাবার পাশে বসল। 'রাত যে কতক্ষণে হবে তাই ভাবছি, আমরা যে কোন্ দিকে যাচ্ছি জানার জন্যে আর তর সইছে না আমার।'

সবার মুখ একনজর দেখে নিয়ে চোখ টিপল জেফ। 'আমি তোমাদের বলতে পারি, যদি জানতে চাও,' সবজান্তার মত বলল সে, 'শেল ক্রীকের নাম শুনেছ কখনও? আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওখানেই যাচ্ছি আমরা।'

আগুনের দিকে চেয়ে বসে ছিল রাউডি। ওর কথায় মুখ তুলে চোখ কুঁচকে তাকাল জেফের দিকে। 'তুমি শেল ক্রীকে গেছ কখনও?' প্রশ্ন করল সে।

'না,' স্বীকার করল জেফ। 'ওখানে যাইনি আমি···তবে কিছু কথা কানে এসেছে আমার।'

'অন্য সবাইকেও বলেছ নিশ্চয়ই তুমি?' জিজ্ঞেস করল সায়মন।

কথাটা কানে না তুলে নিজের পেটে চাপড় মারতে মারতে আর একবার সবার দিকে চেয়ে নিয়ে সে বলল, 'যাহোক, আজকেই সেই রাত—নির্বাচনের রাত! মনে হয় না এখানে তেমন দলাদলি আছে, তবে নেতা নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এমন একজনকে আমাদের নির্বাচন করতে হবে যে এই কাফেলার হোতাদের বিশ্বাস অর্জন করেছে।'

'এমন লোক কে হতে পারে?' সরল নিষ্পাপ মুখে জিজ্ঞেস করল সিসিল।

'হুম,' গম্ভীর চিন্তিত ভাবে আরম্ভ করল জেফ। 'ডেনিস ভালমানুষ, ইয়েনও ভাল—কিন্তু এমন লোক দরকার যে ওয়্যাগন চালানোয় আটকা থাকবে না, ওরা দুজনেই ব্যস্ত থাকবে নিজের ওয়্যাগন নিয়ে।'

'তোমারও তো একই অবস্থা, তাই না?' ফোড়ন কাটল সিসিল।

'সত্যি কথা বলতে কি আমার ব্যাপারটা ঠিক তা না। আমার একজন ভাল ড্রাইভার আছে সাথে। আজ যদিও সে অন্য একজনের ওয়্যাগন চালাচ্ছে, আসলে সে আমারই লোক; আগামীকাল থেকে আমার ওয়্যাগন চালাবে ও।'

'তবে তো দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্যাপ্টেন হিসাবে তুমিই উপযুক্ত লোক,' বলে উঠল সিসিল। 'তোমার যদি লীডারদের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকে তবে তো কথাই নেই; কর্নেল ল্যাকারির সাথে তোমার কেমন ভাব?'

'কর্নেলের সাথে?' বিজ্ঞের মত বলল জেফ, 'আমাদের মধ্যে খুব ভাল

সমঝোতা আছে, পরস্পরকে বুঝি আমরা।'

'খুব ভাল কথা,' বলল সিসিল। 'তাহলে তো আমাদের সমস্যার সমাধান হয়েই গেল—উফ্‌ফ্, মাথা থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল আমার। এখন আর ক্যাপ্টেন হিসাবে ভুল লোক বাছাই করার ভয় থাকল না।'

বিদায় নিল জেফ। ওরা সবাই আবার রওনা হবার জন্যে তৈরি হলো। ডেনিস এরফানের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'ছোকরা একটা বাচাল।'

হাসল এরফান, 'বাচাল হলেও ক্যাপ্টেন হবার শখ তার পুরোমাত্রায় রয়েছে।'

'ভোট জোগাড় করার চেষ্টা করছিল,' মন্তব্য করল ডেনিস। 'সম্ভবত এই জন্যেই ওকে পাঠানো হয়েছে।'

ওয়্যাগন আগে বাড়ানোর হাঁক শোনা গেল। সামনের মাথা থেকে শুরু হয়ে হাঁকটা শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল কয়েকজন লোকের পর্যায়ক্রম চিৎকারে। ওয়্যাগনগুলো আবার ধীর গতিতে এগুতে আরম্ভ করল।

ওয়্যাগন ট্রেইনের জন্যে এর চেয়ে ভাল পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আশা করা যায় না। সময়টা ভাল, তাছাড়া এবছর এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি বলে যদিও পানির সামান্য অসুবিধা হতে পারে তবু মাটি ভিজে নরম হয়নি বলে ওয়্যাগন চলার জন্যে খুব সুবিধা হয়েছে—কাদা মাটিতে চাকা ডেবে যাবার ভয় নেই।

ইন্ডিয়ানরা কিছু ঝামেলা করতে পারে বটে, তবে তার সম্ভাবনা কম। অল্প কিছুদিন আগেই ক্রেজি হর্স আত্মসমর্পণ করেছে। তার দেখাদেখি টু মুন আর লেম ডীয়ারও তাই করেছে। কেবল ওদের কবিরাজ ডাক্তার সিটিং বুল, যে ডাক্তারী ছেড়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, সে ক্যানাডায় পালিয়ে গেছে বলে এখনও স্বাধীন রয়েছে। আমেরিকান হর্স মারা গেছে, একা শাইয়্যান নেতা ডাল নাইফ কোন সুবিধা করতে পারছে না। রেড ক্লাউড, যে একসময়ে আমেরিকান সৈন্যদের বোজিম্যান ট্রেইলের দুর্গগুলো ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল সে এখন বন্দী শিবির থেকে মাঝে মাঝে পুবের লোকেদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়।

ছিটেফোঁটা কিছু ইন্ডিয়ান যোদ্ধা অবশ্য রয়ে গেছে এখনও। একা কাউকে বাগে পেলে হত্যা করা, কিংবা কিছু জীবজন্তু তাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, এসব এখনও ঘটে। তবে বাষট্টি ওয়্যাগনের একটা এতবড় দলকে আক্রমণ করার মত দল গঠন করা ওদের সাধ্যের প্রায় বাইরে।

বিপদ যদি আসে, তা এই ওয়্যাগন ট্রেনের যাত্রীদের ভিতর থেকেই আসবে। বাইরে থেকে কোন গোলমালের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

এরমধ্যে দু'বার রাকাকে দেখেছে এরফান। ওয়্যাগনগুলো থেকে অনেক আগে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে সে, সাথে নিক উলফ। হিরাম ম্যাক্সওয়েলের কোন দেখাই নেই।

কর্নেল ল্যাকারিকে সব সময়েই দেখা যাচ্ছে; তার বিশাল বে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে এটা ওটা ছোটখাট নির্দেশ দিয়ে চলেছে সে। যোগ্য দলনেতার মতই দেখাচ্ছে তাকে। সে-ও সচেতনভাবেই তেমন একটা ছাপ ফেলতে চাইছে দলের সবার ওপর।

মোটামুটি শক্ত জমির উপর দিয়ে চার সারি ওয়্যাগন সমান তালে এগিয়ে

চলেছে। বেশ দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে ওদের। এই পথটা আগে ব্যবহৃত হয়নি বলে ঘাসগুলো বেশ বড়বড়। তাই ধুলো উড়ে ওদের অসুবিধা ঘটাবার আগেই নির্বিঘ্নে সব ওয়্যাগন পার হয়ে যাচ্ছে। লম্বা ঘাসের জন্যে ধুলো উড়তে পারছে না। কয়েকবারই ইচ্ছে করে পিছিয়ে নিজের ওয়্যাগনের কাছে এসেছে এরফান। প্রতিবারই লক্ষ করেছে বেন ক্যালডার বার বার পিছন ফিরে কি যেন দেখছে।

যখনই তার চোখ পড়েছে যে এরফান লক্ষ করছে তাকে, হাত নেড়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে–কিন্তু এরফান চোখের আড়াল হলেই আবার পিছনে চাইতে আরম্ভ করছে সে। তবে কি স্পীয়ারফিশে বা ডেডউডে কোন ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে ছেলেটা? ভাবছে কেউ তার পিছু ধাওয়া করবে? ওর হাবভাবে তো তাই মনে হয়।

হঠাৎ একটা হরিণ চোখে পড়ায় ওটার পিছু নিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে কিছুটা দূরে চলে গেছিল এরফান। টাটকা মাংসের জন্যে ওটাকে শিকার করে এনে ভিওলার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'অন্তত আমাদের না খেয়ে মরতে হবে না,' হেসে মন্তব্য করল ভিওলা।

সুন্দর চেহারা ভিওলার। এরফান লক্ষ করেছে সিসিলের মন গলেছে ওকে দেখে। মুচকি হেসে সে বলল, 'খুব সাবধান, ভিওলা! এই ওয়্যাগন ট্রেনের একজন যুবকের কিন্তু চোখ পড়েছে তোমার ওপর–কেবলই সে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার দিকে চায়!'

'দেখুক গিয়ে, বয়েই গেল আমার,' সপ্রতিভভাবেই জবাব দিল ভিওলা। কিন্তু কৌতূহল চাপতে পারল না সে, পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞেস করে বসল, 'কে বলো তো?'

'টেক্সাসের সিসিল ডার্কি। শুনেছি টেক্সাসের লোকেরা নাকি খুব রোমান্টিক হয়!' এরফান দেখল ভিওলার গাল দুটো একটু আরক্ত হলো। 'অবশ্য জানি না, সে হয়তো ভাবছে তোমার জেফ লককেই পছন্দ।'

'কক্ষনো না।' প্রতিবাদ করে উঠল ভিওলা। 'আমাকে কি ভাবো তুমি বলো তো? জেভ যদি পৃথিবীর শেষ পুরুষও হত···ছিঃ, তুমি আর মানুষ খুঁজে পেলে না!'

রাতে ওয়্যাগন দিয়ে চক্র তৈরি করে ক্যাম্প করল ওরা। আঠারো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা প্রথম দিনে। রেকর্ড করার মত কিছু না হলেও এটাকে নেহাৎ খারাপও বলা যায় না।

সবার রাতের খাওয়া খেতে বসার মাঝখানেই ঘুরে ঘুরে ক্যাম্পের সবাইকে খাওয়ার পরে জ্যাক ওয়েস্টের ওয়্যাগনের ধারে জড়ো হতে বলে গেল নিক উলফ। যাবার আগে জেফ লকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে চাইল একবার।

জেফকে বেশ দিলদরিয়া দেখা গেল। সবাইকে তার তামাকের থলি বের করে অফার করল সে। গম্ভীর মুখে সবাই কিছু কিছু নিল–থলেটা প্রায় খালি হয়ে গেল তার। ওয়্যাগন ট্রেইন সম্বন্ধে সে যে কতখানি অভিজ্ঞ তা বোঝাবার চেষ্টা করল সে তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে। বিশেষ কোন মন্তব্য না করে সবাই ওর বক্তব্য শুনে গেল।

শেষ পর্যন্ত রাউডি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বাকস্কিন ট্রাউজার্সের পাছায় হাত মুছে বলল, 'চলো, ঘটনাস্থলেই যাওয়া যাক। ওখানে সবকিছুর একটা মোটামুটি ধারণা পাব আমরা।'

একটা ব্যারেলের পিছনে দাঁড়িয়েছে জ্যাক ওয়েস্ট। তার একটু পিছনেই কর্নেল ল্যাকারি পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। নিক নিচু গলায় আলাপ করছে রাকার সাথে। সামনের কিছু লোক পা ভাঁজ করে মাটিতে বসেছে গোল হয়ে। বাকি সবাই ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

'তোমরা সবাই আমাদের সোনার নমুনা দেখেছ,' আরম্ভ করল জ্যাক ওয়েস্ট। 'শুধুমাত্র ওইটুকু দেখেই তোমরা সবাই সরল বিশ্বাসে এই যাত্রায় শরীক হয়েছ। এখন তোমাদের কাছে আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা জানানো হবে। আমরা যাচ্ছি শেল ক্রীকের উপত্যকায়–বিগ হর্নসের অপর পাশে–ওখানেই সোনা পাওয়া গেছে।'

লোকজনের মাঝে কথার মৃদু গুঞ্জন উঠল। কিন্তু সেটা থেমে গেল জ্যাক ওয়েস্ট আবার কথা আরম্ভ করার সাথে সাথেই।

'আমাদের এতবড় একটা দলের এত লোকের মধ্যে কিছু না কিছু গোলমাল বা বিরোধ হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক। শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে তাই আমরা ঠিক করেছি আমাদের মধ্যেই একজনের ওপর দায়িত্ব থাকবে সেটা দেখার। সেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিক উলফকে। আশা করি তোমরা সবাই তার সাথে সহযোগিতা করে তাকে সাহায্য করবে।'

এই ঘোষণায় একটা দুটো উল্লসিত চিৎকার শোনা গেলেও বেশিরভাগ লোকই নীরব থাকল। একবার চারদিকে সবাইকে দেখে নিয়ে ওয়েস্ট আবার বলতে আরম্ভ করল, 'নিক উলফ দশজনের নাম দাখিল করেছে যারা তাকে সাহায্য করবে। এদের মধ্যে হিরাম ম্যাক্সওয়েল থাকবে তার সহকারী।'

রাউডি এরফানের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার ধারণাই ঠিক। অবশ্য আমিও এইরকমই কিছু একটা আশা করেছিলাম।'

'হ্যাঁ,' বলে চলল ওয়েস্ট। 'এবার পরের কথায় আসা যাক। তোমাদের ভেতর নিজের নিজের দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করার জন্যে কিছু টুকরো কাগজ বিলি করা হবে ভোট নেয়ার জন্যে। পুরো দলটাকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–ক, খ, গ আর ঘ। আশা করি তোমরা নিজেরা ভাল মত বিবেচনা করে যারা যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারবে তাদেরকেই ভোট দেবে।

'সবচেয়ে প্রথমে আমরা "ক" শাখার ভোট নেব।' হাত তুলে ওয়েস্ট নিক আর হিরাম যে দলে আছে সেই দিকে নির্দেশ করল।

'ওই দলের ক্যাপ্টেন নিকই হবে, দেখো,' মন্তব্য করল ডেনিস।

তাই হলো। 'খ' শাখায় ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলো জ্যাক ওয়েস্ট নিজে। 'গ' শাখার ক্যাপ্টেন হলো প্রাক্তন স্টোরের মালিক রডনি কুপার। এর পরে 'ঘ' শাখার পালা।

জিম ওয়েস্ট ভোটগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে তার বাবার হাতে দিল। এরফান চেয়ে দেখল নিকের সাথে কথা বলছে জেফ। ওয়েস্ট সবাইকে চুপ করতে

বলতেই জেফ তার দিকে ফিরে দাঁড়াল গর্বের সাথে।

প্রথম কাগজটা তুলে নিয়ে খুলে সবাইকে শুনিয়ে পড়ল ওয়েস্ট, 'জেফ লক।' দাঁত বের করে একটু হাসল জেফ।

দ্বিতীয় কাগজটা হাতে তুলে নিল ওয়েস্ট। 'এরফান জেসাপ!' পড়ল সে। তৃতীয় কাগজটা তুলে ভাঁজ খুলে দেখে একটু ইতস্তত করল সে, তারপর পড়ল, 'আবারও জেসাপ।'

জোর করে মুখে হাসি ধরে রেখেছে জেফ। পরের ভোটটা তার স্বপক্ষেই পড়ল, কিন্তু এর পরের সবকটা ভোটই পেল এরফান।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময়ে রাউডি কনুই দিয়ে গুঁতো দিল এরফানকে। 'চেহারাটা দেখো ওদের–তোমার ক্যাপ্টেন হওয়াটা মোটেও পছন্দ হয়নি ওদের, একটুও না!'

নিকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। জেফের মুখ কালো আর রাগান্বিত দেখাচ্ছে। সে একেবারে নিশ্চিত ছিল যে সবার মন জয় করতে পেরেছে।

'নির্বাচিত ক্যাপ্টেনরা সবাই আমার ওয়্যাগনে এসো, আমাদের পরবর্তী কাজের ধারা ঠিক করে নিতে হবে।' মীটিং শেষ হলো।

এরফান সামনে পড়তেই সিসিল ডার্কি বলে উঠল, 'তোমার সাথে আমাদের শুভেচ্ছা রইল–দেখো ওদের কথায় ভুলো না যেন!'

ওয়েস্টের ওয়্যাগনের কাছে এগিয়ে গিয়ে চাকায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে টোব্যাকো বের করল এরফান। একটা সিগারেট রোল করতে করতে কাছেই দাঁড়ানো রাকার দিকে চাইল সে। রাকা তার ভাইয়ের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। ইচ্ছা করেই সে এড়িয়ে যেতে চাইছে এরফানকে। বুঝতে পেরে এরফানও ওকে আর পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে মন দিল।

একটু ইতস্তত করে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে কথা আরম্ভ করল কর্নেল ল্যাকারি। 'বেঞ্জামিন আর এমিল ব্যাশারের সাথে আলাপ করে একটা যাত্রাপথ বেছে নিয়েছি আমি। সেটা এঁকে দেখানো হয়েছে রাকা ওয়েস্টের সাহায্যে আঁকা এই ম্যাপটাতে। কয়েকটা নদী পার হতে হবে আমাদের এই পথে, সুতরাং এখন থেকেই আমাদের ওয়্যাগনগুলোকে নদী পার হবার উপযোগী করে তৈরি করে ফেলতে হবে।'

ম্যাপটা বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল এরফান। ওই পথে ওরা স্টোন কাপের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে না–অর্থাৎ ডেডউড আর বিগ হর্নসের মাঝে সবচেয়ে বড় পানির উৎসটাকেই এড়িয়ে যেতে চলেছে ওরা। ওই পথের কিছু কিছু সুবিধা থাকলেও একেবারে শুকনো এলাকা ওটা, ওদের পানির মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে ওই পথে।

'তুমি তো এই পথে আগেও আসা যাওয়া করেছ, এরফান,' বলে উঠল রডনি কুপার, 'তোমার কি মত?'

ফ্রেড ল্যাকারি আর নিক উলফের অসন্তোষ লক্ষ করে একটু ইতস্তত করল এরফান। শেষে বলল, 'পথটা ভালই তবে পানির অভাব হবে।'

ল্যাকারি ম্যাপের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'ঠিক এই জায়গায় আছে

টাটকা পানি, ক্যাম্প করার জন্যেও জায়গাটা উপযুক্ত।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, ল্যাকারি, কিন্তু তোমার কথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ওটা বদ্ধ-পানি, সাধারণত শেওলা আর বিভিন্ন আগাছায় ভরে থাকে ওটা, একান্ত দায়ে না ঠেকলে কোন মানুষের ওই পানি পান করা উচিত নয়।'

'তোমার মন্তব্য জেনে খুব খুশি হলাম আমরা,' বিদ্রূপ করে বলল ল্যাকারি। 'তোমাকে চিনি বলেই আমি জানি আমার কোন প্ল্যানই তোমার পছন্দসই হবে না।'

'হ্যাঁ, আর তোমাকেও আমি চিনি বলে জানি তোমার পক্ষে একটা মোটামুটি চলনসই রাস্তা খুঁজে বের করাও অসম্ভব,' জবাব দিল এরফান। 'ওই পথে দ্বিতীয় জলাশয়টা একেবারে নির্ভেজাল ক্ষার। পাম্পকিন বুটেসের জলাশয়ের কথা বলছি আমি।'

'আমার খবর সম্পূর্ণ ভিন্ন!' খেঁকিয়ে উঠল ল্যাকারি।

কাঁধ উঁচাল এরফান। একটা সিগারেট ধরিয়ে সবার দিকে চাইল সে। নিক মৃদুমৃদু হাসছে, জ্যাক ওয়েস্ট বিরক্ত, কেবল রডনি কুপারকে একটু চিন্তিত দেখাল।

'আমার কথাটা বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে এতে আমরা সবাই আছি একসাথে।' শান্ত গলায় বলতে আরম্ভ করল এরফান। 'ব্যক্তিগত বিরোধ যদি কারো থেকে থাকে সেটা আমাদের যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভুলে যাওয়াই উচিত হবে। আমার যেটুকু জানা ছিল তা আমি বলেছি, কারণ এসব ব্যাপার আগে থেকে জানা থাকা ভাল।'

'খুব ভাল কথা,' বলল রড্‌নি। 'কিন্তু তুমি কি এই প্ল্যান তৈরির সময়ে ছিলে না?'

কোন জবাব দিল না এরফান। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে। একটু নড়েচড়ে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ল্যাকারি বলল, 'তাহলে এই কথাই রইল—সকালে "ক" শাখা সবার আগে থেকে পথ দেখাবে।'

আরও দুই একটা ছোটখাট আলোচনার পরে মীটিং শেষ হলো। এরফান নিজের ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এসে দেখল তার উঠতি যুবক ড্রাইভার বেন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল। ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে ওকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে তাকে ডাকল এরফান, কিন্তু ওর ডাক বেনের কান পর্যন্ত পৌঁছাল না। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে, যেন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে তার। ওর এমন সন্দেহজনক গতিবিধিতে একটু অবাকই হলো এরফান।

মিছে এ নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট না করে নিজের ওয়্যাগনে ঢুকে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে। অল্প পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাল এরফান। রডনি এগিয়ে এসে ওয়্যাগনের ধারের ওপর বসল। 'তোমার তো এই এলাকাটা বেশ ভালভাবেই চেনা আছে, তাই না?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'এর আগেও এই পথে আমি দু'বার যাতায়াত করেছি। রাস্তাটা ভাল, কিন্তু পানির অভাব আছে।'

'ল্যাকারি তোমার ওপর তেতে আছে দেখলাম—আগের কোন ঘটনা?'

'হ্যাঁ, সে অনেক পুরানো ইতিহাস। আমি বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সৈন্য বাহিনীতে ওর অধীনে কিছুকাল ছিলাম—মতের মিল হয়নি আমাদের।'

'এই রকমই একটা কিছু ধারণা করেছিলাম আমি,' একটু থেমে পাইপ ধরাল সে। 'তা, তুমি কি আমাদের এই পথে যাওয়াটা পছন্দ করছ না?'

'খারাপ না, ঝোপঝাড় নেই, একেবারে ফাঁকা এলাকা, ঘাসও ভাল; আর মাত্র কয়েকটা ছোট ঝর্না পার হতে হয়। এই সময়ে হয়তো সেগুলোও একেবারে শুকনো বা প্রায়-শুকনো থাকবে। তবে ওই পানির জলাশয়গুলো সবই বেকার।'

'হয়তো এতদিনে কিছু বদলেছে?'

'না, স্পীয়ারফিশে আমি একজন ইন্ডিয়ানের সাথে কথা বলে জেনেছি ওগুলো এখনও আগের মতই আছে।'

'তোমার দলে কিন্তু বেশ কিছু ভাল লোক আছে,' মন্তব্য করল রডনি।

'সেরা মানুষের সারিতে পড়ে ওরা। জেফও মনে হয় আর আমাদের দলে থাকবে না এখন।'

'সে নিককে বলেছিল সে-ই ক্যাপ্টেন হবে। এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিল সে।' পাইপের ডগা দিয়ে চিন্তিতভাবে থুতনি চুলকাল রডনি। 'এরফান, তুমি নোয়েল স্পাইক আর হিরাম ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলে—ওদের সম্বন্ধে তুমি কতটা জানো?'

'পশ্চিমের লোকেরা যতটুকু জানে আমিও ততটুকুই জানি। হিরাম লোকটা বন্দুকবাজ আর খুনী। অবশ্য আমার পক্ষে একথা বলা সাজে না কারণ মানুষ খুন আমিও করেছি। তবে একান্ত বাধ্য না হলে আমি তা করিনি। হয়তো হিরামের ব্যাপারটাও তাই, কিন্তু নোয়েল স্পাইকের কথা আলাদা। সে একটা জঘন্য নীচ শ্রেণীর বদমাইশ খুনী—চোরও।'

'একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় আসছে না আমার, নিক আর হিরাম দশজন লোক বেছে নিয়েছে আমাদের মধ্যে আইন আর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, আমরা যেন একদল বেজায় উচ্ছৃঙ্খল লোক!'

'ডজ সিটিতেও তো কোনদিন আইন রক্ষার জন্যে দশজন লোকের দরকার হয়েছে বলে শুনিনি!'

'ঠিক, আর নোয়েল স্পাইক ওই দশজনের একজন। মার্ক লুকাস নামেরও একজন আছে ওই দশজনের মধ্যে।'

'মার্ক? ওর মত ঠগ আর দুটো নেই পৃথিবীতে। সীমান্তে খারাপ অর্থে প্রচুর সুনাম আছে ওর। জ্যাক ওয়েস্ট এটা কি করছে বুঝলাম না! পুরো ওয়্যাগন ট্রেনটাই তুলে দিয়েছে ক্রিমিন্যালদের হাতে।'

'সেটাই ভয় পাচ্ছি আমি,' স্বীকার করল রডনি। 'এসব মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার।'

পরের দিন চোদ্দ মাইল পাড়ি দিল ওরা। বেনের দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল এরফান। আজ সকালে ভোর না হতেই কাজে লেগেছে ছেলেটা। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে—নিশ্চয়ই অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিল সে। রাতে অনেকক্ষণ জেগে

ছিল এরফান, কিন্তু ওর ফেরার আওয়াজ পায়নি সে।

ওই পাহাড়ী ছেলেটা কি ঘোড়ায় চড়ে একেবারে ডেডউড পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিল? ডেডউডে কাউকে এই কাফেলার গন্তব্যস্থল জানানোর দরকার ছাড়া এতদূর ফিরে যাবার কোন মানেই হয় না। প্রথম দৃষ্টিতেই ছেলেটাকে এরফানের ভাল লেগেছিল। কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না যে ওই ছেলে তার সাথে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করছে। পরে কি ঘটে দেখবে মনে করে এরফান এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

রাতের বেলা সে তার দুটো পিস্তলে যত্নের সাথে একটা একটা করে গুলি ভরল। তারপর পিস্তল দুটো সে জিনিসপত্রের নিচে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল যেন বাইরে থেকে দেখা না যায় অথচ দরকারের সময়ে যেন চট করে ওগুলো হাতের কাছে পাওয়া যায়। ছররা বন্দুকটাতেও সে গুলি ভরে একইভাবে লুকিয়ে রাখল।

এই সব প্রস্তুতি যে সে কেন নিল তা সে নিজেও জানে না। দুঃসাহসিক অভিযান-প্রিয় লোকেদের হয়তো সত্যিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা কিছু থাকে। জীবনে অনেক দেখেশুনে ওরা দৈনন্দিন জীবনেও সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্যে আগে থেকেই তৈরি থাকে।

কি যে ঘটতে পারে সে-সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই ওর, কিন্তু একটা সন্দেহ ঢুকেছে এখন তার মনে। মাত্র একশো জনের সমাবেশে যদি দশজন আইনরক্ষক দরকার হয় আর তারা যদি প্রত্যেকেই দাগী আসামী হয়, বুঝতে হবে বিপদ ঘরের দরজায় খটখট করছে।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ওদের কাছে যতগুলো ব্যারেল ছিল সব কানায় কানায় পানিতে ভরে নিল এরফানরা। অল্পক্ষণ পরেই শুরু হলো ওদের পশ্চিম যাত্রা। এরফান তার ঘোড়ায় চড়ে ওয়্যাগন ট্রেইনের একপাশে বেশ দূরে দূরে থাকল যেন ধুলোর কারণে বারবার পিপাসা না পায়। জেফ আর তার ড্রাইভার এখনও এই দলের সাথেই রয়েছে।

ওয়্যাগন ট্রেইন ছেড়ে প্রায় আধ মাইল বামে পাহাড়ের ধারে গাছগুলোর মধ্যে ঢুকল এরফান। আধঘণ্টা ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েও কোন শিকার চোখে পড়ল না তার। ঘুরে ফিরতি পথে রওনা হলো সে। বেশ কিছুদূর ফিরে এসেছে, ঠিক এই সময়ে ওয়্যাগনটা চোখে পড়ল তার।

লাগাম টেনে দ্রুত ডানটাকে গাছের আড়ালে ফিরিয়ে নিয়ে গেল এরফান। স্প্রিঙ বসানো হালকা ওয়্যাগন একটা, কাফেলার ওয়্যাগনগুলোর তুলনায় অনেক হালকা। চারটে খচ্চর টানছে ওটাকে। দুজন লোক বসে আছে সামনের সীটে। লক্ষ করে দেখল দুজনেই খুব কম বয়সী, চেহারায় অনেক মিল রয়েছে, সম্ভবত দুই ভাই হবে। ওদের সাথে আর কেউ নেই, ওয়্যাগন ট্রেন থেকে প্রায় চার মাইল পিছনে চাকার দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে ওরা।

খচ্চরগুলোকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চালিয়ে নিয়ে চলেছে ওরা। ওদের একজনকে চিনতে পারল এরফান—ওকেই ডেডউডের রেস্টুরেন্ট ঘরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে।

বেন গতরাতে এইদিকে এসেছিল, ও কি এই ওয়্যাগনটা দেখেছে? নাকি সে

জানত যে পিছন পিছন আসছে ওরা, ওদের সাথে দেখা করতেই বেরিয়েছিল বেন? তাই যদি না হবে তবে ফিরে গিয়ে কেন ওদের কথা জানায়নি কাউকে? গাছের ভিতর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে ওদের অলক্ষ্যেই ওয়্যাগন ট্রেনে ফিরে গেল এরফান।

ধীর লয়ে আরও দুটো দিন কেটে গেল। আরও তিরিশ মাইল অতিক্রম করেছে ওরা এই দু'দিনে। পাঁচ দিনের মাথায় গিয়ে গোলমালটা বাধল।

সেই প্রথম রাতের পর থেকেই রডনি প্রায়ই আসে, এরফানের সাথে গল্পগুজব করে যায়। পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় আগুনের ধারে পাথরের ওপর বসে গল্প করছিল ওরা, রাউডি আর ডেনিস এসে যোগ দিল। একটু পরে জিম ওয়েস্টও এসে বসল ওদের সাথে।

হঠাৎ বাতাস চিরে একটা চিৎকার ভেসে এল ওদের কানে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। চিৎকারটা ঝর্নার দিক থেকে এসেছে। ক্যাম্পের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে স্বচ্ছ ছোট্ট ঝর্নাটা। গাছপালার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ওটা। সবাই একসাথে ওই দিকে ছুটল।

এরফানই প্রথম ঝোপের ভিতর দিয়ে ওপাশে পৌঁছল। যা দেখল, তাতে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার।

ভিওলা হকিনস ঝর্নার পানিতে স্নান করতে এসেছিল। অর্ধনগ্ন অবস্থায় সে ধস্তাধস্তি করছে বিশালদেহী দাড়িওয়ালা মার্ক লুকাসের সাথে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পিঠে একটা বাঙালী কনুই মেরে কলার ধরে ছাড়িয়ে আনল ওকে এরফান। তারপর ধাক্কা দিয়ে পিছনের ঝোপের ওপর ফেলল। দৃশ্যটা একনজর দেখেই রাইফেল উঁচিয়েছিল ডেনিস, সময় মত রডনি রাইফেলটা ধরে না ফেললে কুকুরের মতই ওকে গুলি করে মারত সে।

উঠে দাঁড়িয়েছে মার্ক। আগুন ঝরা চোখে এরফানের দিকে চেয়ে সে বলল, 'পিস্তল নেই আমার কোমরে, থাকলে···!'

নীরবে কোমর থেকে পিস্তলের বেল্ট খুলে রডনির হাতে দিল এরফান। সাথে সাথেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্ক। ওর হাতে রূপার মত কি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাথা নিচু করে বাম হাতে ছুরিটা ঠেকিয়ে ডান হাতে ঝেড়ে একটা ঘুসি কষাল এরফান মার্কের পেটে। ব্যথায় ঝুঁকে পড়তেই হাতের ওপর চপ মেরে ছুরিটা ফেলে দিল মাটিতে। সামান্য পিছিয়ে এসে তিনটা বিদ্যুৎ গতির ঘুসি বসাল ওর মুখে। প্রথম ঘুসিতে চোখের ওপরটা কেটে গেল, দ্বিতীয়টায় সেটা আরও ফাঁক হলো আর তৃতীয়টায় ঠোঁট থেঁতলে গেল মার্কের।

বিশাল দেহ মার্কের—শক্তিও অসুরের মত, কিন্তু এরফানের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না সে। দ্রুত পায়ে ঘুরে ঘুরে কাছে এসে একটার পর একটা নির্মম ঘুসিতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল ওকে এরফান। তিন মিনিটের মধ্যেই দম ফুরিয়ে হাঁ করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে মার্ক। মুখটা থেঁতলানো মাংস, রক্ত আর দাড়িতে একাকার হয়ে গেছে। বাম হাতে আর একটা ঘুসি মারল এরফান ওর পেটে, ও ঝুঁকে পড়তেই ডান হাতে প্রচণ্ড আপারকাট বসাল। ঘোঁৎ করে শব্দ করে টলতে টলতে দু'পা পিছিয়ে গেল মার্ক।

ঝোপের আড়ালে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। 'কি হচ্ছে এখানে?' নিক এগিয়ে এল সবার আগে, ওর মুখটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। 'থামো, জেসাপ! নইলে খুন করে ফেলব আমি তোমাকে!' গর্জে উঠল সে।

নিকের সাথে রয়েছে হিরামের চার-পাঁচজন লোক। সবারই কোমরে পিস্তল।

'খবরদার বলছি!' ধমকে উঠল ডেনিস। তার রাইফেলটা নিকের দিকে তাক করা। 'একটা আঙুলও যদি নাড়াও তো আমি খুন করব তোমাকে! মার্ক তার ন্যায্য পাওনাই পাচ্ছে। আসলে ফাঁসীতে ঝোলানো উচিত ওকে।'

এগিয়ে গিয়ে এরফান আবার দুটো ঘুসি বসাল, তারপর একটু সময় নিয়ে আর একটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মার্ক লুকাস।

'জেসাপ,' বলে উঠল নিক। 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো!'

'এক মিনিট!' বাধা দিয়ে এরফানের পিস্তল ফিরিয়ে দিল রডনি। 'তোমার কি গ্রেপ্তার করার আগে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত নয়, নিক? মার্ক লুকাস ভিওলা হকিনসকে একা পেয়ে রেইজ্জত করার চেষ্টা করলে এরফান ওকে বাধা দিয়েছে। আমি তো বলব ফাঁসীতে ঝোলাও ওর জন্যে খুব নরম শাস্তি হবে।'

'অনেকদিন আগেই ফাঁসী হওয়া উচিত ছিল ওর,' মন্তব্য করল রাউডি। 'আমি দড়ি নিয়ে আসছি।'

'কোন ফাঁসী দেয়া দেয়ি হবে না এখানে,' দৃঢ় কণ্ঠে রায় দিল নিক। 'তোমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাও, কেবল জেসাপ থাকো এখানে।'

'ব্যাপার কি, নিক?' এতক্ষণে জিম ওয়েস্ট মুখ খুলল। 'তোমাকে এরফানের ওপর অকারণেই খাপ্পা মনে হচ্ছে? বিচার তো মার্কের হওয়া উচিত!'

নিকের ভয়ঙ্কর মুখে তার ঠোঁট দুটো আরও চেপে বসল। 'কার বিচার হবে না হবে সেটা আমি স্থির করব!'

'সেটি হচ্ছে না, চাঁদ!' থুতু ফেলল ডেনিস। 'নিজেকে তুমি ভেবেছ কি, নিক? তোমার কাজ আইন আর শান্তি রক্ষা করা—কার বিচার হবে না হবে সেটা নির্ধারণ করার ভার কেউ দেয়নি তোমাকে। মাথা ঠাণ্ডা করে তোমার নিজের লোকের বিচারই আরম্ভ করো—নিঃসন্দেহে মার্ক দোষী। আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলে কেউ বিনা শাস্তিতে যেতে পারবে না। হয় তুমি এর ব্যবস্থা করো, নয়তো আমি করব।'

ডেনিসকে থামিয়ে এরফান বলল, 'আমার মনে হয় মার্কের একটা বিচার হওয়া দরকার। আর সেই সাথে এই ওয়্যাগন ট্রেনের সবাইকে ডেকে একটা মীটিং করে আমাদের কার দায়িত্বের সীমা কতদূর তা ভাল করে জেনে আর বুঝে নেয়া উচিত।'

একমুহূর্ত রক্তচক্ষুতে চেয়ে থাকল নিক এরফানের দিকে, তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিল, 'লুকাসকে ক্যাম্পে নিয়ে এসো।' ওখানে আর দাঁড়াল না সে, ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরল হনহন করে।

ধীর পায়ে বাকি সবাই রওনা হলো ক্যাম্পের দিকে। চলতে চলতে জিম এসে দাঁড়াল এরফানের পাশে। 'আমি দেখেছি সব,' একটু উত্তেজিতভাবে বলল সে। 'ঠিক তোমার পিছনেই ছিলাম আমি। জানোয়ারটা মেয়েটাকে ধরে তার জামা-

কাপড় ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল! এই ধরনের পশু ক্যাম্পে থাকলে আপা, শুধু আপা কেন, কেউই নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে না।'

'ভালই হয়েছে তুমি ওখানে ছিলে,' বলল এরফান। 'মনে হচ্ছে এর জের অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে। লোকটা খুব খারাপ ধরনের। তোমার বাবাকে আমি এর আগেও সাবধান করেছিলাম—এই ধরনের আরও অনেক রেকর্ড আছে ওর।'

'আচ্ছামত পিটিয়েছ তুমি ওকে! আমি কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি খালি হাতে কাউকে এত জোরে আঘাত করা সম্ভব! আমি তো মুগুর দিয়েও এত জোরে মারতে পারব কিনা সন্দেহ।'

এরফান হাসল। 'ভাল গুরু পেয়েছিলাম আমি,' বলল সে। 'তার নাম জেম মেইস, ইংরেজ। নিউ অরল্যান্সে তার সাথে দেখা হয় আমার। হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিল সে—জন মরিসের সাথেও লড়েছে।'

রাউডি, ডেনিস আর রডনি এরফানের ওয়্যাগনের কাছে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। জিম ওয়েস্ট চলে যেতেই রাউডি বলল, 'এই সবে শুরু। এখন থেকে আমাদের সবাইকেই সশস্ত্র আর সতর্ক থাকতে হবে।'

'বিশেষ করে তুমি, এরফান,' সাবধান করল ডেনিস। 'নিজের পিঠের দিকে লক্ষ রেখো—কোনমতে ছাড়া পেলেই খুন করবে তোমাকে লুকাস।'

'ছাড়া পাবে না সে,' অভয় দিল রডনি। 'আমি এখনই ল্যাকারি আর জ্যাক ওয়েস্টের সাথে কথা বলছি।'

কিন্তু ছাড়া পেল সে। সকালে উঠে শোনা গেল রাতের আঁধারে মার্ক লুকাস পালিয়ে গেছে ওয়্যাগন ছেড়ে।

পাঁচ

পরদিন সকালে 'ঘ' কোম্পানির ওপর ওদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল। পথের অবস্থা এখন অনেক খারাপ। স্পীয়ারফিশ পেরিয়ে আসার পরে আর এত খারাপ রাস্তা পড়েনি ওদের। এলাকাটা ভালই চেনে এরফান। এরমধ্যেই দু'বার সে ঘোরা পথে পাহাড় এড়িয়ে চক্কর দিয়ে এগিয়েছে। তৃতীয়বার আর একটা বাঁক নিতেই পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল সে। ফিরে দেখল কর্নেল ল্যাকারি, নিক আর তাদের সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে জিম আসছে ওরই দিকে।

'তোমার মতলবটা কি?' বিরক্ত স্বরে প্রশ্ন করল নিক। 'এই ভাবে সাপের মত প্যাঁচাতে থাকলে আমাদের আর পৌঁছাতে হবে না। তুমি প্রায় তিন মাইল উত্তরে সরে এসেছ আমাদের নির্দিষ্ট পথ থেকে!'

'জানি আমি,' স্বীকার করল এরফান। 'কতগুলো পাহাড় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি আমি, সামনে খুব খারাপ জায়গা আছে একটা।'

বেঞ্জামিন এসে হাজির হলো তার ঘোড়ায় চড়ে। তাকেই জিজ্ঞেস করল নিক, 'আচ্ছা, এদিকে এমন কোন জায়গা আছে যেখান দিয়ে আমাদের ওয়্যাগন পার

হবে না?'

জোর করে হাসল বেঞ্জামিন। এরফানের দিকে চাইছে না সে। 'দূর, কিচ্ছু না। ঠিক এইরকমই, সাথে কয়েকটা ছোট ছোট টিলা আছে। সমস্যা সৃষ্টি করার মত কিছু না।'

'তবে ঘুরে আমাদের আগের পথ ধরো!' আদেশ করল নিক উলফ।

'না,' জবাব দিল এরফান। 'ওদিকে এখন যাব না আমি। তুমি কিংবা ল্যাকারি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আরও মাইল তিনেক উত্তরে সরে না গেলে কিছু দুর্গম পথ পেরুতে হবে আমাদের।'

'আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি!' ল্যাকারি তার সুপুষ্ট 'বে' নিয়ে এগিয়ে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে এসে সামনের ওয়্যাগনটার পাশে পাশে চলতে লাগল এরফান।

বেন ক্যালডার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'সামনের রাস্তা কি খুব খারাপ?'

'বেশ খরাপ,' জবাব দিল এরফান। 'আমাদের দড়ি আর শিকল ব্যবহার করতে হবে ওয়্যাগন নামাতে।'

ভানটাকে পিছিয়ে নিয়ে নিজের দলের প্রত্যেককে জানিয়ে দিল সে সামনে কি ধরনের বিপত্তি আশা করা যায়। বাধা সামনে পড়লে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তাও বুঝিয়ে দিল সে। তারপর নিজের ওয়্যাগনের সাথে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে দড়ি, চেন আর অন্যান্য সরঞ্জাম বের করে আনল।

আবার যখন ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছে এই সময়ে জিম এসে ভিড়ল ওর পাশে। 'দেখে তো সামনের রাস্তা ভাল বলেই মনে হচ্ছে,' সামনের সুন্দর ঘাসওয়ালা জমির দিকে হাত দিয়ে নির্দেশ করল জিম।

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু ষাঁড়গুলোকে লক্ষ করো, গতি আগের চেয়ে ধীর হয়েছে ওদের, ওয়্যাগনগুলো টানতে ওদের কাঁধের জোয়ালে চাপ দিতে হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি, পায়ের ছাপ লক্ষ করো, আগের চেয়ে অনেক গভীর। এসবের মানে জানো? এর অর্থ হচ্ছে আমরা অনেকক্ষণ ধরেই উড়ন্তীয়ে চলেছি আরও মাইল দুই এইরকম চলবে তারপরে হঠাৎ করে নিচে নামবে জমিটা।

'আগেও তুমি এই পথে আসা যাওয়া করেছ?'

'ঠিক এখান দিয়ে না, তবে আমি জানি সামনে বিরাট এলাকা জুড়ে দুর্গম পথ রয়েছে। আমাদের কপাল ভাল থাকলে আমরা নিচে নামার একটা সহজ পথ পেতেও পারি, তবে আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

পাশাপাশি ঘোড়া চালাচ্ছে ওরা দুজন। জিম প্রস্তাব দিল, 'আমরা কিছুটা আগে বেড়ে দেখলে কেমন হয়?'

'বুদ্ধিটা খারাপ না!'

ল্যাকারির পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময়ে সে ওদের দিকে কটমট করে চাইল একবার, কিন্তু কিছু বলল না। ঘাস প্রায় ঘোড়ার হাঁটু সমান লম্বা এখানে। গরু-ঘোড়া চরার জন্যে চমৎকার জায়গা। ওরা বেল ফোর্চ নদী থেকে বেশি দূরে নেই—তবে নদীটা দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে।

ভাঙনটা হঠাৎ করেই দেখা দিল। ওয়্যাগনগুলো থেকে প্রায় তিন মাইল সামনে চলে এসেছে ওরা। প্রান্তরটা এই পর্যন্ত এসে দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেছে অত্যন্ত ঢালুভাবে। ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই এক মাইল করে খুঁজে দেখেও ঠিক সুবিধা মত নামার কোন পথ দেখল না ওরা। একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে ঢালটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল এরফান।

ধারটা খাড়াভাবে ছয় ফুট নেমে গেছে, তারপরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। ষাঁড় বা ঘোড়া দিয়ে এখানে কোন কাজ হবে না, ওগুলোকে আলাদাভাবে হাঁটিয়ে নিচে নিতে হবে।

আসার সময়ে একটা কোদাল সাথে এনেছিল এরফান। ঘোড়া থেকে নেমে একেবারে ধারের কাছে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করল সে। খুঁড়ে আলগা মাটি ঢালের ওপর ঠেলে ফেলছে। কিছুক্ষণ পরে এরফানকে বিশ্রাম দিয়ে জিম কাজে লাগল। প্রথম ওয়্যাগনটা যখন ওখানে পৌঁছল ততক্ষণে ওরা মাটি কেটে একটা রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। পথটা উপর থেকে ঢালু হয়ে গিয়ে নিচের ঢালের সাথে মিশেছে।

কর্নেল ল্যাকারির পাশে গিয়ে এরফান বলল, 'আমার দলটাকে আমি এই পথে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাব। একটা একটা করে ওয়্যাগনগুলো নামাতে হবে। অন্য দলগুলো অন্য জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখান দিয়ে নামার চেষ্টা করুক। মাত্র একটা পথ ব্যবহার করলে খুব লম্বা সময় লেগে যাবে।'

'সত্যিই কি একটা খাঁড়ি আছে সামনে?' অবিশ্বাসের চোখে তাকাল ল্যাকারি এরফানের দিকে। যেন ওটা ওরই দোষ—তাদের অপদস্থ করারই একটা অপকৌশল।

'হ্যাঁ, সত্যিই আছে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রায় তিনশো ফুট মত হবে। প্রথম অর্ধেক নামানোর পরে বাকি পথ ষাঁড় জুড়ে নামানো যাবে ওয়্যাগন।'

নিজের দলের সবাইকে করণীয় কাজ বুঝিয়ে দিয়ে রডনির পাশে এসে তাকে সামনের বাধাটার কথা জানাল এরফান। মনোযোগ দিয়ে সব শুনে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়্যাগনগুলো ঢাল দিয়ে কিভাবে নামানো হবে, শুধু হাতে ধরাধরি করে?'

'না, ব্লকের সাহায্যে। ব্লকে ওয়্যাগন আটকে রেখে উপর থেকে ব্লক ধরে রাখা রশিগুলোতে ঢিল দিয়ে দিয়ে খুব ধীরে নামাতে হবে ওয়্যাগন। তিনটে ব্লক আছে আমার ওয়্যাগনে।'

খাঁড়ির ধারে ফিরে এসে এরফান দেখল তার দল ইতিমধ্যেই কাজে লেগে গেছে। প্রথম ওয়্যাগনটাকে চালিয়ে নিয়ে ঢালের মুখে উল্টো করে দাঁড় করিয়ে ষাঁড়গুলোকে খুলে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

ব্লক ব্যবহার করা সত্ত্বেও কাজটা খুব সোজা হলো না। কঠিন পরিশ্রম করে একে একে এরফানের দলের সব কটা ওয়্যাগন নিচে নামানো হলো। অন্যান্যদের মধ্যে কেবল রডনির দলের একটা ওয়্যাগন নিচে নেমেছে এতক্ষণে। জ্যাক ওয়েস্ট তখনও খাঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে কর্নেল ল্যাকারির সাথে কিভাবে পরপথে ওদের ওয়্যাগন নামাবে, সেই আলোচনায় ব্যস্ত।

মাইলখানেক দূরে ওয়্যাগন নিয়ে গিয়ে ক্যাম্প করল 'ক' কোম্পানীর দলটা।

আগুন জ্বেলে কফির সাথে নাস্তা খেতে খেতে ওরা দূরে ঢাল বেয়ে ওয়্যাগন নামানোর শব্দ আর লোকজনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। কিছু মুখে গুঁজে নিয়ে এরফান আবার পোড়ায় চড়ে খাঁড়ির ধারে পৌঁছল। এখনও তোড়জোরের সাথে ওয়্যাগন নামানো হচ্ছে। সব কটা নামাতে প্রচুর সময় লাগবে। জ্যাক ওয়েস্টকে খুঁজে বের করল সে।

অ্যাকেট খুলে সারা গায়ে ধুলোবালি মেখে গলদঘর্ম হয়ে কাজ করছে সে। এরফানকে দেখে মুখের ভাব একটু কঠিন হলো তার।

'কাজ কেমন চলেছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল এরফান। 'আমার কাছে কিছু এক আছে, যদি দরকার মনে করেন তো ব্যবহার করতে পারেন।'

ওয়েস্টের মুখে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট। 'না' বলতে গিয়েও কি ভেবে একটু ইতস্তত করে বলল, 'ব্লক পেলে ভালই হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি।'

সাথে করে যে দুটো ব্লক এনেছিল সেগুলো জ্যাক ওয়েস্টের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে এরফান বলল, 'আপনার মেয়ে যদি চায় তবে আমাদের দলের মেয়েদের সাথে বসে একটু চা-কফি খেতে পারে।' কথা শেষ করে চোখ তুলে চাইতেই রাকার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল এরফানের। একমুহূর্ত তার চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'সে-ই ভাল, আব্বা, এখানে যখন আমার করার কিছুই নেই আমি ওখানেই যাই।'

'তুমি ওর সাথে যাও, ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো,' অনুরোধ জানাল জ্যাক। 'এখন থেকে ওর একা একা না ঘোরাই ভাল।'

ঘোড়ায় চড়ে ওরা রওনা হলো। নিচে নামতে আরম্ভ করার আগের মুহূর্তে রাকা তার মাথাটা সামান্য এরফানের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি মার্ক লুকাস সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলে।'

'ওটা নতুন কোন কথা নয়। সীমান্তের সবাই ওকে চেনে।'

'নিক জানত না।'

মিস্টার উলফের বদলে নিক? সম্পর্ক তাহলে এত দূর এগিয়েছে? উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করেও উত্তর না পেয়ে রাকা আবার তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় সে জানত?'

'ও জানত কিনা ঠিক জানি না, তবে হিরাম ম্যাক্সওয়েল জানত,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল এরফান। 'সে যেহেতু নিকের ডান হাত, নিশ্চয়ই সে নিককে জানিয়েছে আশা করা যায়।'

'আসলে কি বলতে চাও তুমি?' একটু উষ্মা প্রকাশ পেল রাকার গলায়। 'তুমি ওকে এই দলের সাথে আসতে নিষেধ করেছিলে, বলেছিলে আমাদের আসাটা নিরাপদ হবে না—ব্যাপারটা কি?'

'জানি না আমি,' সরলভাবেই স্বীকার করল এরফান। 'প্রথম থেকেই এর মধ্যে কেমন একটা সন্দেহজনক গন্ধ পাচ্ছি আমি। নিক আইন শৃঙ্খলার নামে যাদের বেছে নিয়েছে তাদের বেশির ভাগই জঘন্য রকমের দাগী আসামী।'

'ও সেটা অস্বীকার করে!'

'কেন, মার্ক লুকাস কি ছিল?'

'একজনকে দিয়ে সবার বিচার করা চলে না।'

'এক্ষেত্রে চলে। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলে বাকিগুলোর খবর পাওয়া যায়। ওরা কেউ কেউ লুকাসের চেয়ে একটু ভাল, কেউ কেউ আরও খারাপ—কিন্তু জাতে একই ওরা।···এছাড়াও মাত্র এই কয়েকটা লোকের জন্যে দশজনের নিরাপত্তা বাহিনীর কোন প্রয়োজন আমি দেখি না; বিশেষ করে সেখানে এদের বেশির ভাগই সংসারী লোক। গোলমাল যারা পাকাতে পারবে তাদেরই নেয়া হয়েছে গোলমাল ঠেকানোর জন্যে!'

'নিককে তুমি দেখতে পারো না, তাই না?'

'অস্বীকার করছি না, অনেক সময়ে মানুষ মানুষকে প্রথম দৃষ্টিতেই অপছন্দ করে। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে আরও কথা আছে, সে চায়নি আমি এই দলের সাথে আসি—তোমার বাবা আর এমিল না থাকলে আমার আসা হতও না—কিন্তু কেন সে চায়নি আমি আসি? সেটা বিগ হর্নস আমার খুব ভাল করে চেনা আছে বলেই? আর তাছাড়া মার্ক লুকাসের ব্যাপারেও কারও কোন কথা না শুনেই সে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল— কেন?'

'হয়তো সেটা কর্নেল ল্যাকারির কাছে তোমার গুণগান শুনেই।' পাল্টা খোঁচা দিল রাকা। এরফানের কথাগুলো বিঁধেছে তার গায়ে।

'হয়তো,' শান্তভাবেই জবাব দিল এরফান, 'চলো এগুনো যাক।'

মুহূর্তকাল ইতস্তত করে এগিয়ে গেল রাকা। ঠিক এই সময়ে কাঁধের কাছে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল এরফান। প্রায় সাথে সাথেই একটা রাইফেলের আওয়াজ ওদের কানে পৌঁছুল।

চট করে শব্দের দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল এরফান। আর একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, কাছেই একটা পাথর নড়ে উঠল। ঝট করে পিস্তল বের করে একবার···দুবার···তিনবার গুলি ছুঁড়ল এরফান শব্দ লক্ষ্য করে।

লোকজন রাইফেল হাতে ছুটে আসতে লাগল। রাকাই তার পাশে এল সবচেয়ে প্রথম। 'কি হলো?' জানতে চাইল সে।

'কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল,' ছোট্ট করে জবাব দিল এরফান।

'ওহ্, নাটকীয়তা ছাড়ো!' প্রতিবাদ করল রাকা, 'হয়তো কারও রাইফেল হঠাৎ করে ফুটে গেছে!'

নিজের ঘোড়াকে রাকার ঘোড়ার পাশে নিয়ে এল এরফান। একটু রুক্ষভাবেই রাকার কব্জি ধরে ওর হাতটা নিজের কাঁধে চেপে ধরল।

'রক্ত'! উদ্বিগ্ন স্বরে বলল রাকা, 'জখম হয়েছে তুমি!'

এটাও নাটকেরই একটা অংশ,' তিক্ত স্বরে বলে উঠল এরফান।

জ্যাক ওয়েস্ট, নিক, ল্যাকারি সবাই এসে হাজির হলো অন্যান্য লোকজনের সাথে। 'কি হয়েছে এখানে?' প্রশ্ন করল ল্যাকারি।

'কেউ গুলি করেছিল আমাকে লক্ষ্য করে,' জবাব দিল এরফান। 'সকালে আমি পিছু নেব ওর।'

'হয়তো কোন ইন্ডিয়ান হবে,' মন্তব্য করল জ্যাক ওয়েস্ট।

'না, লোকটা ইন্ডিয়ান ছিল না,' দৃঢ়স্বরে বলল এরফান। 'আমি পাথরের ওপর তার বুটের আওয়াজ শুনেছি।'

'বাজে কথা!' মুরুব্বিয়ানা চালে বলল ল্যাকারি। 'কে গুলি করবে তোমাকে?'

'অন্তত দেড় গণ্ডা তেমন লোক তো খুঁজলে এই ওয়্যাগন ট্রেনেই পাওয়া যাবে।'

'তুমি কি হিরাম ম্যাক্সওয়েলের রাগ থাকতে পারে তোমার ওপর সেই ইঙ্গিত দিচ্ছ?'

'অবশ্যই না! আদৌ যদি কখনও সে আমাকে গুলি করতে চায় তবে আমার ধারণা, সে তা সামনাসামনি এসেই করবে। হিরাম সম্বন্ধে যে যাই বলুক অন্তত পিছন থেকে গুলি করার মত কাপুরুষ সে না!'

'ধন্যবাদ, এরফান।' হিরাম যে কখন অন্ধকারে এগিয়ে এসেছে টেরই পায়নি এরফান।

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি,' বলল সে। 'সকাল হলেই ওকে খুঁজে বের করব।'

'না!' তেতে উঠল নিক। 'আমরা সবাই দলগতভাবে আছি এখানে—নিয়ম মেনে চলতে হবে সবাইকে—যে যার নিজের ইচ্ছা মত যা খুশি করবে, এ আমি চাই না।'

'তুমি চাও আর না চাও, সকাল হলেই আমি যাচ্ছি,' এরফান বুঝতে পারছে ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছে সে। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল ও।

'না, যাবে না তুমি,' চিৎকার করে বলল নিক। রেগেছে সেও। 'তোমার যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম আমি!'

'নিষিদ্ধ?' ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল এরফান। 'কচু করবে তুমি! সকালেই যাচ্ছি আমি। ঠেকাতে চাইলে তৈরি হয়েই এসো।'

'মাথা গরম করছ কেন তোমরা?' ওদের কথার মাঝে বাধ সাধল জ্যাক ওয়েস্ট। 'নিজেদের মধ্যে আর গোলমাল বাধিয়ে কাজ নেই এমনিতেই অনেক গোলমাল পোহাতে হবে আমাদের। ও যদি যেতে চায় তো যাক না, নিক? গেলে ও নিজ দায়িত্বে যাবে। ও যদি আর ফিরে না আসে তবে সেটা তার নিজেরই দোষ হবে, আমাদের না।'

'ঠিক আছে! যেখানে খুশি মরোগে যাও।' ঘোড়া ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল নিক।

ছয় মাইল অতিক্রম করেছে ওরা সারা দিনে।

সকালে সবাই যাত্রার জন্যে তৈরি হলো। ডানে জিন চড়িয়ে এরফান রাউন্ডির দিকে ফিরে বলল, 'আজকে তুমিই ওদের লীড করো। দুপুরের দিকে একটা বড় পাহাড় পড়বে সামনে। ওয়্যাগনের ষাঁড় ডবল করে বাড়িয়ে দিয়ে একটা একটা করে ওঠাবে।'

'হ্যাঁ, খেয়াল পড়ছে আমার, তুমি কি শিকারে বেরুচ্ছ?'

'হ্যাঁ, আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করা আমি মোটেও পছন্দ করি না। এক্কেবারে না।'

'ওদের জন্যে তোমাকে একা পাবার এটা কিন্তু একটা বড় সুযোগ।'

'আমার নাগাল পাবে না ওরা। তবে তুমি একটু চোখ কান খোলা রেখো। তুমি বা সিরিল যদি কাউকে এই ট্রেইন ছেড়ে যেতে দেখো তাকে ঠেকিও।'

'সেটুকু আমরা করব,' দৃঢ়তার সাথে বলল রাউডি। 'গুলির ব্যাপারে কাকে সন্দেহ হয় তোমার?'

'মার্ক লুকাস।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ঢালের দিকে রওনা হলো এরফান। দূর থেকে জ্বলন্ত চোখে ওর যাওয়া লক্ষ করল নিক। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে ওর।

'নোয়েল!' ডাকল নিক। নোয়েল কাছে আসতেই নিচু গলায় আদেশ দিল, 'ওর পিছন পিছন যাও। আমি চাই না ও ফিরে আসুক।'

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে সে বলল, 'আমাকে সাহায্য করতে সাথে কে যাচ্ছে? মানে··· লোকটা সুবিধার না···চিলের মত চোখ আর খরগোশের মত কান···আর···'

'চুপ করো।' খেঁকিয়ে উঠল নিক। 'কাউকে দিয়ে একটা কার্জ ঠিকমত করানো যায় না!' চোখ ফেরাতেই তার সামনে পড়ল আধা-ইন্ডিয়ান বাউটি জো—সাপের মতই খল লোকটা। 'নোয়েলের সাথে যাও,' নির্দেশ দিল নিক।

ওদের দুজনকে যেতে দেখল সিরিল। তার ওয়্যাগন থেকে পিছনে দেখছিল জিম ওয়েস্ট ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো। 'তুমি এই ওয়্যাগনটা একটু দেখো, জিম। আমার একটু যেতে হবে,' বলল সিরিল।

ওদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে 'আমিই যাচ্ছি' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হয়ে গেল জিম। ঘুরে গিয়ে ওদের পথ আটকাবার জন্যে ছোট টিলাটার দিকে এগুলো সে। ঘোড়ার খুরের শব্দে পিছন ফিরে দেখল রাউডি ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। 'চলো,' চলতে চলতেই বলল রাউডি। 'বেশ মজাই হবে মনে হচ্ছে।'

ওয়্যাগন আর ধুলোর আড়ালে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। জায়গা মত পৌঁছে ঘোড়া থামাল রাউডি। 'স্থির হয়ে অপেক্ষা করো এখন, আর রাইফেলটা তৈরি রেখো,' উপদেশ দিল সে নিচু গলায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের মিনিটখানেক পরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। দেখা গেল নোয়েল আর তার সঙ্গী আসছে। ওরা আর একটু কাছে আসতেই রাউডি আড়াল থেকে বেরিয়ে এল 'থামো,' চিৎকার করে বলল সে। রাইফেলটা তৈরি রয়েছে তার। জিম ওয়েস্টও এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে—উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা লাফাচ্ছে তার।

'তোমরা ওয়্যাগন ট্রেন থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছ না? ভালয় ভালয় ফিরে যাও, নইলে শেষে হারিয়ে-টারিয়ে যাবে!'

'আমরা কিছু টাটকা মাংসের জন্যে শিকার খুঁজতে বেরিয়েছি,' কৈফিয়ত দিল নোয়েল। ওর দৃষ্টি রাউডির ওপর থেকে সরে জিমের ওপর স্থির হলো। জিম কেমন করে এখানে এল বুঝতে পারছে না সে। ওর উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছে।

'হতে পারে শিকারেই বেরিয়েছ তোমরা,' স্বীকার করল রাউডি। 'কিন্তু

তোমরা সামনের দিকে অনেক ভাল শিকার পাবে। ওদিকেই যাও···ফেরো বলছি!' নরম সুরে কথা বলতে বলতে শেষের দুটো কথা কঠিনভাবে ধমক দিয়ে বলল সে।

একটু ইতস্তত করল নোয়েল, মুখটা কালো হয়ে গেছে তার। একটা গাল বকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল সে। তার সঙ্গীও পিছু নিল।

তাড়াহুড়ো করছে না এরফান, সে নিশ্চিত যে মার্ক লুকাসই তার দিকে গুলি ছুঁড়েছিল। সে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে খুব বেশি দূর থাকবে না। হয়তো দূরে দিয়ে ঘুরে গিয়ে আবার কাফেলায় যোগ দেবে। সেটা ঘটলে গোলমাল লাগতে বাধ্য। খাড়ির ধারে যেখান থেকে গুলির শব্দ এসেছিল সেখানে স্পষ্ট বুটের ছাপ দেখতে পেল এরফান।

একটু খুঁজতেই উইনচেস্টার .৪৪-এর দুটো কার্তুজের খোল চোখে পড়ল ওর। বুটের ছাপ অনুসরণ করে একটু এগিয়ে যেতেই এক জায়গায় কিছুটা রক্তের দাগ দেখতে পেল। 'জখম হয়েছে ব্যাটা,' চিন্তা করতে করতে আপন মনেই বলল এরফান। 'কাজটা এখন অনেক সোজা হয়ে গেল।'

ঘোড়ায় চেপে যেখানে রক্ত আর পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানে ফিরে এল এরফান। ধীর পায়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল সে। প্রথম তিনশো গজ কোন অসুবিধেই হলো না,—আহত লোকটা রাতের অন্ধকারে পালাতে ব্যস্ত ছিল, চিহ্ন ঢাকার কোন চেষ্টাই করেনি সে। বেশ কিছুদূরে গিয়ে লোকটা নিজের ক্ষত ব্যান্ডেজ করেছে। বেশ খানিকটা রক্ত আর এক টুকরো কাপড় পড়ে রয়েছে ওখানে। এর পরে আর রক্তের দাগ নেই বটে, কিন্তু তবু অনুসরণ করতে এরফানের খুব একটা অসুবিধা হলো না।

আরও এক মাইল যাবার পরে লোকটা আবার বাঁক নিয়ে ফিরে এসেছে যেখান থেকে রওনা হয়েছিল তারই কাছাকাছি একটা জায়গায়। বেশ কিছু উইলো আর তুলো গাছ রয়েছে এখানে। খুব সাবধানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে অগ্রসর হয়ে অনুসন্ধান চালাল এরফান। শেষ পর্যন্ত যেখানে ওর ঘোড়াটা বাঁধা ছিল সেখানে পৌঁছল সে। ঘোড়ার পায়ের ছাপগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল ও।

এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে লোকটা দ্রুত ওয়্যাগন ট্রেনের রাস্তা থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। আবার ছাপ দেখে লোকটাকে অনুসরণ করার কাজে মন দিল এরফান। চলতে চলতে আশেপাশের চারদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সে। যার পিছু নিয়েছে সে যে কি ধরনের লোক তা ভাল করেই জানে এরফান।

এরফানের ওপর তার আক্রোশ থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ওভাবে বেদম পিটুনি খাবার পর। সে এখন হন্যে হয়ে ঘুরছে—হয় এরফানকে মারবে, নয় নিজে মরবে।

মার্ক এখনও জানে না যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। যে রাস্তায় সে চলছে আর যেভাবে চলছে তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই এলাকাটা যখন পার হয়েছে সে তখন অন্ধকার ছিল। ঘুরে ওয়্যাগন ট্রেইনের দিকে ফিরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এখনও।

সকাল দশটার দিকে প্রথম পরিবর্তন লক্ষ করল এরফান। লাগাম টেনে

ঘোড়া থামাল সে। আহত খাওয়া লোকটাও এখানে থেমেছিল। এখানে লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ের মাথায় উঠেছিল। নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখার জন্যে থেমেছিল সে।

চিন্তায় চোখ দুটো ছোট হলো এরফানের। দাগগুলো পুরানো—অর্থাৎ রাতের বেলাতেই তৈরি। রাতের বেলা সে নিজের পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে নিশ্চয়ই দেখছিল না—তবে? কি দেখছিল সে?

আগুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। দূর থেকে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না রাতের অন্ধকারে। কিন্তু কত দূরে? কোথায় ছিল সেই আগুন?

হঠাৎ তার মনে পড়ল সেই হালকা ওয়্যাগনটার কথা দুজন লোক ওয়্যাগন ট্রেনের পিছন পিছন আসছিল ওতে করে সে সন্দেহ করেছিল ওরা বেন ক্যালডারের পরিচিত কেউ হবে। তবে কি ওরা মার্কেরই বন্ধু ছিল?

মার্ক এখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিল। তিনটা সিগারেটের পোড়া অংশ। ওখানে পড়ে রয়েছে। সিগারেটের টুকরোগুলোর অবস্থান থেকে এরফান মোটামুটি একটা আন্দাজ পেল কোন্‌দিকে আগুনটা দেখেছিল মার্ক।

আধঘণ্টা ধরে এলাকাটা চষে ফেলে শেষে আগুন জ্বলার জায়গাটা খুঁজে পেল এরফান। টিলা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে হবে—এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে ওটা কাছেই হালকা ওয়্যাগনের সরু চাকার ছাপ পড়েছে মাটিতে তিন জোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেল সে ওখানে। তার মধ্যে একজোড়া ছাপ চিনতে পারল এরফান।

সম্ভবত সকালেই হালকা ওয়্যাগনটা রওনা হয়েছে খুব ভাল করে লক্ষ করে এরফান বুঝতে পারল না মার্ক লুকাস ওয়্যাগনের সাথে গেছে নাকি আলাদা গেছে।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ওই হালকা ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরে রওনা হলো এরফান মার্ক যদি ওয়্যাগনের ভিতরে থাকে, অবশ্যই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আর তা না থাকলে সে সম্ভবত নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওয়্যাগনটাকে অনুসরণ করছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না এরফান। ওয়্যাগনের লোক দুটো কে? ওরা কি মার্কের সাথের লোক? বেনের সাথে ওদের কি সম্পর্ক? ওরা সবাই যদি মার্কের সাথের লোক হয় তবে বেন তার কাছে কেন এল চাকরির খোঁজে?

চাকার দাগটা এখন বেল ফোর্চের দিকে চলেছে। অল্পক্ষণ পরেই নিজেদের ওয়্যাগন ট্রেইনের দেখা পেল এরফান। ওর শেখানো বুদ্ধি কাজে লাগিয়েই উঁচু পাহাড়টা পার হচ্ছে ওরা। চলতে চলতে চাকার দাগটা হারিয়ে ফেলেছে সে—বুঝতে পারছে নদীর ধারে কোন আড়াল বেছে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে ওটা ওয়্যাগনটাকে আবার খুঁজে বের করবে কিনা ভাবতে ভাবতে শেষে ওয়্যাগন ট্রেনে ফিরে যাওয়াই স্থির করল এরফান।

ট্রেইনের সবাই পাহাড়ের মাথায় চড়েছে। জিম ওয়েস্ট রাউডির সাথে ওর পাশেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। এরফানকে দেখেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কি, পেলে ওকে?'

মাথা নাড়ল এরফান। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সে। 'না,

পাইনি -তবে আমি জানি সে কোথায় আছে।'

পরে, নিজের ওয়্যাগনের পাশে গিয়ে কথায় কথায় সে বেনকে জিজ্ঞেস করল, 'মার্ক লুকাসকে কি তুমি আগে চিনতে?'

অবাক হয়ে চোখ তুলে চাইল বেন। 'আমি? না, এর আগে ওকে আমি দেখিওনি কোনদিন। মাত্র অল্পদিন হয় এই এলাকায় এসেছি আমি।'

বেনকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল এরফান। ওর কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে মনেই হয় না। অথচ সে নিশ্চিত জানে ওই হালকা ওয়্যাগনটার সাথে তার কোন না কোন সম্পর্ক আছেই।

আবার নতুন করে সারবেঁধে যাত্রা আরম্ভ করল ওরা। রাউডির সাথে গল্প করতে করতে ওয়্যাগন ট্রেনের বেশ খানিকটা দূর দিয়েই সাথে সাথে এগুচ্ছে এরফান। হঠাৎ দেখল রাকা আর জিমও ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছে। ওদের কাছাকাছি আসতেই এরফানকে দেখে কাছে এগিয়ে এল রাকা।

'তোমার কাঁধের কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল সে। এরফান ঠিক বুঝতে পারল না আন্তরিকভাবে উদ্বিগ্ন হয়েই সে প্রশ্নটা করল, নাকি নিছক ভদ্রতার খাতিরেই।

'ভালই,' জবাব দিল সে। 'এমন কিছু লাগেনি, চামড়াটা একটু কেটেছে মাত্র।'

'তোমার কি মনে হয় কেউ তোমাকে লক্ষ্য করেই গুলি করেছিল?'

'অবশ্যই, তার তাকও নির্ভুল ছিল। আমি যদি ঘটনাচক্রে ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার দিকে না ফিরতাম তবে তার উদ্দেশ্য সফল হত।'

'কে ছিল লোকটা, মার্ক লুকাস?' জানতে চাইল জিম।

'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আমার। অনেক দূর পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করেছিলাম আমি আমি জানি সে কোথায় আছে।'

'এই ওয়্যাগন ট্রেনে,' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল রাকা। এরফানের মনে হলো যেন ওর গলার স্বরে একটু শঙ্কা প্রকাশ পেল।

'ঠিক ট্রেনে বলা যায় না।' এরফান এড়িয়ে যেতে চাইল কথাটা। সে জিমকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবা কি আমাদের আগামী পথ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল জিম 'না, তেমন কিছুই বলেননি, তবে আমার মনে হয় আমাদের মোটামুটি গতি হবে উত্তরমুখী। পাহাড়ের উত্তর প্রান্ত পেরিয়ে আমরা দক্ষিণমুখো হয়ে শেল ক্রীকে ঢুকব।'

সেইদিন ওরা দিনের মধ্যেই তিনবার পার হলো এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া বেল ফোর্চ নদী। পথে ওরা ইন্ডিয়ানদের চিহ্ন দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের সদ্য পরিত্যাগ করা একটা ক্যাম্প দেখল। উঁচু পাহাড়টা পার হয়েও আজকের দিনে ওরা আঠারো মাইল এগিয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে রাতের খাবারের আয়োজন শুরু হতে দেখে এরফান তার ঘোড়া নিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইন ধরেই পিছন দিকে রওনা হলো। নদীর ঢালের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার আগে পিছন ফিরে সে দেখল ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে কে যেন ঘোড়া নিয়ে তার দিকেই রওনা হয়েছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার, সেই সাথে চোখ দুটো ছোট হয়ে এল চিন্তায়। ওটা বেনের ঘোড়া বলেই মনে হলো তার।

ওয়্যাগনের ধারে পৌঁছানর আগেই ধোঁয়ার গন্ধ পেল এরফান। সাথে সাথেই ঘোড়া থেকে নেমে পিস্তলের খাপে পিস্তলগুলো আলগা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিল। খুব সাবধানে এগিয়ে গেল সে ঝোপের ভিতর দিয়ে। আরও কাছে গিয়ে সে গলার আওয়াজ শুনতে পেল মুহূর্তের জন্যে চমকে থমকে দাঁড়াল সে–মনে হলো ওদের মধ্যে একটা গলা মেয়ের। আবার যখন ওরা কথা বলল তখন ভুল ভাঙল তার।

ওয়্যাগনটা নদীর ছোট্ট ধারার কাছে গাছের আড়ালে রাখা হয়েছে। দুজনের একজন আগুনের ওপর উবু হয়ে আছে, অন্যজন আগুনের জন্যে লাকড়ি টুকাচ্ছে। মাটিতে চাকার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে মার্ক লুকাস।

বিশাল রোমশ নোংরা লোকটার কোলের ওপর রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে পড়ে রয়েছে। ওর শার্টটা রক্তমাখা–কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে না এরফানের গুলিতে কোন ক্ষতি হয়েছে ওর। এরফানের মারের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর মুখে। একটা চোখের উপরে দেখা যাচ্ছে একটা গভীর কাটা অন্য চোখের নিচে দুই আঙুল পুরু একটা নীলচে দাগ ফুলে রয়েছে। ঠোঁটদুটো থোকা হয়ে ফুলে উঠেছে, একটার ওপর আবার চওড়া কাটা দাগও রয়েছে।

'এই! আর আগুন পোহাতে হবে না, এদিকে এসো!' হাঁক দিল মার্ক।

এরফান লক্ষ করল যে লোকটা কাঠ কুড়াচ্ছিল সে সোজা হয়ে গেল, তারপর মার্কের দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াল। কোন পিস্তল ঝুলছে না তার কোমরে। দেখে মনে হচ্ছে মার্ক এখানে অনাহূত অতিথি।

আগুনের ধার থেকে নড়েনি ছেলেটা।

'বললাম না এদিকে এসো?' ধমকে উঠল মার্ক। ঝোপের আড়ালে মার্কের অলক্ষ্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল এরফান। অন্য লোকটার দিকে চেয়ে দেখল উৎকণ্ঠায় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখ।

ছেলেটা মার্কের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার থেমে দাঁড়াল। রাইফেল পাশে রেখে উঠে দাঁড়াল মার্ক। মনোযোগ দিয়ে চেয়ে দেখল সে ছেলেটাকে কয়েক মুহূর্ত। 'কই, আমার কাছে তো ছেলে বলে মনে হচ্ছে না তোমাকে? এদিকে এসো!'

'যেয়ো না!' এরফানের দিকে দাঁড়ানো লোকটা বলে উঠল।

ফিরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে চাইল মার্ক লোকটার দিকে। 'নিজে একা মজা লুটবে তুমি, না? সুন্দর চালাকি, ছেলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মেয়েটাকে? ভাল, এখন···!'

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা হারিয়ে গেল ওর। চোখ তুলেই এরফানকে দেখতে পেয়েছে সে; ঝোপের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে তার যম, পা দুটো সামান্য ফাঁক করে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে আছে সে।

তার সদ্য আবিষ্কারের আনন্দ মিলিয়ে গেল মার্কের মুখ থেকে। ফাঁদে পড়া নেকড়ের মতই দেখাচ্ছে ওকে। সামান্য সামনে ঝুঁকে রয়েছে সে–কিছু একটা করার ফন্দি খুঁজছে।

'শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছ আমাকে! আমি আশা করেছিলাম তুমি

আসবে!'

'তুমি আমাকে গুলি করে খুন করতে চেষ্টা করেছিলে, মার্ক। কেন জানি না, কেউ আমার দিকে পিছন থেকে গুলি ছুঁড়লে সহ্য করতে পারি না আমি!'

'ভাল কথা। তোমার স্পর্ধাও অসহ্য লাগত আমার—এখনও লাগে,' পিস্তল বের করার জন্যে তৈরি হলো সে।

পিস্তল বের করতে যাবার সময়ে মার্কের চোখ দুটো বড় হতে দেখল এরফান। নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। কখন যে সে পিস্তল বের করে গুলি করেছে তা সে নিজেও জানে না—কেবল দুটো গুলির শব্দ শুনল এরফান। দেখল মার্কের বুক পকেটে দুটো ফুটো হয়ে গেল—লাল হয়ে উঠছে জায়গাটা।

বিশাল বখে যাওয়া লোকটার চোখ দুটো উপর দিকে উঠে গেল; পিস্তলটা আঙুলের ফাঁক থেকে ফসকে পড়ে গেল। হাঁটু ভেঙে একপা এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল সে।

পিস্তলে দুটো গুলি ভরে নিয়ে সেটাকে খাপে রাখল এরফান। তারপর ছেলে দুটোর দিকে চেয়ে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি করছ তোমরা এখানে?'

'আমার নাম ক্রিস অ্যাডামস। ও আমার ভাই। ভোরের দিকে ওই লোকটা এসে আমাদের কাবু করে অস্ত্র কেড়ে নেয়—বলে যে আমাদের সাথে কিছুদূর একসাথেই যাবে সে। নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের করার কিছুই ছিল না।'

'ঠিক আছে, হাবভাবে আমারও সেই রকমই মনে হচ্ছে। তোমাদের কথাই আমি সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি।'

একটা ঘোড়া ঝোপ ভেঙে শব্দ তুলে এগিয়ে এল। শব্দ শুনেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এরফান—তার হাতে উদ্যত পিস্তল। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বেন। মার্কের মৃতদেহটা থেকে এরফানের দিকে চোখ ফেরাল সে ফ্যাকাসে মুখে।

'এরা কি তোমার বন্ধু, বেন?' স্বাভাবিক শান্ত গলায় প্রশ্ন করল এরফান।

অপ্রস্তুতভাবে মাথা ঝাঁকাল বেন। 'সেই রকমই,' স্বীকার করল সে 'ডেডউডে ওদের সাথে আমার পরিচয় হয়।'

'তুমি ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিচ্ছ না কেন, ক্রিস?' জানতে চাইল এরফান। 'সবাই খুশি মনেই গ্রহণ করবে তোমাদের।'

ভাইয়ের দিকে চাইল সে, 'আমাদের জন্যে এটাই ভাল,' একটু ইতস্তত করে জবাব দিল সে, 'আমরা পিছন পিছনই যাব।'

'এটা ইন্ডিয়ান এলাকা,' সাবধান করল এরফান।

'জানি। সাবধানে থাকব।'

'তোমাদের খুশি।' মার্কের পড়ে থাকা দেহটার দিকে চাইল এরফান। 'তোমাদের কাছে কোদাল আছে? থাকলে দাও, ওকে কবর দেব।'

'তুমি চলে যাও,' বলে উঠল বেন, 'আমি কবর দিচ্ছি ওকে।'

দুজনে মিলে বলে ফোর্ট নদীর তীরে কবর খুঁড়ল। কবরে একটা কাঠের স্মৃতিফলক পুঁতে দিল বেন। ওতে লেখা আছে, 'মার্ক লুকাস—লম্পট, মৃত্যুর কারণ: গোলাগুলিতে ক্ষিপ্রতার অভাব, তারিখ···।'

ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পে ফিরল এরফান। নিজের ওয়্যাগনের দিকে ফিরে গিয়ে

লক্ষ করল একধারে বেশ কয়েকজন লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাছে যেতেই সবাই মুখ তুলে চাইল।

কর্নেল ল্যাকারি, জ্যাক ওয়েস্ট, রডনি কুপার, রাউডি রবিন, জিম ওয়েস্ট, আর আরও কয়েকজন—নিক উলফ আর হিরাম ম্যাক্সওয়েলও রয়েছে ওদের মধ্যে।

ঘোড়া থামিয়ে সবার উপর একবার চোখ বুলাল এরফান। শেষ পর্যন্ত নিকের ওপর তার দৃষ্টি স্থির হলো। 'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, নিক!' বলল সে। 'তোমার দলের একজনকে এইমাত্র কবর দিয়ে এলাম আমি।'

মুখ মেঘাচ্ছন্ন হলো নিকের। হিরাম তার পকেট থেকে তামাকের থলি বের করে একটা সিগারেট বানাতে আরম্ভ করল।

'কি বললে?' জানতে চাইল নিক।

'আমার দিকে যে গুলি ছুঁড়েছিল, মার্ক লুকাস, তার পিছু নিয়েছিলাম আমি। তাকে খুঁজেও পেয়েছিলাম। সামনাসামনি আমাকে গুলি করার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়েছে সে।'

রাগ আর সন্দেহের ভাব দেখা গেল নিকের মুখে। তারপর হঠাৎ করেই তার চোখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আশেপাশের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'দেখলে তো, আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি? এই ধরনের লোকজনকে যদি অস্ত্র সাথে রাখতে দেয়া হয় তবে এইরকম গোলাগুলি চলতেই থাকবে!'

রডনি এরফানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কর্নেল ল্যাকারি প্রস্তাব দিয়েছে যে আমাদের সবার অস্ত্র সংগ্রহ করে দুটো ওয়্যাগনে পাহারা দিয়ে রাখা হলে আর নিজেদের মধ্যে গোলাগুলির ভয় থাকবে না আমাদের।'

'দুঃসাহস আছে বটে লোকটার!' সাদামাঠাভাবে বলল এরফান। আমি কারও কথায় আমার অস্ত্র জমা দেব না! তাছাড়া ইন্ডিয়ানদের ঝটিকা আক্রমণ হলে তখন কি হবে?'

'সেই সময়ের জন্যে সবার মাঝে অস্ত্র বিলি করে পরে আবার নিয়ে নেব আমরা।' মুচকি হাসি হেসে জবাব দিল নিক। 'তুমি রাজি হবে না জানতাম, কিন্তু এরা সবাই শান্তিপ্রিয় লোক।'

'আর তোমার ওই বোম্বেটে শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি হবে? আবার যদি কেউ মার্ক লুকাসের মত কিছু একটা করে বসে?' সোজা সাপ্টা প্রশ্ন করল এরফান।

'মার্ক খারাপ লোক ছিল স্বীকার করছি। কিন্তু তুমি তার ব্যবস্থা করেছ। আবারও সেরকম কিছু হবার সম্ভাবনা দেখি না আমি। আমার মনে হয় সব অস্ত্র একসাথে সংগ্রহ করে নিরাপদ জায়গায় রাখাই ঠিক হবে।'

চিন্তিতভাবে নিজের ডানটার মাথার দিকে চেয়ে রইল এরফান। সে অনুভব করতে পারছে এর ভিতর নিকের কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু পুরো লোকজনকে নিরস্ত্র করে তার কি লাভ হবে? অবশ্য তার নয়জন লোককে যদি সশস্ত্র রাখা হয় তবে পুরো ওয়্যাগন ট্রেনটাই ওদের হাতে থাকবে।

'নিজের কথা আমি বলতে পারি—এতে রাজি নই আমি। সম্ভবত আমার

দলের কেউই রাজি হবে না এতে।'

'ঠিক বলেছ।' সাথে সাথে তাকে সমর্থন জানাল রাউডি। 'আমরা সবাই এর বিরুদ্ধে।'

'আমরা ইচ্ছা করলে জোর করে কেড়ে নিতে পারি!' হুমকি দিল নিক।

অবজ্ঞার হাসি হাসল এরফান। 'সে-চেষ্টা কি উচিত হবে? তুমুল যুদ্ধ বেধে যাবে দুই দলে। না, তার চেয়ে সেরকম কঠিন মতবিরোধ যদি দেখা দেয় তবে আমি আমার দল নিয়ে আলাদা হয়ে যাব।'

'তাই যদি হয়, আমিও আছি তোমার সাথে,' বলে উঠল রডনি।

আশ্চর্যভাবে হঠাৎ করে সুর নেমে গেল নিকের। 'হয়তো একটু রূঢ়ভাবে পেড়েছি আমি কথাটা। সবার নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম আমি। যাদের মানুষ হত্যা করার প্রবণতা আছে কেবলমাত্র তাদের ঠেকাবার জন্যেই।'

'কথাটা যদি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকো, ভুলে যাও। মিছে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার। আমি কোনদিন আত্মরক্ষার জন্যে ছাড়া কোন মানুষ মারিনি।'

'তাহলে ওই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল,' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে উঠল জ্যাক ওয়েস্ট। 'আমাদের পরবর্তী যাত্রাপথ কি হবে?'

'আমি যে পথটা বেছে দিয়েছি সেই পথেই এগিয়ে যাব আমরা,' ভারিক্কি চালে বলল কর্নেল ল্যাকারি। 'এ পর্যন্ত তো পথটা ভালই প্রমাণিত হয়েছে।'

'তোমার কি মত, এরফান?' রডনি প্রশ্ন করল।

'এখন পর্যন্ত ভালই কেটেছে আমাদের। আগামীকাল সামান্য অবনতি ঘটবে--কিন্তু মোটামুটি ভালই পরের দিনও ভাল যাবে--কিন্তু এরপরে আমাদের অন্যপথ ধরাই উচিত হবে। সামনের জলাশয়টা খারাপ--আর সেখানে পৌঁছতে হলেও আমাদের একদিন পানি ছাড়া চলে তবে পৌঁছতে হবে।'

'বাজে কথা,' প্রতিবাদ করল ল্যাকারি। 'আমাদেরটাই বিশ্বাসযোগ্য খবর। বেঞ্জামিন বলে ওটা ভাল,' এমিলেরও তাই ধারণা।'

'আমরা তবে যে পথে যাচ্ছি সেই পথেই এগিয়ে যাব,' রায় দিল জ্যাক ওয়েস্ট। 'তোমার কি মত, নিক?'

'বেঞ্জামিনের কথায় বিশ্বাস আছে আমার। হাজার হোক সে-ই তো আমাদের সত্যিকার গাইড।'

'সবাই একমত হলে আমারও চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই,' জানাল রডনি।

এরফানের দিকে ফিরল নিক। তার চোখে একটা প্রচ্ছন্ন বিজয়ের হাসি। রাকার ঘোড়াটা ওদের কাছে এসে থামল।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, এরফান, তোমার একটা ওয়্যাগন আমাদের পিছু পিছু আসছে, ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করল নিক।

সবার চোখ এরফানের দিকে ফিরল। রডনির চোখ দুটো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। 'কোন্ ওয়্যাগনের কথা বলছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কেন, জানো না? ওই যে হালকা ওয়্যাগনটা যেটাতে দুজন লোক আছে, আমাদের পিছন পিছনই তো আসছে ওটা।'

'ঘটনা কি, এরফান?' এবার জ্যাক ওয়েস্ট জানতে চাইল।

'তোমাদের চেয়ে বেশি আমিও কিছু জানি না আমার ড্রাইভার বেন চেনে ওদের। মার্ক অস্ত্রের মুখে ওদের সঙ্গ নিয়েছিল। ওদের বড় জনের নাম ক্রিস অ্যাডামস, দুজনেই নেহাত বাচ্চা—সম্পূর্ণ নিরাপদ!'

ঘোড়ায় চড়ে নিজের ওয়্যাগনের দিকে রওনা হলো এরফান। রাউডিও ওর সঙ্গ নিল। ওরা তার কথা কতখানি বিশ্বাস করল জানে না সে, তোয়াক্কাও রাখে না। কিন্তু রাকা যে পিছন থেকে তার দিকে সংশয় ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বুঝতে পারছে সে।

ছয়

লম্বা শুকনো প্রান্তরের ওপর বাতাস যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবুজ ঘাস একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। আকাশটা ধূসর রঙ নিয়েছে। ভ্যাপসা গরমে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

ষাঁড়গুলো চঞ্চল আর অস্থির হয়ে উঠছে। কেবল নাক ঝাড়া আর গাড়ি টানায় তারা আর আগ্রহী নয়। ট্রেইল ছেড়ে এদিক ওদিক চলে যেতে চাইছে ওরা।

এখানে মাটিতে পাথরের পরিমাণ অনেক বেশি। অনেক সাবধানে গাড়ি চালিয়েও কেউ রেহাই পাচ্ছে না পাথরের হাত থেকে। পথ চলা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ষাঁড়গুলোকে একটু বিশ্রাম দেয়ার জন্যে ওয়্যাগন থামাল রাউডি। এরফান ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই সে বলল, 'জাহান্নামের মত গুমোট গরম পড়েছে! ঝড় হতে পারে।'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে। তবে একটু বৃষ্টি হলে ভালই হয়।'

'কিন্তু বৃষ্টি যদি আসে তবে একটু হবে না—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!'

আরও দু'বার তারা নদীটা পার হলো—নদীতে পানি খুবই কম। প্রায় নেই বললেই চলে। পিছন ফিরে এরফান লক্ষ করল ক্রিসের ওয়্যাগনটা দেখা যাচ্ছে। ওরা এখন ওয়্যাগন ট্রেনের বেশ কাছাকাছি থেকেই অনুসরণ করছে ওদের।

ইন্ডিয়ানদের এলাকা এটা। কয়েকবারই সে আশেপাশে ওদের উপস্থিতির চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। রাউডিরও নজর এড়ায়নি তা।

বিকালের দিকে নিজে ওয়্যাগনের ভার নিয়ে বেনকে ছুটি দিল এরফান ক্রিস আর তার ভাইয়ের খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে। যাবার আগে সে বেনকে স্মরণ করিয়ে দিল যেন সে তার বন্ধুদের ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে সাবধান করে দেয়।

রডনির দল এরফানের বামে দক্ষিণদিক দিয়ে ওদের সাথে সাথেই চলেছে। দোকানি রডনির একারই রয়েছে সাতটা পুরো মাল বোঝাই করা ওয়্যাগন। ওদের

দলের বাকি লোকের মধ্যে দুজনের আছে চারটে করে। জ্যাক ওয়েস্টের ওয়্যাগন ছাড়া আর অন্য ওয়্যাগনগুলো এত টাকার মাল বইছে না। অবশ্য তার নিজের ওয়্যাগনেও অনেক টাকার মাল রয়েছে।

সু ইন্ডিয়ানরা যদি এই ওয়্যাগন ট্রেইন লুট করতে পারে রীতিমত বড়লোক হয়ে যাবে ওরা। হয়তো এর আগে আর কোনদিনই এত টাকার মাল নিয়ে কোন ওয়্যাগন ট্রেন পশ্চিমে আসেনি।

বর্তমান দাম ধরলে তার নিজের ওয়্যাগনটারই মোট মূল্য দাঁড়াবে···হঠাৎ চিন্তাটা তাকে এক বালতি বরফ পানি গায়ে পড়ার মতই চমকে দিল।

কেবল মাল আর জন্তুগুলোর দামই হবে প্রায় তিন লক্ষ ডলার। সাথে আনা অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ আর লোকজনের সাথে যার যা নগদ টাকা-পয়সা আছে সেগুলোসহ ধরলে তো আরও অনেক বেশি হবে।

হ্যাঁ, সত্যিই এটা খুব লাভজনক হবে সুদের জন্যে···কিংবা যে-কোন মানুষের জন্যে!

ওয়্যাগন ট্রেনের সবাই যদি নিরস্ত্র হয়–কি সোজাই না হবে কারও পক্ষে সবাইকে হত্যা করে বড়লোক হওয়া!

এই ধরনের লুট যে আগেও হয়নি তা নয়। এমনও দেখা গেছে যে অনেক সাদা লোকও ইন্ডিয়ানদের সাথে যুক্তি করে লুট করিয়েছে। জুলস্ রেনি, যার নামে জুলসবার্গের নামকরণ করা হয়েছে সে-ও এই ধরনের কাজে জড়িত ছিল বলে অনেকে সন্দেহ করে মার্ক লুকাস, নোয়েল স্পাইক এদেরও এইরকম দুর্নাম আছে।

ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে বিগ হর্নসের নির্জন এলাকায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে লুট করাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে অবশ্যই বলতে হবে খুব চতুর ফন্দি এঁটেছে ওরা। যারা ভাল ভাল আর দামী মালামাল আনতে পারবে, বেছে বেছে তাদেরই দলে নেয়া হয়েছে আর ওদের গন্তব্যস্থলের কথা যাতে বাইরের কেউ না জানতে পারে সেজন্যে রওনা হয়ে বেশ অনেকটা পথ আসার পর তাদের জানানো হয়েছে সেকথা।

এর মধ্যে কর্নেল ল্যাকারির স্থানটা কোথায়? কর্নেলের সাথে তার যত মতবিরোধই থাক না কেন, তাকে ক্রিমিন্যাল বলে ভাবতে পারছে না এরফান। লোকটা কাপুরুষ হতে পারে, নিঃসন্দেহে বোকাও বটে, কিন্তু সৎ আর সরল লোক।

জ্যাক ওয়েস্ট এই প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। ওয়েস্ট, নিক, কর্নেল আর বেঞ্জামিন একেবারে গোড়া থেকেই এর মধ্যে আছে। বেঞ্জামিন লোকটা মার্ক আর নোয়েলের মত একই জাতের। সে এই ষড়যন্ত্রের একটা অংশ বলেই এরফানের বিশ্বাস। কিন্তু ওয়েস্ট? সে কি নিকের প্ররোচনা না বুঝে এর মধ্যে পা দিয়েছে, নাকি সে-ও জড়িত আছে এই ষড়যন্ত্রে? বেশির ভাগ প্ল্যান-প্রোগ্রাম আর আয়োজন তো তারই করা? একটাই কথা আছে তার স্বপক্ষে, নিজে জড়িত থাকলে মেয়েকে এর মধ্যে টেনে আনত না। অনেক লোকই ধরা পড়ার বা জানাজানি হবার ভয় নেই জেনে দুষ্কর্মে আকৃষ্ট হয়–এটাও একটা ফুলপ্রুফ প্ল্যানের

মতই ঠেকছে।

তার এই আন্দাজটা ঠিক হোক আর না হোক তাকে সেইভাবেই প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজেদের কিছু বিশ্বাসী লোকজনের সাথে আলাপ করলে মন্দ হয় না। সে চায় না যে রডনি বা জ্যাক ওয়েস্টের মত মানুষ এমন একটা ফাঁদে পড়ুক।

আর একটা চিন্তার বিষয় হচ্ছে আক্রমণটা কোথায় ঘটবে। এই বিগ হর্নসের উপত্যকাতেই, নাকি শেল ক্রীকের ধারে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা?

ওরা অপেক্ষা করবে এমন ধারণা করাই যুক্তিসঙ্গত। ডেডউড থেকে যত দূরে ঘটনাটা ঘটবে ডেডউডে এর কোন খবর পৌঁছানোর সম্ভাবনা ততই কমে যাবে। আর তাছাড়া ওয়্যাগনগুলো যেখানে মালসুদ্ধ বিক্রি করা হবে সেই বাজারটাও কাছে পড়বে। নিশ্চয়ই আরও পশ্চিমে কোথাও ওরা ওগুলো বিক্রি করবে। ওদিকে বিক্রি করার জায়গার অভাব হবে না; উত্তর-পশ্চিমে যে কয়টা মাইনিং শহর আছে তার প্রত্যেকটা শহরেই যে-কোন জিনিস আকাশ-ছোঁয়া দামে বিকোবে।

বেন ফিরে আসতেই এরফান ওয়্যাগনটা আবার ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ধুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্যে দূরে ফাঁকা জায়গার দিকেই চলে গেল।

প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পরে এরফান দেখল রাকা তার পোনি চালিয়ে ওর দিকে আসছে।

'ওহ্, তুমি?' ওর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলল রাকা। 'আমি কিন্তু দূর থেকে চিনতেই পারিনি তোমাকে!'

'নিরাশ হলে? কিন্তু আমার ঘোড়াটা ধুলোয় মলিন হলেও এত কালো মনে হবার কথা না!' নিক প্রায়ই কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে।

'না, আমি ভেবেছিলাম···যাকগে, তোমার সাথে দেখা হওয়ায় ভালই হলো। সেদিন তোমার দিকে গুলি হওয়ার পর থেকেই তোমাকে একা খুঁজছিলাম আমি ক্ষমা চেয়ে নেয়ার জন্যে। আসল কথা কি, আমি কোনদিন কাউকে গুলিতে জখম হতে দেখিনি, তাই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল আমার কাছে। আমি ভাবতাম গুলি খেলে মানুষ ব্যথায় কাতরাবে বা চিৎকার করবে বা সেরকম কিছু—কিন্তু তুমি তো তেমন কিছুই করোনি?'

হাসল এরফান। 'ঠিক আছে, আগামীবার আমি দুহাতে বুক চেপে ধরে চিৎকার করে ঘোড়া থেকে নিচে মাটিতে পড়ে কাতরাব—তাহলে হবে তো?'

'না, আমি তা বলছি না। আসলে···'

'জানি আমি। আমিও অবাক হয়েছিলাম প্রথমে। বহু ঘটনাই বইয়ে পড়ে মনে হয় খুব নাটকীয় আর উত্তেজনাকর, কিন্তু বাস্তবে যখন ঘটে সেগুলো তখন দেখা যায় খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রায় নীরবেই ঘটছে। লে কি জানো? প্রত্যেক মানুষই নিজেকে সৃষ্টির অপরিহার্য আর প্রয়োজনীয় কিছু বলে ভাবতে চায়। তাই আমরা আশা করি মৃত্যু যখন আসবে তা আসবে বজ্রপাতের মত, প্রচণ্ড শব্দে নিজেকে জাহির করে; কিংবা চারদিকে করুণ বাজনা আর বিষণ্ণ গম্ভীর চেহারার লোকজনের পাশ কাটিয়ে। আমাদের অহমকে সুড়সুড়ি দেয় বলেই আমরা নাটক-

থিয়েটারে ওইসব দেখতেই পছন্দ করি। সব সময়েই আমরা আমাদের নিজস্ব গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তাকে বড় করে দেখতে চাই। সেই কারণেই আমরা নিজেদেরকে ভাল জামা-কাপড়ে, বড় বড় উপাধিতে আর সুনামের অলঙ্কারে সাজাতে চাই। কিন্তু আসলে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বাইরের খোলসের নিচে ভীতসন্ত্রস্ত সহজ সরল অসহায় মানুষ। আমাদের জীবনে ব্যথা আনবে বা আমাদের জীবন কেড়ে নেবে এমন হাজারও কিছুর ভয়ে আমরা অস্থির। খোলসের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমরা সেই ভয়কেই ঠেকাতে চেষ্টা করছি সবসময়ে।'

'সত্যি, আশ্চর্য মানুষ তুমি! ঠিক যেন মহৎ কোন দার্শনিক! যাহোক, তোমার জখমের কি অবস্থা?'

'এই গরমে একটু চুলকাচ্ছে--এমন কিছু না।'

ঘোড়ার পিঠে এরফানের দিকে আর একটু ফিরে বসল রাকা। 'আচ্ছা, কোন মানুষ তোমার মত কি করে হয় বলতে পারো? মানে···আমি বলছি···জিম তোমার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়েছে। জুলসবার্গে আগলি জনের সাথে কি ঘটেছিল, "ওয়্যাগন বক্স" লড়াইয়ে কি হয়েছিল সব। তারপর সিরিলের কাছে শুনেছি তুমি কেমন করে টেক্সাসে একা লড়ে ষাটজন কিয়োওয়ারকে ঠেকিয়েছিলে।'

'সিরিলের সব কথা বাড়িয়ে বলার অভ্যাস। কপালগুণে একটা সুবিধা মত আশ্রয় পাওয়াতেই ওদের ঠেকাতে পেরেছিলাম আমি।'

'আচ্ছা, তুমি আসলে কোন্ দেশের মানুষ বলো তো?'

'সে অনেক কথা, পৃথিবীর উল্টো পিঠে বাংলাদেশ নামে ছোট্ট একটা দেশ আছে; আমি সেই দেশের লোক। শুনেছি এদেশের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর আর সবুজ সে-দেশ। নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয়নি বটে তবে আমার দাদার আঁকা কিছু ছবি দেখেছি আমি। বেশ ভাল ছবি আঁকতেন আমার দাদা। শেষ বয়সে তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে যাবার—ফিরতে না পেরে কেবল দেশের ছবি আঁকতেন তিনি। যদি কোনদিন সম্ভব হয় দেশে ফিরে যেতে চাই আমি। এদেশে থাকতে থাকতে এরফান ইউসুফ থেকে এখন আমার নাম এরফান ওসাপে দাঁড়িয়েছে! বাকিটাও বদলে যাবার আগেই ফিরতে চাই আমি।'

'এত দূরদেশ থেকে তোমার দাদা এদেশে কি করতে এসেছিলেন?'

'সে এক লম্বা কাহিনী, আর একদিন বলব।'

'আচ্ছা, আমি স্টেজ কোচে আসার পথে পোল ক্রীকে দুজন লোককে আলোচনা করতে শুনলাম তোমার সম্বন্ধে। ওরা বলছিল হিরাম ম্যাক্সওয়েল যদি নিজের ভাল চায় তবে সে তোমার সাথে লাগতে যাবে না। তুমি কি সত্যিই অতটা সাঙ্ঘাতিক লোক?'

'আমি? আরে না! কয়েকবার আমাকে আত্মরক্ষার জন্যে পিস্তল ব্যবহার করতে হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে আমি নেহাতই শান্তিপ্রিয় লোক।'

'হিরাম ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'আমার মনে হয় লোকটা খুবই সাহসী। আমাদের কারও চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়।'

'জিম বলছিল, অনেকে সন্দেহ করে শাইয়্যান থেকে আসার পথে একটা

স্টেজকোচ নাকি লুট করেছিল ও?'

'কি যেন, আমি ঠিক বলতে পারি না। বিশেষ কথাবার্তা বলে না ও। তবে এটা শুনেছি যে সে নাকি পৃথিবীর সেরা পিস্তলবাজদের একজন।'

'তোমার কি মনে হয় ওর সাথে তোমার গোলমাল বাধবে?'

রাকার দিকে চাইল সে। এটা কি নিছক কৌতূহল, নাকি সে খবর সংগ্রহ করছে? যদি খবর সংগ্রহ করাই ওর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে কার জন্যে? বাবার জন্যে?...নিকের জন্যে...নাকি নিজের জন্যে?'

'মনে হয় না। ভাল পিস্তল চালাতে পারে বলে ওর যথেষ্ট নাম আছে—আমারও আছে। প্রায়ই দেখা যায় এমন দুটো লোক নিজেরা লড়াই করে কেবলমাত্র কে বেশি ভাল সেটা প্রমাণ করার জন্যে। কিন্তু এই ওয়্যাগন ট্রেইনের লোক সবাই সেটা জানে। মুশকিল হচ্ছে এই ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই বিরোধের সৃষ্টি করে কারণ গানফাইটাররা সাধারণত অন্যের সুনাম শুনতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হাতেনাতে প্রমাণ করার জন্যে মুখোমুখি হয়।'

'তোমার আর চালু চাক্কার মত?'

'না, সেটা ছিল ভিন্ন।'

'মানে...তোমার বিশ্বাস তোমাকে মারতে পাঠানো হয়েছিল ওকে?'

'এমন ধারণা তোমার কি করে হলো?'

'জিম ওইরকম একটা কথা শুনেছে। তোমাকে খুব পছন্দ করে ও—অনেক গল্পগুজবই শুনতে পায় ও নানা লোকের মুখে। অনেকেরই ধারণা তোমাকে মারার জন্যে পাঠানো হয়েছিল ওকে।'

'আমি জানি না কেন সে এসেছিল। এর আগে তাকে দেখিওনি কোনদিন।'

'নিক তাকে পাঠিয়েছিল এমন গুজব তোমার কানে যায়নি?'

'হ্যাঁ, গেছে। এটাও কি জিম বলেছে তোমাকে?'

'না, আমি অন্য দুজনের কাছে শুনেছি একথা। স্টেজ ড্রাইভার লুথার আর মিস্টার কুপার মনে করে ব্যাপারটা একটু কেমন যেন।'

ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গ বদলাল এরফান। 'তোমার ভাইটা একটা ছেলে বটে! যুবকই বলা যায় ওকে। মনে হয় এই দেশটা যেন ওর পছন্দ মতই অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে!'

'বন্দুকবাজ হওয়ার জন্যে একেবারে খেপে উঠেছে!'

'উচিতও তাই। কে বলতে পারে কোনদিন হয়তো এ-বিদ্যা তার কাজে লেগে যাবে!' চট করে একবার রাকার মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিল এরফান ওর এই দৃষ্টিভঙ্গি সে বুঝতে পারছে কিনা। 'এই দেশটাই বুনো। এখানে ইন্ডিয়ান রয়েছে, দুষ্কৃতকারী রয়েছে, যারা আরও খারাপ। একেবারে জংলী ওরা—গায়ের জোরের আইন ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এদেশে বাস করতে হলে নিজের জিনিস আর প্রিয়জনদের রক্ষা করার মত শক্তিধর হতে হয় মানুষকে। তবে চিন্তা কোরো না তুমি, জিম কোনদিনই গানম্যান হবে না।'

হঠাৎ এরফানের মুখোমুখি হলো রাকা। 'তোমার প্রেমিকা কে, এরফান? ওই সুন্দরী হকিনস মেয়েটা? ভিওলা?'

অপ্রস্তুত হয়ে একটু আরক্ত হলো এরফানের মুখ। 'আরে না! আমার কোন প্রেমিকা নেই,' জবাব দিল সে।

'নাকি পেছনের ওই হালকা ওয়্যাগনের মেয়েটা?' এবার রাকার চোখে ফুটে উঠেছে প্রকৃত জিজ্ঞাসা। এরফান বুঝল এই প্রশ্ন করার জন্যেই তার এত প্রস্তুতি।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ মেয়ে? তুমি কি ক্রিসের ভাইয়ের কথা বলছ?'

'আমি শুনেছি ক্রিসের ভাই একটা মেয়ে।'

এরফান নিজেও নিঃসন্দেহ না এই ব্যাপারে। মার্ক লুকাসের আন্দাজ সত্যি হতেও পারে। ওই ওয়্যাগনটায় কিছু একটা রহস্য রয়েছে।

'তোমাকে এমন ধারণা কে দিল?'

'মিক। ও বলেছে তুমি নাকি ওই ওয়্যাগনে একটা মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে রেখেছ।'

'ভুল বলেছে সে। ওখানে যদি কোন মেয়ে থেকেও থাকে তার সাথে আমার কোন পরিচয় বা যোগাযোগ নেই। এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।'

'এই ওয়্যাগন ট্রেইন সম্পর্কে কি তোমার এখনও সেই আগের সন্দেহ রয়ে গেছে? তুমি ডেডউডে আব্বাকে সাবধান করেছিলে?'

বুঝতে না পারার ভান করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল এরফান। 'মানে শেল ক্রীকে সোনা আছে কিনা? না, সন্দেহ করি না আমি। আসলে আমার বিন্দুমাত্রও এসে যায় না তাতে। সোনা থাকুক না থাকুক জায়গাটা নিঃসন্দেহে পশ্চিমের সবচেয়ে সুন্দর এলাকা। এখানে আমার নিজস্ব প্ল্যান আছে।'

'কি ধরনের প্ল্যান?'

'বিগ হর্নসের উপত্যকায় একটা বড় র‍্যাঞ্চ গড়ব আমি, সেখানে বসে পাহাড়ের ওপর কুয়াশা ভেসে বেড়াতে দেখতে পাব—দেখতে পাব গরু-মহিষ লম্বা ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে। একটা নিজস্ব জায়গা, যেখানে থাকবে ছোট একটা বাড়ি, নিরাপত্তা আর আয়েশ করার অবকাশ। আমার চারদিকে থাকবে সৌন্দর্য, যাকে লুট না করে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করব আমি।'

'আর একটা নতুন বৌ? নাকি বৌ আছে তোমার কোথাও?'

'না, বৌ নেই, ছিলও না কোনদিন। আর তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, অবশ্যই চাই আমি একটা মনের মত বৌ। শোপেন হাওয়ার বলেছে, সুখের জন্মই হয় যমজ হিসেবে। কোন সৌন্দর্যই কারও সাথে মিলেমিশে উপভোগ না করলে সম্পূর্ণ হয় না। কাজের পরিপূর্ণতাই হচ্ছে বিশেষ কারও জন্যে কাজ করতে পারায়।'

'এ দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম! গানফাইটার উদ্ধৃতি দিচ্ছে শোপেন হাওয়ারের! সত্যি, আশ্চর্য লোক তুমি!'

'পশ্চিমে কিছু কিছু লোককে দেখে তুমি সত্যিই অবাক হবে। মনে করো না যে কোমরে পিস্তল ঝুলছে বলেই লোকগুলো নিরক্ষর, মুর্খ। এখানেই ক্যাম্পের আগুনের ধারে বসে আমি এদের এমন সব দার্শনিক আলাপ আলোচনা করতে শুনেছি, যা বার্কলে বা হিউমের সমপর্যায়ে পড়ে।'

'তাহলে সোনা খুঁজতে আসোনি তুমি?'

'অবশ্যই না! সোনা মানুষকে দিতে পারে ক্ষমতা, বিলাসিতা, নারী মদ বা ওই ধরনের যা কিছু মানুষ চায় তাই—কিন্তু তার জন্যে মানুষকে করতে হয় অনেক সংগ্রাম, অনেক যুদ্ধ, অনেক রক্তক্ষয়। আমি তা চাই না। আমি জানি আমি কি চাই—একটা বাড়ি, একটা র‍্যাঞ্চ আর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার মত অবসর।'

'তোমার সাথে কর্নেল ল্যাকারির কিসের বিরোধ?'

'ব্যাপার কি, একেবারে সরকারী তদন্ত চালাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে! রাকার দিকে একবার চেয়ে দেখল এরফান। কোন জবাব না পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে সে আবার বলল, 'সেই সময় ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখান থেকে দক্ষিণে, অনেক দক্ষিণে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে একটা সামান্য কৌশলগত ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল আমাদের।'

'সে কি নেতৃত্ব করছিল?'

'হ্যাঁ, অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছিলাম আমি।' চোখ ছোট করে এরফান দিগন্তের দিকে কি যেন লক্ষ করল। 'ঝড় আসছে। প্রচণ্ড ঝড়। আমাদের জলদি ফিরে যেতে হবে।'

নিজেদের অজান্তেই কথা বলতে বলতে ওরা ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। ওয়াগন ট্রেইন আর দেখতে পাচ্ছে না ওরা। এরফান দিগন্তে কালো মেঘের সমারোহ দেখতে পেয়েছে। সে জানে এই এলাকায় ঝড় কিরকম দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে পারে, আর কি ভয়ঙ্কর হয় তার রূপ।

এরফানের কথা শেষ হতে না হতেই লম্বা ঘাসগুলো ঈষৎ দুলে উঠল বাতাসে। ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে—বৃষ্টির কেমন একটা ভেজা আভাস রয়েছে বাতাসে। ঘোড়া দুটোকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওরা ওয়্যাগন ট্রেইনের উদ্দেশে রওনা হলো। ঘোড়া দুটো আরও জোরে ছুটতে চাইছে, বাধা দিল না ওরা। পিছন থেকে হঠাৎ একটা জোর বাতাসের ঝাপটা ওদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও আছে বাতাসের সাথে। একটু পরেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে ধূসর করে দিল প্রান্তরটা।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে সদ্য ভেজা মাটি থেকে মাটি আর সোঁদা ঘাসের পরিচিত একটা গন্ধ আসছে নাকে। রাকা ফিরে তাকাল এরফানের দিকে, হাসিতে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এরফানও হেসে জবাব হাসির দিল। সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ওর। সারাদিন গরমের পরে ঠাণ্ডা বৃষ্টির ছাঁট ঘোড়াগুলোও উপভোগ করছে।

পাশাপাশি একেবারে সমান তালে ঘোড়া চালিয়ে হাসতে হাসতেই ওরা এগিয়ে গেল ওয়্যাগন ট্রেইনের ভিতর। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এরফান ফিরে এল নিজের ওয়্যাগনে। একটু সুস্থির হতেই মনে পড়ে গেল একটু আগে যেসব চিন্তা ভিড় করেছিল তার মাথায় সেসব কথা। ইয়েন, ডেনিস, রডনি ওদের সবার সাথে এখনই দেখা করা দরকার।

আধঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার আর কাদায় পথ চলা অসম্ভব হয়ে উঠল। ওরা

ওয়্যাগন দিয়ে একটার ভিতরেই আর একটা বৃত্ত তৈরি করে জীবজন্তুগুলোকে সব ভিতরে ভরল। আজ রাতে ওদের ছেড়ে রাখা যাবে না, কারণ বৃষ্টির মধ্যে চরতে চরতে ওরা এদিক ওদিক কয়েক মাইল চলে যাবে, পরে ওদের খুঁজে বের করে পাহারা করা এক বিরাট ঝামেলার কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

ঘোড়া ডানটার জন্যে একটা বৃষ্টি আড়াল করা আশ্রয় খুঁজে ওকে বাঁধল এরফান। লাগাম খুলে নিয়ে পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ঘোড়ার গা'টা ভাল করে ডলে দিতে দিতে ভেবে নিল কি বলবে সে ওদের। রাতের খাওয়াটা বৃষ্টির জ্বালায় ভাল করে জমিয়ে আগুনের ধারে একসাথে বসে খাওয়া হলো না। বৃষ্টির পানিতে খাবার ঠাণ্ডা আর নষ্ট হবার ভয়ে প্লেটে খাবার নিয়েই সবাই ছুটল যে যার ওয়্যাগনে।

খাওয়া শেষ করে উঠল এরফান। পাশেই বসা টোনি ল্যাগারের উদ্দেশ্যে সে বলল, 'ওয়্যাগন দুটোর দিকে একটু খেয়াল রেখো, টোনি, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল টোনি। তারপর তার পাইপটা ধরিয়ে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিন্তিতভাবে আবার বলল, 'আচ্ছা, কোম্পানি "ক" ওর ওয়াগনগুলোতে খুব হালকাভাবে মাল নিয়েছে, তাই না?'

উত্তর না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল এরফান।

'ভাবতে অবাক লাগে পশ্চিমে যাচ্ছে একটা নতুন শহর গড়তে, অথচ ওদের কারও সাথেই কোন মালপত্র নেই!'

লণ্ঠনের পাশ দিয়ে টোনির দিকে চাইল এরফান। বিশাল লোকটা একটু ভাবিয়ে তুলল তাকে। লোকটা অতিকায়, পেটটা একটু বেরিয়ে এসেছে, অস্বাভাবিক রকম অগোছাল। অথচ ওর চোখের ভাব মাঝে মাঝে এমন দেখায় যে এরফানের সন্দেহ হয় সত্যিই কি মোটা লোকটা হাবাগোবা সরল?

'প্রশ্নটা নিয়ে নিজের মনেমনেই ভেবো, আর কারও সাথে আলাপ আলোচনা করো না যেন,' তাকে সাবধান করে দিল এরফান।

বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে নিল সে। বর্ষাতির পকেট দুটোই কাটা—যেন পিস্তল পর্যন্ত হাত পৌঁছতে কোন অসুবিধে না হয়।

'আচ্ছা টোনি, তুমি কেন এই কাফেলার সাথে যোগ দিয়েছ? দেখে তো তোমাকে সোনার পেছনে ছোটার লোক বলে মনে হয় না?'

'ঠিকই ধরেছ। আসলে আমি একজন চাষী-রাখাল। হয়তো পশ্চিমে গিয়ে আমি কোন চাষ করার জমি খুঁজে নেব নিজের জন্যে। তবে তার আগে আমার একটা কাজ শেষ করতে হবে।'

'কাজ? মানে?'

পাইপে কয়েকটা টান দিল টোনি। 'হ্যাঁ, আপাতত একটা কাজ রয়েছে আমার হাতে। সোনা শিকার করতে আসিনি আমি, এসেছি একটা মানুষ শিকার করতে।'

তাহলে এই কথা? নতুন চোখে চাইল এরফান টোনির দিকে। কত সময়েই না মানুষ মানুষকে চেহারা দেখে যাচাই করতে গিয়ে ভুল বোঝে।

'কাকে খুঁজছ তুমি, টোনি?'

'তোমার মাথায় কত কি চিন্তা ঘুরছে, সবই কি সবাইকে বলো? এটাও মনে করো ঠিক তেমনি।' পাইপের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে এরফানের দিকে তাকাল টোনি। 'আবার খারাপ ভাবে নিও না কথাটা। মজার কথা হচ্ছে আসলে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারিনি আমি।'

'আমি ঘুরে আসি। পরে তোমার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করব।'

ক্যানভাসের ঢাকনাটা সরিয়ে ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল এরফান। বৃষ্টির দাপট অনেকটা কমে এসেছে এখন, তবে থেমে যায়নি। ভিজে মাটিতে আগামীকাল ওয়্যাগন চালানো কষ্ট হবে। বৃষ্টির মধ্যে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে রাউডির ওয়্যাগনের দিকে এগুলো সে। সিরিল, সায়মন আর রাউডি বসে গল্প করছে একসাথে। ওদের ওখানেই থাকতে বলে অন্য সবাইকে খবর দিতে গেল এরফান। খবর দেয়া শেষ করে একটু দাঁড়াল সে,...এর পরের ওয়্যাগনটাই ড্যান বাডের। ওর সাথে আলাপ বিশেষ হয়নি, তবু ওর ক্যানভাসে আঁচড় কাটল সে। ভিতর থেকে জবাব পেয়ে মাথা গলাল এরফান। একটা চৌকো স্টীল ফ্রেমের চশমা পরে কনুইয়ে ভর দিয়ে বই পড়ছিল ড্যান। এরফানকে দেখে অবাক হয়ে উঠে বসল সে। 'আরে, তুমি! এসো, ভিতরে এসো।'

'অন্য এক সময়ে আসব। তুমি এসো, কথা আছে। গোপনীয় কথা।'

'কোথায়?'

'রাউডির ওয়্যাগনে।' এরফান মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে বৃষ্টিতে ভেজা মুখটা মুছল। 'তোমার সাথে আমার ভাল করে জানাশোনা হয়নি বটে, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সৎ লোক মনে হয় বলেই তোমাকে ডাকছি।'

'ধন্যবাদ। আশা করি তোমার বিশ্বাসের সম্মান আমি রাখতে পারব।'

'কিছু ভাল লোক মিলে আমরা রাউডির ওয়্যাগনে একটু আলাপ আলোচনা করব। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি এর ফলাফল শেষ পর্যন্ত গোলাগুলিতে দাঁড়াতে পারে।'

চশমা খুলে যত্নের সাথে ভাঁজ করে রেখে সে বলল, 'রাইফেলটা কি সাথে করে আনব?'

ওর ভাবগম্ভীর অবস্থা দেখে হেসে ফেলল এরফান। কেন যেন ভাল লাগে ওর এই চৌকো গড়নের শান্ত চেহারার লোকটাকে। মানুষ চিনতে বেশি সময় লাগে না সীমান্তে। একেও মুহূর্তেই চিনে নিল এরফান।

'এখন লাগবে না,' বলল সে। 'কিন্তু পরে দরকার হতে পারে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই সবাই রাউডির ওয়্যাগনের ছোট জায়গায় ঠাসাঠাসি করে বসল। রাউডির ওয়্যাগনে মাল কম বলে কোনমতে জায়গা হয়ে গেল সবার।

বৃষ্টিতে ভেজা গম্ভীর মুখগুলোর দিকে চেয়ে আরম্ভ করল এরফান। 'উপস্থিত বন্ধুরা, আজ আমার মনে হঠাৎ করেই জেগেছে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা। আমার কথা শুনে, আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে, তোমরাই ভেবে স্থির করবে আমি মিথ্যে আশঙ্কা করছি কিনা।'

ইয়েন গোল্ডস্মিথের দিকে ফিরল এরফান। 'ইয়েন, তোমার তো তিনটে

ওয়্যাগন আছে এই ট্রেনে। আচ্ছা, মালপত্র সহ আজকের বাজারে ওগুলোর দাম কত হবে বলতে পারো?'

চুরু কুঁচকে হাত দিয়ে থুতনি ঘষতে ঘষতে মনে মনে হিসাব করতে বসল সে। হিসাব সেরে সে বলে উঠল, 'তা কম করে হলেও শুধু মালপত্রের দামই হবে দশ হাজার ডলার।'

'রডনি আর জ্যাক ওয়েস্টের আরও বেশি, কি বলো?'

'অবশ্যই। কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'তাহলে একটা মোটামুটি আন্দাজে পুরো ওয়্যাগন ট্রেইনটার মূল্য কত দাঁড়ায়–তিন লাখ ডলার?'

'আমার মনে হয় আরও বেশি হবে,' বলে উঠল ড্যান। 'প্রায় ডবল! কারণ রডনি আর ওয়েস্ট অনেক টাকার মাল সাথে এনেছে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'সুন্দর, গাছপাকা, রসাল, মিষ্টি একটা ফল–কেবল পাড়ার অপেক্ষা,...অবশ্য কারও যদি সেই মতলব থাকে!'

মুখ হাঁ করা অবস্থায়ই চিবানো বন্ধ হয়ে গেছে ডেনিসের। রাউডি মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অবাক চোখে চেয়ে রইল এরফানের দিকে।

'ভাল করে ভেবে দেখো; বেছে বেছে যাদের টাকাপয়সা আছে তাদেরই কেবল নেয়া হয়েছে দলে। আমাদের নগদ টাকা আছে কিনা তার প্রমাণ দিতে হয়েছে সবাইকে মোটা টাকায় শেয়ার কিনে। নিকের কাছে জমা রয়েছে সেই টাকা। কি ধরনের জিনিস আমাদের সাথে নেয়া উচিত সে বিষয়েও আমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে–সবই মূল্যবান দামী জিনিস। এই ওয়্যাগন ট্রেনটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ওয়্যাগন ট্রেন বানানোর চেষ্টা সফল হয়েছে!'

'বুঝেছি!' চিন্তিত মুখে বলে উঠল ইয়েন।

'এটা জেনো, আমি কারও ওপর দোষারোপ করছি না। আর এটাও ঠিক যে তোমরা যা জানো তার চেয়ে বেশিও কিছু আমি জানি না। তোমরা কেউ কেউ হয়তো জানো যে ডেডউডের আস্তাবলে একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক আমাকে সাবধান করেছিল। নিকের প্রতি আমার সন্দেহ, আর মার্ক লুকাস, নোয়েল স্পাইক, এদের মত লোকজনের এই ওয়্যাগন ট্রেনে উপস্থিতিতে আমার প্রশ্ন তোলা, ইত্যাদি সবই তোমরা জানো।

'রাউডিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো মার্ক লুকাস কি ধরনের লোক ছিল, আর সে জুলসবার্গ থেকে রওনা দেয়া কতগুলো ওয়্যাগন ট্রেন লুট হওয়ার সাথে জড়িত ছিল। এমিল ব্যাশারও ওর কথা ভাল করেই জানে।'

'আমিও শুনেছি ওর কথা,' সমর্থন করল ইয়েন।

'নোয়েল স্পাইকও এই ধরনের কাজ অনেক করেছে বলে সন্দেহ করা হয়। ওদের নিরাপত্তা বাহিনীর বাউটি জোও ওই একই ধাঁচের লোক। তোমরা লক্ষ করেছ কিনা জানি না, ওদের ওয়্যাগনগুলোতে মাল কিছুই নেই, আছে কেবল কিছু ভীষণদর্শন সশস্ত্র লোক। সেদিন আবার নিক আমাদের সবার অস্ত্র জমা নিয়ে আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টাও করেছিল।'

'তুমি কি মনে করো ওরা আমাদের সবাইকে খুন করে ইন্ডিয়ানদের হাতে

তুলে দেবে সব মাল?' প্রশ্ন করল ডেনিস।

'ওই রকমই কিছু। তবে একথা মনে রেখো যে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি কিছুই জানি না। হয়তো আমি মিছে সন্দেহ করে ওদের প্রতি অন্যায়ই করছি। আমার সবাইকে এখানে ডেকে এই আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমাদের সবাইকে সতর্ক করে দেয়া। হাওয়া যদি ওই দিকেই বয় তবে আমরা যেন সেজন্যে তৈরি থাকতে পারি--আর তা যদি না-ও হয়, তবু সতর্ক থাকতে দোষ নেই।'

পা দুটো সামনে বাড়িয়ে সোজা করে আবার ভাঁজ করে নিল সিরিল ওই ভাবে বসে থেকে পা ধরে গেছে তার। 'আমার মনে হয় আমাদের আগে থেকে সাবধান হওয়াই ভাল, রাতে গার্ড দেয়ার ব্যাপারে নিকই রোজ নিজে লোক বাছাই করে--যে কোন রাতে ইচ্ছা করলেই সে কেবল নিজের লোক রাখতে পারে গার্ডে। রাতের বেলা আমাদের ঘুমের মাঝেই কাজ সারা হয়ে যেতে পারে, বাধা দেয়ার কোন সুযোগই থাকবে না আমাদের!'

'কিংবা আমাদের যে কয়জন গার্ডে থাকবে তাদের মেরে ফেলেও কাজ সারতে পারে--এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে,' যোগান দিল রাউডি।

মাথা নাড়ল ইয়েন। 'কিন্তু আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে ব্যাপারটা--হাজার হোক ওরা আমাদের মতই সাদা লোক, আমাদেরই স্বজাতি!' প্রতিবাদ জানাল সে।

ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে একটা শব্দ করে ডেনিস বলল, 'এদের চেয়ে বরং ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস করা ভাল!'

'মিস্টার ওয়েস্টকে তো ভাল মানুষ বলেই মনে হয়,' বলল ড্যান। 'তুমি কি মনে করো তিনিও এর সাথে জড়িত?'

'মনে হয় না, তবে নিঃসন্দেহে কিছু বলাও যায় না,' বলে চলল এরফান। 'আমরা এতটুকুই করতে পারি--চোখ কান খোলা রেখে সব সময়ে সশস্ত্র আর সতর্ক থাকতে পারি। এর মধ্যে কে যে আছে আর কে নেই, তা বলা খুব মুশকিল।'

মার্ক লুকাসকে কেউ যে ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওখানে আমি থাকলে ব্যাটা কোনদিনই পালাতে পারত না। বেচারী ভিওলা এখনও মাঝে মাঝে রাতের বেলা ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁপতে থাকে।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেয়া হলো? কি কি করব আমরা?' এরফানকে জিজ্ঞেস করল ড্যান।

'আমি আগে যা বলেছি তাই--সব সময়ে সশস্ত্র অবস্থায় চোখ কান খোলা রেখে তৈরি থাকতে হবে আমাদের। তাছাড়া গার্ড লিস্টের দিকেও সতর্ক নজর রাখতে হবে। যখনই আমাদের কারও গার্ডের ডিউটি পড়বে, তাকে বাইরের সাথে সাথে ক্যাম্পের দিকেও সমান খেয়াল রাখতে হবে। আর একটা কথা, আজকের এই মীটিঙের কথা তোমরা সবাই গোপন রাখবে। আমি ঠিক করেছি রডনি কুপারের সাথেও আলাপ করব এই বিষয়ে, তবে এই পর্যন্তই, এর বেশি আর কাউকে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

কয়েক মিনিট নীরবে বসে রইল সবাই। ক্যানভাসের ওপর একটানা বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সবাই আগামীতে কি হবে সেই কথা ভাবছে। প্রত্যেকেই শেষ কপর্দক পর্যন্ত লাগিয়েছে ওরা এই প্রকল্পে। এগুলো হারানো মানেই এক একজন জীবনের শেষ সম্বল পর্যন্ত হারাবে--শুধু তাই না, সেই সাথে জীবনটাও যাবে। কারণ, এদের কেউই জীবন থাকতে লুট হতে দেবে না তাদের জীবনের সঞ্চয়।

ওরা যে পথে চলেছে এই এলাকাটা এরফানের ভাল করেই জানা আছে। বিগ হর্নসের উপত্যকায় পৌঁছানোর আগে সে তাই কোন আক্রমণ আশা করছে না। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

'আর কিছু বলার নেই আমার আপাতত,' নীরবতা ভাঙল এরফান 'তবে তোমাদের চোখে যদি নতুন কিছু পড়ে তবে তা অবশ্যই সাথে সাথে আমাকে জানাবে।'

'এমিল ব্যাশার সম্বন্ধে তোমার কি মত?' প্রশ্ন করল ইয়েন। 'ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?'

'ঠিক জানি না আমি,' স্বীকার কর এরফান। 'যদিও সে-ই প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল যে এই ওয়্যাগন ট্রেনে সন্দেহজনক কিছু আছে--তবু নিশ্চয় করে জানার আগে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।'

হঠাৎ এরফান লক্ষ করল ওয়্যাগনের ক্যানভাসটা একটা জায়গা একটু ফুলে রয়েছে--একটু আগেও জায়গাটা সমান ছিল। আঙুল তুলে সবাইকে চুপ থাকতে বলে সাবধানে পিছন দিকে এগুলো। নড়াচড়ায় ওয়্যাগনটা হয়তো সামান্য দুলে উঠেছিল, বাইরে ছপাৎ করে একটা আওয়াজ হলো। পিস্তল হাতে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরফান।

কিছুটা দূরের ওয়্যাগনগুলোর পাশ দিয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে পালিয়ে যেতে দেখল সে। গুলি করতে সাহস পেল না এরফান, কারণ ওইসব ওয়্যাগনে মহিলা আর বাচ্চারা আছে, মিস হলেই ওদের গায়ে গুলি লাগবার ভয় রয়েছে।

অন্যেরা ওর পাশে এসে জড়ো হলো। 'কে ছিল ওটা?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'অন্ধকারে চেহারা দেখতে পাইনি।' ওয়্যাগনের পাশে যেখানে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে নিচু হয়ে বসে ম্যাচ জ্বালাল। পায়ের ছাপ রয়েছে ওখানে, কিছুটা কাদায় কিছুটা পানিতে। লোকটা কয়েকবার পা সরিয়েছে বোঝা যাচ্ছে ছাপ দেখে--বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সে ওখানে। জুতোর ছাপে এমন কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না যাতে মালিককে চেনা যেতে পারে।

উঠে দাঁড়াল এরফান। তাকে ঘিরে দাঁড়ানো উদগ্রীব লোকগুলোর উদ্দেশ্যে সে বলল, 'যাক, হয়তো শত্রু না-ও হতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। এখন থেকে ঘুমে বা সজাগ অবস্থায় সবসময়েই আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

ধীরে ধীরে সবাই যে যার ওয়্যাগনে ফিরে গেল। ওখানেই দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটার ফাঁক দিয়ে দূরের বিরাট সাদা ক্যানভাসে মোড়া ওয়্যাগনটার দিকে চাইল এরফান। ওখানেই শুয়ে ঘুমাচ্ছে রাকা ওয়েস্ট।

নিজের ওয়্যাগনে ফিরে ঘুমানোর আগে দুটো পিস্তলই খুলে যত্নের সাথে

পরিষ্কার করে আবার গুলি ভরল সে। ওদের মোকাবিলা করার জন্যে এখন সম্পূর্ণ তৈরি এরফান।

সাত

এরফান জেসাপের সাথে বৃষ্টির মধ্যে ঘোড়দৌড়ের পর নিজের ওয়্যাগনে ফিরে ভিজে জামা কাপড় বদলে ফেলল রাকা। কিন্তু জামা কাপড় বদলালেও তার মনের অবস্থার কোন বদল হলো না। আজ কয়দিন থেকেই তার মনটা সব সময় কেমন যেন অশান্ত আর অস্থির থাকে।

নিজেকে বেশ ভাল মতই বোঝে রাকা। সে স্পষ্টই টের পাচ্ছে যে সেদিন ডেডউডে স্টেজকোচ থেকে নেমে এরফানকে স্যামস ইনের সামনে খুঁটিতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে দেখার পর থেকেই তার মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন এসেছে।

কি যে ঘটেছে তা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের মধ্যে এমন কিছু কথাও হয়নি যা থেকে ওরা পরস্পরকে বুঝতে পারবে বা জানতে পারবে। ওর সাথে পরিচয় হবার পর থেকেই কর্নেল ল্যাকারি আর নিকের কাছ থেকে এরফান সম্পর্কে কেবল হুল ফুটানো বাজে মন্তব্য আর বদনামই শুনে আসছিল সে। ডেডউড ছাড়ার পরে জিমের সাথে এরফানের ভাল করে পরিচয় হওয়ার আগে পর্যন্ত সে কেবল খারাপ কথাই শুনে এসেছে ওর নামে।

রাকার থেকে মাত্র এক বছরের ছোট জিম। নিজের অজান্তেই জিমের মতামত আর মন্তব্যের ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠেছে রাকা। সেদিন এরফানও বলল জিম বেশ বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন যুবক হয়ে গড়ে উঠছে। পুবের পরিবেশে মানুষ হলে যেখানে তার আট-দশ বছর সময় লাগত সমর্থ পুরুষ হতে, সেখানে সে পশ্চিমে এসে আট-দশ মাসেই তা হয়ে উঠেছে।

প্রথমে রাকাও তার বাবার মত এরফানের সাবধানবাণীকে বাজে কথা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অবচেতন মনে চিন্তাটা তার মাথায় রয়েই গেছিল। ওর সাবধানবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে চোখ কান সজাগ রেখেছিল সে। যতই দেখছে কেমন যেন একটা সন্দেহ তার মনে ততই বড় করে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে।

মার্ক লুকাসের ঘটনাটাকে সে পশ্চিমের একটা রুক্ষ পরিবেশের একটা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই মেনে নিতে পারত যদি এরফান তার বাবাকে আগে থাকতেই ওই লোকটা সম্পর্কে সাবধান না করত। তার ওপর সে নিজে নিককে একথা জানানোয় সে অভিযোগগুলো একেবারে ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এরফানের কথাই ঠিক হলো।

রাকা একা একা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াবার সময়ে লক্ষ করেছে 'ক' কোম্পানীর দলটার সাথে অন্যান্য দলগুলোর কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন তফাৎ

রয়েছে। ওই দলের সব ক'জনই কঠিন, মদে আসক্ত আর নোংরা প্রকৃতির; তাছাড়া একটা মেয়েও নেই ওদের সাথে। অথচ এই দল থেকেই নিক তার সব কয়জন লোক নিয়েছে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে।

রাকা দেখেছে এরফান তাদের নির্বাচিত পথ সম্পর্কে যে-কথা বলেছিল, অন্যেরা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলেও, ঠিক সেই বাধাই তাদের সবাইকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। আর ওই বাধা পেরিয়ে এরফানের দলের সব ওয়্যাগনই সবচেয়ে প্রথম নিচে পৌঁছেচে। সে যদি তার ব্লক ধার না দিত তবে অন্যান্যদের নিচে নামা সত্যিই কঠিন আর কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত।

পরের দিন ওয়্যাগন ট্রেনের আগে এগিয়ে গিয়ে কর্নেল ল্যাকারির সঙ্গ নিল রাকা। এর মধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে যে কর্নেলকে কেবল লোক দেখানোর জন্যে দলনেতা করে রাখা হয়েছে, ওয়্যাগন ট্রেনের সব কিছুই আসলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে নিক আর তার বাবার আদেশে।

'সুপ্রভাত, কর্নেল। বৃষ্টির পরে বাতাসটা খুব ভাল লাগছে, তাই না?'

'সুন্দর! ঠিক তোমার মতই সুন্দর আর সতেজ, মিস ওয়েস্ট। আমরা আজকে বেশ অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারব এরকম থাকলে।'

রাতের বৃষ্টির পানি শুষে নিয়েছে মাটি। দিন শেষ হবার আগেই সূর্য বৃষ্টির বাকি চিহ্নগুলোও মুছে দেবে সম্পূর্ণভাবে। পাশে চলতে চলতে কয়েকবারই প্রশ্নটা করতে গিয়েও দ্বিধা করল রাকা--কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেই বসল।

'কর্নেল,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে। 'তুমি আর এরফান এক সময়ে আর্মিতে একসাথে ছিলে না?'

মুখের ভাব একটু কঠিন হলো ল্যাকারির। জবাব দেয়ার সময়ে তার গলাটা বেশ রুক্ষ শোনাল। 'লোকটা কোনদিন আর্মিতে ছিল না। একটা অবাধ্য, অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারী সে।'

চট করে রাকার দিকে ফিরে চেয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'সে কি আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে তোমাকে?' তার স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল এবার।

'না না, সে কিছু বলেনি। কার কাছে যেন আমি শুনলাম তোমরা অ্যাপাচি এলাকায় একসাথেই ছিলে একসময়ে।'

'বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক ছিল সে। দলনেতা ছিলাম আমি। কোর্ট মার্শালের বিচারে ওকে গুলি করে হত্যা করা উচিত ছিল। যাক সে কথা···' অন্য কথায় চলে গেল ল্যাকারি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

দূরে একটা টিলার ওপর এরফানকে দেখতে পাচ্ছে রাকা। তার জেব্রা ডানটার ওপর সার্বলীল ভঙ্গিতে বসে আছে সে। রাকার কৌতূহল পুরোপুরি জেগেছে। পুরো ঘটনা জানতেই হবে তার। বাবার কাছে সে শুনেছে অসম্মানের কাজ করেছে এরফান আর নিকের কাছে শুনেছে ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল সে একটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

রাউডি রবিনের কাছে সঠিক খবর পাওয়া যাবে না কারণ এরফানের বন্ধু সে। হঠাৎ এমিল ব্যাশারের কথা মনে পড়ল তার।

রাকার সাথে আলাপ হয়নি এমিলের। নানা মুখ থেকে এমিলের সম্পর্কে

অনেক গল্পই শুনেছে সে। কিন্তু এমিল সব সময়ে দূরে দূরেই থেকেছে, কারও সাথে কথা বলার কোন আগ্রহ দেখা যায় না তার মধ্যে।

কম্যান্ডিং অফিসার এমিল সম্পর্কে রিপোর্টে লিখেছিল: এমিল মানুষ হিসেবে ভাল নয়, ভয়ঙ্কর চরিত্রের আর লোকজনের সাথে মিলেমিশে থাকতে জানে না। তবে সাহসের কথা আলাদা লোকটার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু তা তার সাহসকে কোন অংশে খর্ব করেনি।

সেই ঝড়ের রাতে ফোর্ট ফিল কার্নিতে যখন সেই কম্যান্ডিং অফিসার লারামি থেকে সাহায্য আনতে যাবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসতে বলেছিল তখন একমাত্র ওই এমিলই এগিয়ে এসেছিল সাহস করে। গলনাঙ্কের তিরিশ ডিগ্রী নিচে ছিল তখনকার তাপমাত্রা, তুমুল তুষার ঝড় হচ্ছিল, মাত্র কয়েক ফুটের বেশি নজর চলে না–কিন্তু এরই মধ্যে নির্ভুল ভাবে ঘোড়া চালিয়ে, অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে সে সন্ধ্যায় পৌঁছেছিল লারামিতে। ওখানে তখন বড়দিনের আগের রাতের উৎসবে নাচগান চলছে। ঠাণ্ডায় অর্ধেক জমে যাওয়া অবস্থায় সে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই নাচের আসরের মাঝখানে–কোনমতে তার বক্তব্য শেষ করেই জ্ঞান হারিয়েছিল। তার প্রিয় ঘোড়াটা প্রভুকে অফিসার্স ক্লাব পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তার কর্তব্য শেষ করে ওখানেই প্রাণ হারায়।

রাকা তার ফুটি দেয়া পোনি চালিয়ে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ঘোড়ার পিঠে চড়া এমিলের দিকে এগিয়ে গেল। এমিল তার নিষ্ঠুর হলুদ চোখ দুটো তুলে হাসিমুখে চাইল রাকার দিকে–ওর চোখে কৌতুক আর কৌতূহল।

'তুমি তো অনেকদিন হয় পশ্চিমে আছ, তাই না?' প্রশ্ন করল রাকা।

'তা বটে।' মাথা ঝাঁকাল এমিল।

'এর পশ্চিমে যে এলাকা আছে সব চেনো তুমি?'

'মোটামুটি চিনি, তবে রাউডি বা এরফানের চেয়ে বেশি চিনি না।'

চট করে ঘুরে তাকাল রাকা। 'ওরা কি বেঞ্জামিনের চেয়েও ভাল করে চেনে ওই এলাকা?'

সরাসরি রাকার দিকে চেয়ে মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে এমিল। মুখে মিটমিটে হাসি। 'হ্যাঁ, ওরা দুজনেই বেঞ্জামিনের চেয়ে অনেক বেশি জানে। বেঞ্জামিন দাবি করে সে শেল ক্রীক আর রটেনগ্রাসের রাস্তা চেনে···হয়তো চেনেও সে, কিন্তু এর বেশি ও আর কিছু জানে বলে আমার মনে হয় না।'

'তুমি কি কর্নেল আর এরফানের ঝগড়ার বিষয়ে কিছু জানো?'

প্রশ্ন শুনে কৌতূহলী চোখে আবার রাকার দিকে তাকাল এমিল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলল। 'বুঝতে পারছি ব্যক্তিগত কারণেই তোমার এই প্রশ্ন!'

দুই মিনিট নীরবেই পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে গেল ওরা। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে মাথা ঝাঁকিয়ে এমিল বলল, 'ওদের কাউকেই যখন চিনতাম না আমি, তখন দুজন সৈনিকের কাছে শুনেছিলাম আমি আসল ঘটনা। ওরা দুজনই সেখানে উপস্থিত ছিল।' থুতু ফেলল এমিল। 'ওই ল্যাকারি লোকটার নেতৃত্বের কোন যোগ্যতাই নেই! নিকই তার খেয়াল খুশি মত চালাচ্ছে সবকিছু। ল্যাকারি রয়েছে

শুধু চেহারা দেখাতে।'

তামাকের দণ্ড থেকে দাঁত দিয়ে কিছুটা তামাক কেটে নিল এমিল। 'অনেক দূরে, প্রায় মেক্সিকোর সীমান্তের কাছে ঘটেছিল এই ঘটনা—একেবারে অ্যাপাচি এলাকার মাঝখানে। আশিজন লোক নিয়ে কিছু দুষ্ট অ্যাপাচিকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাদের ধাওয়া করেছিল ল্যাকারি। এরফানের বয়স তখন অনেক কম—কিন্তু পশ্চিম আর ইন্ডিয়ানদের সে তখনই ভাল করে জানে।

'কিছু গোলাগুলি করে ইন্ডিয়ান দলটা একটা উপত্যকা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। ওরা চিহ্ন দেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এরফান পাহাড়ের মাথায় উঠে লক্ষ্য করল পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ানের একটা ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে নিচে ছোট ঝর্নার ধারে। ফিরে এসে ল্যাকারিকে জানাল সে, আর সাথে সাথে তাকে সাবধানও করল যে ওটা একটা ফাঁদ।

'কিন্তু কে কার কথা শোনে! ল্যাকারি হেসেই উড়িয়ে দিল ওর কথা—বলল, ওরা চেষ্টা করেই দেখুক কিছু করার, আচ্ছামত শিক্ষা দিয়ে দেব ওদের! আবার সাবধান করল এরফান, বলল, এত বেলা পর্যন্ত ক্যাম্পে থাকা বা এত খোলা জায়গায় ক্যাম্প করা ইন্ডিয়ানদের ধর্ম নয়। কিন্তু ওর কথা না শুনে ওকে কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক আর বোকা আখ্যা দিয়ে লোকজন নিয়ে দাবড়ে ছুটে গেল ল্যাকারি ওই উপত্যকার ভিতর।

'ইন্ডিয়ানদের চাতুরীর কোন জুড়ি হয় না। সৈন্যদল এগিয়ে যেতেই ছুটে পাহাড়ের ভিতর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলো ওরা। সময় থাকতে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাবার অনুরোধ করল এরফান, কিন্তু ল্যাকারি অনড়। ঘোড়া থেকে নেমে সবাইকে পজিশন নেয়ার আদেশ দিল সে। ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে খুঁজল ওরা, কিন্তু কোন ইন্ডিয়ানের দেখা পেল না। হঠাৎ কোথা থেকে কয়েকজন ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ওদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ভাল মতই আটকা পড়ল ওরা। তবু উদ্দীপনা কমল না ল্যাকারির। আস্ফালন করতে লাগল আক্রমণ করতে এলেই সবাইকে খতম করবে সে।

'ল্যাকারির মত নিরেট মাথা নয় ইন্ডিয়ানদের, ওরা আক্রমণ করল না। ওরা জানে ঘোড়া নেই, খাবার নেই, পানি নেই—বেশি দিন টিকবে না ওরা এই অবস্থায়। অবরোধ করে বসে রইল ওরা। সৈন্যদলের তিনদিকে পাহাড়, সামনে ঝর্না—ঝর্নার অন্যপাশে প্রায় দুইশো অ্যাপাচির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

'সেই রাতেই ছুরি মেরে পাঁচজনকে ঘায়েল করল অ্যাপাচিরা। সকালে ঝর্নার ধারে পানি আনতে গিয়ে পায়ে গুলি খেলো একজন। এরফানের নিষেধ না শুনে নদী পার হয়ে ওদের আক্রমণ করতে গিয়ে মরল আরও আটজন।

'ল্যাকারির মানা না শুনে পাহাড়ের ভিতর ঘুরে ঘুরে একটা বেরুবার পথ খুঁজে বের করল এরফান কিন্তু ল্যাকারি কারও কোন কথা শুনবে না, সে নির্দেশ দিল সবাই যেন যে-যার জায়গায় থাকে। প্রায় আধ-পাগল অবস্থা ল্যাকারির—ভয়ে হিতাহিত জ্ঞানও হারিয়েছে।

'চার-পাঁচজন সার্জেন্ট আর করপোরালের সাথে যুক্তি করে এরফান তাদের ওই বেরুবার পথটা দেখাল। দলের সবাই এক বাক্যে এরফানের পরামর্শ মেনে

নিয়ে রাজি হলো। সব শুনে খেপে উঠল ল্যাকারি মাথায় পিস্তল দিয়ে আঘাত করে অজ্ঞান অবস্থায় হাত-পা আর মুখ বেঁধে ফেলা হলো তার।

'এরফানের নেতৃত্বেই রাতের অন্ধকারে ওরা সবাই ওই চোরা পথ দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে আসে। সকালে পাখি পালিয়েছে বুঝতে পেরে ওরা পিছু নিয়েছিল। কিন্তু এরফানের পরামর্শে কৌশলে ওদের মোকাবিলা করে বেশির ভাগ অ্যাপাচিকেই খতম করে সৈন্যদল।'

'দুর্গে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কি হলো?' প্রশ্ন করল রাকা।

'কি আর হবে, যা স্বাভাবিক তাই হলো,' কাঁধ ঝাঁকাল এমিল। 'এরফান আর ওর সহচরদের বিরুদ্ধে বিরাট এক নালিশ ঠুকে দিল ল্যাকারি। যদিও সেই নালিশের আর কোন বিচার হয়নি। ল্যাকারিকে বদলি করে দেয়া হলো পুবের একটা পোস্টে। সেনাবাহিনী ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেদের ভুলের প্রতিকার করল।'

নদীর ধার থেকে অনেকটা সরে এসেছে ওদের ওয়্যাগন ট্রেন। রাকা সারাদিন একা অথবা জিমের সাথে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে ঘুরে কাটাল। এরফান দূর দিয়ে একা একা নিজের দলের ওয়্যাগনগুলোর সমান্তরাল ভাবেই ঘোড়া চালাল সারাদিন।

বিকেলের দিকে ওর কালো ঘোড়ায় চড়ে নিক এগিয়ে গেল রাকার দিকে। 'মনে হয় আজ আমরা বিশ মাইল যেতে পারব!' দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল নিক। বোঝাই যায় আজ কোন কারণে খুব খুশি আছে সে। 'আমরা পাউডারের দিকে যাচ্ছি এখন, ফোর্ট রিনোর কাছাকাছি কোথাও আমরা পাউডারে পৌঁছব।'

'এখন কি সৈন্য আছে ফোর্টে?'

'মনে হয়, তবে থাকলেও ওরা সংখ্যায় খুব বেশি হবে না। কাস্টার যুদ্ধের পরে আর সুরা এদিকে কোন উৎপাত করেনি কিনা, তাই।'

'একটা কথা ভাবছিলাম আমি, নিক; তুমি কখনও আমাকে শেল ক্রীকে পৌঁছে কি করবে তা বলোনি।'

'করব?' প্রশ্নটাই বুঝতে পারেনি এমনভাবে চোখ তুলে চাইল সে। 'কেমন করে···মানে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'এই ধরো আমার বাবা ঠিক করেছেন একটা ব্যাঙ্ক খুলবেন। রডনির ইচ্ছা সে একটা মনিহারী দোকান খুলবে--তা তোমার কি করার ইচ্ছা?'

'আমি? ঠিক জানি না, প্রথমে একটা দাবি রেজিস্ট্রি করতে হবে—তারপর সুবিধা মত কিছু একটা বেছে নেব।'

উত্তরটা নীরবে, কোন মন্তব্য না করেই গ্রহণ করল বটে রাকা, তবে উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না। নিক উলফের মত লোক কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই, অর্থাৎ আগে থেকে কোন প্ল্যান না করে শেল ক্রীকে যাচ্ছে এটা একেবারেই অভাবনীয়।

চলতে চলতে সে মনে মনে দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে বিচার করতে লাগল। হঠাৎ কি মনে হতেই সে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা নিক, তোমার জন্ম কোথায়?'

হেসে উঠল নিক। 'কি ব্যাপার, আজকে এত জেরা করছ যে? আমার জন্ম হয়েছিল নিউ অরলিয়ান্সে।'

'নিউ অরলিয়ান্স? এরফানের ড্রাইভারও তো ওখানকারই লোক, চেনো ওকে?'

নিকের চোখেমুখে উৎসাহের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাকার দিকে চেয়ে কাঁধ উঁচিয়ে সে বলল, 'কত লোকই তো নিউ অরলিয়ান্সে থাকে—সবাই কি সবাইকে চেনে? ওকে চিনব বলে মনে হয় না—কি নাম ওর?'

'টোনি কি যেন কি, জানি না আমি।'

শুকনো প্রান্তরেই বিকেল বেলা ক্যাম্প করতে হলো ওদের। নদীটা ছেড়ে আসার পর এটাই তাদের প্রথম ক্যাম্প। গতরাতের বৃষ্টির ফলে এক জায়গায় কিছুটা পানি জমা হয়েছিল, এরফান তার ষাঁড় আর ঘোড়াগুলোকে নিয়ে সেখান থেকে পানি খাইয়ে আনল। ডেনিস আর ইয়েন ওদের পশুগুলোকে পানি খাওয়াতেই পানি শেষ হয়ে গেল। কিছু ঘোরাঘুরির পরে ওরা আরও দুটো জায়গায় পানি খুঁজে পেয়ে অন্য পশুগুলোকেও পানি খাওয়াল।

বিকেল থেকে ওদের যাত্রা পথ ধীরে ধীরে কঠিন হতে আরম্ভ করল। রাতে একটা জলার ধারেই ওরা ক্যাম্প করল বটে, কিন্তু জলার পানি সবুজ শেওলায় পুরু হয়ে আছে—পানি পান করার অযোগ্য।

সকালে ওদের পথ আরও দুর্গম হয়ে উঠল। বাধ্য হয়েই কয়েকটা জায়গায় তাদের ঘুরে যেতে হলো। মাত্র চোদ্দ মাইল এগিয়েই দিনের শেষে ওরা শুকনো জায়গাতেই ক্যাম্প করল। এরফান তার দলের পানি কৃপণের মত হিসাব করে খরচ করল। অন্য দলগুলো ঘুরে সে দেখল তাদের অবস্থা আরও খারাপ।

ঘোড়া আর ষাঁড়গুলো সারাদিন গরমের মধ্যে বোঝা টানার পর পানি না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্টেন চারজন মীটিং করে চাঁদের আলোয় রাত একটার সময়ে আবার যাত্রা শুরু করল। কঠিন পথ, ভাল টানতে পারছে না জন্তুরা।

ওদের সবারই এখন একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পানি। ব্যারেলে যা পানি ছিল তা প্রায় সব শেষ। ঘণ্টা দুই পরে একটু ভাল রাস্তা পেয়ে ওদের চলার গতি কিছুটা বাড়ল। ভোর চারটার দিকে পামকিন বাটসে পৌঁছল ওরা। ওয়েস্টের কোম্পানীর কয়েকজন জলাশয় থেকে ফিরে এসে জানাল যে চিরতার মত তেতো ওই পানি। সকালে কফি ছাড়াই নাস্তা সেরে আবার রওনা হলো ওরা।

দুপুরে আবার থামল। এখানেও কোন পানি নেই। রডনি তার দল ছেড়ে এগিয়ে এল। ধপ করে এরফানের পাশে বসে পড়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'আর কত দূর গেলে পানি পাওয়া যাবে?'

'ফোর্ট রিনোর আগে তো আর আমি পানি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না। নদীর ধারে ওটা; ওখানে পৌঁছতে আমাদের আরও পুরো একদিন তো লাগবেই, একটু বেশিও লাগতে পারে। তোমার জীবগুলো টিকবে তো এতক্ষণ?'

'জানি না, হয়তো টিকবে। কিন্তু এর পরে কি? এই ওয়্যাগন ট্রেইনের কারবার আর আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমারও না!' ওকে সমর্থন করে বলে উঠল ডেনিস। প্লেটে আর কিছু সিমের বীচি তুলে নিয়ে সে আবার বলল, 'এখনই আলাদা হয়ে যাবার পক্ষপাতি আমি—একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।'

মাথা নাড়ল ইয়েন। 'এখনও সময় হয়নি। এত জলদি সরাসরি একটা বিরোধের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। দেখাই যাক না কি হয়।'

'যদি জানতাম লোকটা কে!' বেশ জোরেই স্বগতোক্তি করল এরফান। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ও একজন গানফাইটার।'

টোনি একটু নড়েচড়ে উঠল। 'কেবল টেক্সাসের ট্রেইলেই সব পিস্তলবাজের জন্ম নয়, আরও জায়গা আছে। নদীর স্টীমারগুলোর কথা ভেবেছ?'

টোনির দিকে ফিরে বসল এরফান। 'স্টীমারের জুয়াড়ীদের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, ওদের মধ্যে কিছু আছে খুব চৌকস। নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্করও! ডিক রাইডারের নাম শুনেছ, কিংবা সিম বয়েন?'

চমকে মুখ তুলল ডেনিস। 'আমি শুনেছি ওর কথা! ন্যাচেস ট্রেসের খুনী। খুব জঘন্য ধরনের লোক।' চিন্তিত চোখে টোনির দিকে চাইল ডেনিস। 'তুমি কি ওদিককার লোক?' প্রশ্ন করল সে।

'বলতে পারো। ট্রেসের ধারেই আমার ছেলেবেলা কেটেছে।'

'রাইডার আর বয়েন সম্পর্কে কি বলছিলে?' উদগ্রীব স্বরে জানতে চাইল এরফান।

'দুজনেই খুনী ওরা। ওদের কে যে কার চেয়ে বেশি খারাপ বলা ভার। যুদ্ধের সময়ে বেশ কিছু টাকাপয়সা আসাযাওয়া করত ট্রেসের ওপর দিয়ে। ষোলো বৎসর বয়সেই সিম বয়েন যাত্রীদের খুন করে মালপত্র লুট করা আরম্ভ করে।

'নিউ অরলিয়ান্সে গিয়ে হাজির হয় সে শেষ পর্যন্ত। ওখানে একটা জুয়ার আড্ডায় ভাড়াটে গানম্যান হিসেবে কাজ নেয়। পরে সে নিজেই জুয়ার মধ্যে ঢোকে। যুদ্ধের সময়ে কিছুকালের জন্যে সে দক্ষিণ আমেরিকায় গেলেও পরে ঠিকই আবার ফিরে এসে ডিক রাইডারের সাথে একজোট হয়ে খুন আর রাহাজানি করে। এরপর যুদ্ধের শেষে আর ওদের দেখা যায়নি।'

বিকালের দিকে দিগন্তরেখায় বড় বড় পাহাড় দেখা দিতে আরম্ভ করল। তার স্বভাব মত এরফান দূর দিয়ে ঢিবিগুলোর ওপর দিয়ে চলছিল। দিনের মধ্যেই দুবার তার চোখে পড়ল সদ্য তৈরি ঘোড়ার পায়ের ছাপ। ইন্ডিয়ান পোনির পায়ের ছাপ। সংখ্যায় ওরা মোট জনা চল্লিশেক হবে। মাত্র এই কয়েকজনে ওরা ওয়্যাগন ট্রেনটা আক্রমণ করবে না বটে, কিন্তু গরু-ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে পড়া কাউকে আচমকা হামলা করে মেরে ফেলা--এসবের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বিগ হর্নসের চূড়াগুলো সাদা বরফে ঢাকা। রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। ঘন ঘাস আর নেই এখানে, বেশ ধুলো উড়ছে। রোদে বাতাসটাও গরম হয়ে উঠেছে এখন। ষাঁড়গুলো পুরো শক্তি লাগিয়ে টানছে ওয়্যাগন। খারাপ পথ দিয়ে ধীর গতিতে এগুচ্ছে ওরা।

জ্যাক ওয়েস্ট তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল এরফানের দিকে। তার মুখটা ধুলোবালিতে মলিন আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পরাজিতের মত মাথা নেড়ে সে বলল, 'এখন বুঝতে পারছি তোমার কথা শোনাই আমাদের ভাল ছিল। তুমি যে স্টোন কাপ স্প্রিঙের কথা বলেছিলে, সেটা এখান থেকে কতদূর?'

'অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা, ওটা এখন আমাদের উত্তর দিকে মাইল

চল্লিশেক দূরে। এখন নদীটার দিকে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের উচিত হবে। ডান দিক ঘেঁষে চললে আমরা পোর্ট রিনোর কাছাকাছি কোথাও ওটার দেখা পাব।'

জ্যাকেটের হাতায় ভুরু মুছল জ্যাক। 'ওই পাহাড়টা দূর থেকে ভালই দেখাচ্ছে; ওখানে গাছগাছড়া আছে তো?'

'পৃথিবীর সেরা পাইন গাছের সারি আছে ওখানে। আরও আছে প্রচুর ঘাস আর পানি। চমৎকার এলাকা ওটা।'

'রাকা বলছিল তুমি নাকি ওখানে একটা র‍্যাঞ্চ করার ইচ্ছা রাখো?'

'হ্যাঁ, ঢালের ওপাশে চমৎকার কিছু জায়গা আছে; ওখানকার কিছু ইন্ডিয়ানকেও আমি চিনি, কোন ঝামেলা হবে না আমার।'

'কিন্তু বিক্রির কি ব্যবস্থা? মার্কেট আছে?'

'অন্তত বছর দুই আমার সে-চিন্তা নেই। আমার খামার আমি প্রথমে ভরে তুলতে চাই বিভিন্ন পশুতে। তারপর দরকার হলে পশ্চিম মন্ট্যানার মাইনিং শহরগুলোতে বাড়তি সবকিছুই স্বচ্ছন্দে বিক্রি করতে পারব আমি।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না।'

'ওখানে পৌঁছে ঘরবাড়ি তৈরির কাজ শেষ হলেই আমি শাইয়্যানে গিয়ে সরবরাহের জন্যে ওখানকার গরু-মহিষের কারবারীদের সাথে ব্যবস্থা করে আসব। খরায় বা অত্যধিক ঠাণ্ডায় মারা না গেলে এই ব্যবসাটা খুব লাভের।'

ঘোড়া ছুটিয়ে লুথার হাজির হলো ওদের ওখানে। ওর মুখ দেখেই এরফান বুঝল কিছু একটা গোলমাল বেধেছে।

'এই ওয়্যাগন ট্রেইনে এসব কি চলেছে, জ্যাক?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল সে। 'ওদিকে লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে!'

'ব্যাপারটা কি, কি হয়েছে?' ঘোড়ার ওপর বসেই জ্যাক ঘুরে দেখল তার কোম্পানী থেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একখানে কয়েকটা ওয়্যাগন আর লোকজনের জটলা দেখা যাচ্ছে।

'হিরাম ম্যাক্সওয়েলকে সাথে করে এনে পল ডোভারম্যানের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে নোয়েল!' একটু দম নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লুথার। 'আজ সকালে পলের অজান্তে নোয়েল তার ওয়্যাগনে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে দেখে পল বাধা দেয়; প্রথমে দুজনে তর্কাতর্কি, পরে মিনিট তিন-চার মারামারিও হয়। পলের সাথে লাগতে যাওয়াই নোয়েলের ঠিক হয়নি, নিজের দোষেই মার খেয়েছে সে। কিন্তু একটু আগে হিরামকে সাথে করে এনে ওর পিস্তল কেড়ে ওকে নিয়ে গেছে নোয়েল।'

ঘোড়া ছুটিয়ে ওয়্যাগনগুলোর দিকে গেল ওরা। উদ্বিগ্ন ভাবে লক্ষ করল এরফান যে অন্যান্য কোম্পানীর লোকজন এগিয়ে গেলেও নিকের দলের লোকগুলো যেন ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে রয়েছে। রডনি বা তার নিজের দলের কেউ এখনও এই গোলমাল টের পায়নি।

ওরা পৌঁছে দেখল পল মাটিতে শোওয়া, মাথার কাটা ক্ষতটা থেকে রক্ত ঝরছে ওর। পাশেই দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী কাঁদছে। নিকের একজন লোক জোর করে ধরে রেখেছে তাকে; স্বামীর কাছে যেতে দিচ্ছে না। নোয়েল পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে

আছে পলের মাথার কাছে, মুখের ভাব ক্ষিপ্ত।

'কি হচ্ছে এখানে?' কড়া সুরে জানতে চাইল জ্যাক ওয়েস্ট।

হিরাম মুখ তুলে চাইল। জ্যাক, লুথার আর এরফান সবাইকে একে একে দেখল সে। এরফানকে দেখে তার মুখটা একটু গম্ভীর হলো—ঠোঁট দুটো আরও একটু পাতলা হলো তার।

'আইন রক্ষা করা হচ্ছে,' সরাসরি জবাব দিল হিরাম। 'নোয়েল আমার আদেশে পলের ওয়্যাগনটা চেক করে দেখছিল, পল ওকে ধরে মার লাগিয়েছে।'

'তোমার আদেশে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠল জ্যাক ওয়েস্ট। এরফানও একটু চমকে উঠল তার এই নতুন রূপ দেখে। নম্র, ভদ্র চেহারা মিলিয়ে গিয়ে বজ্র-কঠিন হয়ে উঠেছে জ্যাকের মুখ। 'এই আদেশ দেয়ার কী কারণ ছিল তোমার, হিরাম? এই কোম্পানীর নেতা আমি, কোন নালিশ থাকলে আমাকে জানানো উচিত ছিল তোমার!'

হিরামের দিকে চোখ ফিরাল এরফান। লোকটা স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করছে। জ্যাকের দিকে একনজর চেয়েই বোঝা যায় যে ভীষণ রেগেছে সে, আর তার ব্যক্তিত্ব হেলায় তুচ্ছ করা যায় না।

'ও চুরি করেছে বলে নালিশ এসেছে, নোয়েল চোরাই মালের খোঁজ করছিল ওর ওয়্যাগনে,' জবাব দিল হিরাম।

'পল ডোভারম্যানের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ?' বিস্ময়ে আর রাগে ফেটে পড়ছে জ্যাক, 'হিরাম ম্যাক্সওয়েল, এটা তোমার কি ধরনের রসিকতা বুঝলাম না। পলকে আমি বিশ বৎসর ধরে চিনি, ওর চেয়ে সৎলোক আমি আর একটা দেখিনি!' ঝট করে নোয়েলের দিকে মাথা ফেরাল এবার জ্যাক। 'ওই পিস্তলটা খাপে ভরে এই মুহূর্তে বিদেয় হও তুমি এখান থেকে!' ধমকের সুরে আদেশ করল সে।

'এক মিনিট!' প্রতিবাদ করে উঠল হিরাম। 'এই ওয়্যাগন ট্রেনের আইন শৃঙ্খলার ভার আমার ওপর! আমার আদেশ অনুযায়ী চলবে নোয়েল!'

'বেশ! তুমিই তবে আদেশ করো ওকে বিদায় হতে!' জ্যাকের দুই চোখে আগুন ঝরছে। হিরাম যে একজন নাম করা ভয়ঙ্কর গানফাইটার তা জ্যাকের জানা থাকলেও তার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পেল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এরফান ভাবল: এই লোকের পক্ষে নরকে গিয়ে ইবলিসের গালে দাড়ি লাগিয়ে তাকে কয়লার আগুন খাওয়ানোও সম্ভব!

মাত্র একমুহূর্ত ইতস্তত করল হিরাম। তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে তার দলের কম করে হলেও বিশজন লোক। বিপক্ষে ওরা মাত্র তিনজন।

কিন্তু হিরাম বোকা নয়—সে জানে আগামীকালই ওরা ফোর্ট রিনোতে পৌঁছবে, সরকারি সৈন্যদল আছে সেখানে।

'যথেষ্ট হয়েছে নোয়েল, যাও নিজের ওয়্যাগনে ফিরে যাও!' আদেশ করল হিরাম।

শূন্য দৃষ্টিতে হিরামের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নোয়েল। নিজের কানকেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর একটা গাল বকে পিস্তলটা খাপে ভরে

পিছিয়ে গেল সে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পল। 'নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না তোমার? নিজে মার খেয়ে গিয়ে দাদাকে ডেকে আনো? শাড়ি পরো না কেন তুমি?'

'কথা বাড়িও না পল, চলে এসো!' বলেই হিরামের দিকে ফিরল জ্যাক। 'ভবিষ্যতে যদি আমার কোম্পানীর কোন লোকের বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলার থাকে সেটা সরাসরি আমাকে জানাবে। কোন ওয়্যাগন সার্চ করার দরকার থাকলে আমি নিজে উপস্থিত থেকে সেটা করব।'

'আমার কোম্পানীর বেলাতে আমিও সেরকমই আশা করব,' শান্ত গলায় ঘোষণা করল এরফান।

এরফানের কথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে তাকাল হিরাম। চোখে চোখে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। সাপের মত ঠাণ্ডা ভয়ঙ্কর চোখ—তৈরি সে। এরফান সম্পূর্ণ সহজ শিথিল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। কিন্তু তার চোখ দুটো রয়েছে সতর্ক, জাগ্রত।

'হয়তো,' বলল হিরাম। 'তোমার সাথে একটা বোঝাপড়া হবে আমার একদিন!'

'হয়তো তাই, হিরাম,' হাসি মুখেই জবাব দিল সে, 'হয়তো তাই! কিংবা এমনও হতে পারে যে নিজে থেকেই তুমি বুঝবে স্বেচ্ছায় কোন্ রসাতলে গিয়ে কাদের সাথে হাত মিলিয়েছ তুমি।' লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল এরফান। তারপর আবার হিরামের দিকে ফিরে বলল, 'আমার ধারণা, আসলে যে তোমার ভেতরটা কতখানি সৎ, সে-খবর অনেকেই রাখে না।'

পলের ওয়্যাগনে কি করতে ঢুকেছিল নোয়েল? ছিঁচকে চুরি নিশ্চয়ই ওর উদ্দেশ্য ছিল না। তবে কি খুঁজছিল সে?

সন্ধ্যার দিকে পিছনের হালকা ওয়্যাগনটার দিকে গেল এরফান। এখনও ওরা ওদের পিছন পিছনই আসছে। ক্রিস অ্যাডামস আর তার ভাইকে ড্রাইভিং সীটে পাশাপাশি বসা দেখতে পেল সে।

'ফোর্ট রিনোর দিকে যাচ্ছি আমরা,' জানাল এরফান। 'রাত বারোটার দিকে আমরা ওখানে পৌঁছব আশা করা যায়। ওখান থেকে আমাদের দলটার সাথেই তো যেতে পারো তোমরা, দলের সবাই খুশি হয়েই গ্রহণ করবে তোমাদের।'

মাথা নাড়ল ক্রিস। এরফানের মনে হলো ওর বয়স বিশের বেশি মোটেও হবে না, আর ওর ভাই, মানে ওর পাশের জন যদি সত্যিই ওর ভাই হয়ে থাকে, ওর বয়স আরও কম। 'না, আপনার সৌজন্য প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা এই বেশ আছি,' জবাব দিল ছেলেটা।

'তাহলে ইন্ডিয়ানদের উৎপাত ঠেকাতে চোখ কান সব সময় খোলা রেখো, এটা হচ্ছে বোজিম্যান ট্রেইল। সু ইন্ডিয়ানরা সাদা মানুষের এদিকে আসাটা পছন্দ করে না। এখন ওরা ওপরে ওপরে পরাজয় স্বীকার করে নিলেও কাউকে একা পেলে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে মেরে ফেলে।'

'সাবধান করে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, সতর্ক থাকব আমরা।'

এরফান ফিরে এল নিজের দলের মাঝে। একটা জিনিস কিছুতেই মাথায়

ঢুকছে না তার, ক্রিসের ভাই যদি সত্যিই মেয়ে হয় তবে দলের সাথে ভিড়ে অন্যান্য মেয়েদের সাথে থাকায় তার এত আপত্তি কেন–বিশেষ করে মার্ক লুকাসের ঘটনার পর?

রাত বারোটার কিছু পরেই ওয়্যাগন ট্রেন থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে চলতে চলতে ফোর্ট রিনোর আলো চোখে পড়ল এরফানের। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনে ফিরে এল সে। খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছে পিপাসার্ত আর ক্লান্ত জানোয়ারগুলো। মাঝ পথে এরফান একটা ছোট গর্তে কিছুটা পানি খুঁজে পেয়ে তাই দিয়ে ওদের নাক-মুখ কাপড় ভিজিয়ে পরিষ্কার করে একটু সিক্ত করে না দিলে এতদূর ওরা চলতে পারত কিনা সন্দেহ। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ক্লেশের সাথে আগে বাড়ছে এক একটা ওয়্যাগন। ড্রাইভার সবাই ওয়্যাগনের পাশে পাশে হাঁটছে।

রাকা পর্যন্ত ওয়্যাগনের ভার কমানোর জন্যে ঘোড়ায় চড়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে এরফান একটা ওয়্যাগনের চাকা কাঁধ দিয়ে ঠেলে পাথরের ওপর দিয়ে পার করাবার সময়ে রাকা তার পাশে এসে হাজির হলো।

'আর কত দূর?' প্রশ্ন করল সে।

'এই তো, প্রায় এসে গেছি। ওই উঁচু জায়গাটা পার হলেই দেখা যাবে। কপাল ভাল যে এর পরের পথটুকু উতরাই, নইলে আমরা পৌঁছতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'আব্বার দলের দুটো ওয়্যাগন থামানো হয়েছে। গত তিন-চার মাইলে বেশ কয়েকটা ওয়্যাগন বিভিন্ন জায়গায় থামতে বাধ্য হয়েছে।'

কিছুদূর এগিয়ে ঢালের মাথায় গিয়ে বাড়িঘর নজরে পড়ল ওদের। পানি ছাড়া পঞ্চান্ন মাইল এসেছে ওরা।

কয়েকজন সামরিক পোশাক পরা ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওদের অফিসার ঘোড়া থামিয়ে এরফানকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এই দলটার নেতা?'

'শুধু একটা শাখার নেতা আমি–পুরো দলটার নেতা কর্নেল ফ্রেড ল্যাকারি।'

জবাব শুনে হা হা করে হেসে উঠল লোকটা। 'কি নাম বললে? কর্নেল ল্যাকারি?' আর এক দফা প্রাণভরে হেসে নিল সে। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'যাহোক, আমাদের নির্দেশ আছে এই ওয়্যাগন ট্রেনটা ভাল করে তল্লাশী করার–আমরা ফিওনা প্যাট্রিক নামে একটা মেয়েকে খুঁজছি, খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে তাকে!'

আট

'ফিওনা প্যাট্রিক?' কাঁধ ঝাঁকাল এরফান, 'চিনি না আমি–নামও শুনিনি কোনদিন। যাকগে, কর্নেল ল্যাকারি নিশ্চয়ই সবরকম সাহায্য করবে তোমাদের।' একটু ইতস্তত করে এরফান আবার বলল, 'খুনের দায়ে বলছিলে না? কি হয়েছিল?'

'সেইন্ট লুই-এর ঘটনা। ডেডউড পর্যন্ত তার খবর পাওয়া গেছে, কিন্তু তারপরেই নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

'সেনাবাহিনী কবে থেকে পুলিশের কাজ নিল?' হাসতে হাসতে যুবক অফিসারকে প্রশ্ন করল এরফান।

'এখানে সবকিছু সেনাবাহিনীকেই দেখতে হয়।' এরফানের দিক থেকে রাকার দিকে চোখ ফেরাল অফিসার। 'আমার নাম লেফটেন্যান্ট হার্ট। রুবেন হার্ট।'

'আমার নাম জেসাপ--পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি হচ্ছেন মিস রাকা ওয়েস্ট।'

'মিস?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল অফিসারের মুখ। 'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তোমরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী। চেহারা দেখে আমার তাই...'

'না, না, আমার চোখের ওপর কাটা দাগটা মুষ্টিযুদ্ধের ফল!' বাধা দিয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে জবাব দিল এরফান, 'কাপ, তশতরী বা প্লেটের আঘাত নয়!'

'স্যার?' লেফটেন্যান্ট হার্টের পিছন থেকে মোটা মত লোকটা হঠাৎ কথা বলল।

'কি হয়েছে, সার্জেন্ট?' ওর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল রুবেন হার্ট।

'ইনিই সেই এরফান জেসাপ, স্যার।'

চট করে ভাল করে সার্জেন্টের দিকে চেয়ে দেখল এরফান। ওকে সে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে হলো না। কিন্তু নামটা শুনেই আবার রুবেন ফিরল এরফানের দিকে।

'মাফ করবেন, নাম শুনে প্রথমে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি, স্যার। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি। ফোর্ট রিনোতে আপনার অনেক ভক্ত আর বন্ধুর দেখা পাবেন আপনি।'

'ওসব "আপনি" আর "স্যার" বাদ দাও, আমাকে এরফান আর তুমি করেই সম্বোধন কোরো।'

'ধন্যবাদ! সম্মানিত বোধ করছি আমি, এরফান।' ওকে বন্ধু ভাবে পেয়ে যে রুবেন খুব খুশি হয়েছে বোঝাই রাকার দিকে ফিরে এবার রুবেন বিনীত ভাবে বলল, 'আশা করি তুমি আমাদের সাথে কয়েকটা দিন অন্তত থাকবে। আমরা রিনোতে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার কোন সুযোগই পাই না।'

আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে। অন্ধকার পিছু হটে পশ্চিমের বরফের টুপি পরা পাহাড়টার দিকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। বাতাসটা নির্মল আর ঠাণ্ডা। নীরবে এগিয়ে যাচ্ছে এরফান, রাকা তার সাথে সমান তাল রেখে পাশে পাশে চলেছে। নদীর কাছে এসে থামল ওরা। ঘোড়া দুটো হাঁটু পানিতে নেমে নাক ঝাড়ছে আর তৃপ্তির সাথে পানি খাচ্ছে।

'জানো,' হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল এরফান। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় অন্য কোন পরিবেশে আমাদের পরিচয় হলে ভাল হত।'

মুখ তুলে চাইল রাকা তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম পরিবেশ?'

'এই ধরো তুমি যে শহর থেকে এসেছ সেখানে··· তোমাদের বাসায়···কোন নাচের আসরে···বা অন্য কোন বাসায়। এইভাবে, মানে প্রথম থেকেই সবকিছু আমার বিরুদ্ধে। যত কথা তুমি শুনেছ আমার সম্বন্ধে···তোমার বাবার আমাকে অপছন্দ করা···সবই আমার বিপক্ষে।'

'হয়তো কিছু এসে যায় না তাতে।'

'হতে পারে, কিন্তু এগুলো আমাদের অজান্তেই বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের পথ চলা শেষ হতে চলেছে। তখন, কিংবা তারও আগে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

'তোমার এখনও মনে হয় গোলমাল বাধবে কিছু?'

'শুধু কিছু না, অনেক। আমার মনে হয় যেদিন আমরা ফোর্ট রিনো ছাড়ব সেদিন থেকেই বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করবে।'

'তুমি তো জানো, আমি মোটেও তা মনে করি না?'

'তা জানি আমি। তোমার অনুভূতিটাও আমি বুঝতে পারি। আসলে তোমার বাবাকে আমার সাবধান করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে যেন তোমাকে সাথে না আনে। অবশ্য তোমার আসাতে আমি খুশিই হয়েছি—সত্যি কথা বলতে কি তুমি এসেছ বলেই আমি এসেছি।'

টুপিটা ঠেলে একটু উপর দিকে তুলে দিল এরফান। ভোরের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রাকা এরফানের মুখ। ওর চোখ দুটো চিন্তাশীল, গম্ভীর—কিন্তু তার পিছনেও রয়েছে যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমির চমক। এই চোখই তাকে মোহিত করেছিল প্রথমে স্যামস ইনের সামনে, পরে তাদের টেবিল ছেড়ে যাবার সময়ে।

'মানে, তুমি কেবল আমার কারণেই এসেছ?'

'অবশ্যই!' তামাক বের করে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল এরফান। 'হয়তো এমনিতেও আসতাম আমি—কিন্তু আসলে পোল ক্রীকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি, সেই কারণেই আমার আসা।'

'পোল ক্রীক, মানে, ওই স্টেজ স্টেশনে?'

'হ্যাঁ, তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' সিগারেট ঠোঁটে লাগাল এরফান। 'বুঝে নিয়েছি আমার জন্যেই তোমার সৃষ্টি—দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেলেও তোমাকে আমার চাই-ই।'

মুখ তুলে চাইল রাকা। 'এটা তুমি কি করতে চাও তার বিবরণ নাকি বিয়ের প্রস্তাব?'

'না, প্রস্তাব আমি দিচ্ছি না। ওসবে বিশ্বাস নেই আমার। একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করার চেয়ে তাকে জানিয়ে দেয়া অনেক ভাল। তাতে তাদের অনেক ভাবনা চিন্তা বেঁচে যায়। মেয়েরা এমন ধরনের মানুষ যে মনে মনে সম্পূর্ণ রাজি থাকলেও প্রথমে তাদের "ভেবে দেখি" কিংবা "না" বলাই চাই। তার চেয়ে তাদের সরাসরি জানিয়ে দেয়াই ভাল।'

'তাদের কি এ সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকতে পারে না?'

'অবশ্যই না!' হেসে বলল এরফান। 'সুযোগ পেলে শুধু কিছু কেন অনেক

কিছুই বলবে ওরা—কিন্তু সে-সুযোগ দিচ্ছে কে?'

'তা মেয়েদের সম্পর্কে এত কিছু কোথা থেকে শিখলে তুমি?' প্রশ্ন করল রাকা। তারপর ঝোঁকের মাথায় যোগ করল, 'ফিওনা প্যাট্রিকের কাছ থেকে?'

চমকে ঘুরে তাকাল এরফান। 'কার থেকে?'

'ফিওনা প্যাট্রিক···যে মেয়েটা পিছনের ওয়্যাগনটাতে আমাদের অনুসরণ করছে!'

'ওর সম্পর্কে তুমি যা জানো তার চেয়ে বেশি একফোঁটাও জানি না আমি।' কিন্তু কথাটা রুবেন বলার সাথে সাথেই খেয়াল হয়নি কেন তার? 'তার নাম যদি ফিওনা প্যাট্রিক হয়ে থাকে তবে তা এখনই প্রথম জানলাম আমি।'

'আমাকে বিশ্বাস করতে বলো তুমি এ কথা?'

'সত্যি কথাই বললাম আমি, বিশ্বাস করা না করা সেটা তোমার ইচ্ছা।'

'কথাটা যদি সত্যি না হবে তবে ওয়্যাগন ট্রেনের অর্ধেক লোক ওকথা বলবে কেন?'

ভিতরে ভিতরে রেগে উঠছে এরফান। কিন্তু রাগ চেপে রেখে সে বলল, 'নিক যে আমার নামে বদনাম ছড়াচ্ছে তাতে মোটেও আশ্চর্য হচ্ছি না আমি।'

'নিককে তুমি ভুল বুঝছ, এরফান জেসাপ! সে আমার কাছে তোমার নামে কখনও কোন বদনাম করেনি। আর ওর সম্পর্কে তোমার মনের নোংরা সন্দেহ প্রমাণ করার মত কোন কারণও ঘটায়নি সে। আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানি কারণ ওর সাথে অনেক মিশেছি আমি। ভুল করছ তুমি, এরফান। নিক সবরকম অর্থেই একজন চমৎকার ভদ্রলোক!'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।' শান্ত গলায় স্বীকার করল এরফান। 'কিন্তু তাই যদি হয় তবে বুঝব আমার মানুষ চেনার এতদিনকার সহজাত ক্ষমতা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

'আসলে প্রথম থেকেই তোমরা দুজনে দুজনকে দেখতে পারো না, তাই এমন ভাবছ। নিকের কোন দোষ দেখি না আমি—আমার মনে হয় ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে খুব ভাল মতই পরিচালনা করছে সে। বাবাও অনেক প্রশংসা করেন তার।'

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। একটা নাম না জানা পাখি ডেকে উঠল। পায়রার 'বকবকুমকুম' ডাক শোনা যাচ্ছে ঝোপের আড়ালে। দূরে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ওয়্যাগন ট্রেইনের লোকজনের। নিজের নিজের গরু-ঘোড়াকে পানি খাওয়াচ্ছে ওরা।

'ওই ওয়্যাগনের একজন যদি সত্যিই ফিওনা প্যাট্রিক হয়,' অন্যমনস্ক চিন্তিত মুখে বলল এরফান, 'তবে বেন ক্যালডার নিশ্চয়ই জানবে সেকথা। ওরা যে এখন কোথায় আছে আর বেনই বা কতটুকু জানে তাই ভাবছি।'

'তুমি কি ওদের সাবধান করে দেবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল এরফান। 'লেফটেন্যান্ট হার্ট হয়তো এতক্ষণে ওদের খুঁজে বের করে ফেলেছে—কিংবা চিনতেই পারেনি, কে জানে? কেন যেন আমার ওদের দুজনকে ভালমানুষ বলেই মনে হয়েছে। বাচ্চা—দুজনেই নেহাতই ছোট। ওদের একজনকে মেয়ে বলে চেনার উপায় নেই। মার্ক লুকাস অবশ্য ওদের একজনকে

মেয়ে বলেই ধারণা করেছিল–কিন্তু আমি বুঝিনি।'

কোন মন্তব্য না করেই কথাগুলো শুনে গেল রাকা। তাকে বিশ্বাস করানোর জন্যেই কথাগুলো বলা হচ্ছে, নাকি আসলেই কথাগুলো সত্যি, ঠিক বুঝতে পারছে না সে। গল্পটা প্রথমে সে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু ওয়্যাগন ট্রেনের অনেকের কাছে একই কথা শুনেছে সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করল, 'এরফান, তুমি কি সিম বয়েন বলে কারও নাম শুনেছ?'

চমকে ঘাড় ফেরাল এরফান। 'সিম বয়েন? এই নাম তুমি কোথায় শুনলে?'

'লোকটা কে, কি করে ও?'

ভুরু কুঁচকে চাইল সে রাকার দিকে। 'ওয়্যাগন ট্রেনের ক্যাম্পফায়ারের ধারেই গল্প শুনতে আরম্ভ করেছ আজকাল? সিম বয়েন হচ্ছে একজন ভয়ানক ধরনের হত্যাকারী আর খুনী। ন্যাচেস আর নিউ অরলিয়ান্সে এখনও লোকজন তার নামে ভয়ে কাঁপে।'

একটু নাক সিটকে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো রাকা। একটু দূরে গিয়েই এরফান ধরে ফেলল তাকে। 'ওই নামটা তুমি কোথায় শুনেছ সেটা জানা আমার বিশেষ দরকার,' বলল এরফান।

কয়েক সেকেন্ড ওর চোখে চোখে চেয়ে রইল রাকা। 'এরফান,' বলল সে। 'আমি শুনেছি সিম বয়েন এই ওয়্যাগন ট্রেনেই আছে। তার সাথে আরও একজন আছে যার নাম ডিক রাইডার। আর তারা দুজনেই আছে তোমার কোম্পানীতে!'

'শোনো, রাকা···!' তাজ্জব বনে গেছে সে। তারই কোম্পানীতে? কিন্তু কে হতে পারে···? 'রাকা, আমি জানতে চাই কোথায় কার কাছে একথা শুনেছ তুমি।'

'সেদিন রাতে আমি একটা ওয়্যাগনের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে শুনলাম দুজনে কথা হচ্ছে। তাদের একজন বলল সে ডিক রাইডারকে চেনে আর সে তাকে দেখেছে তোমার কোম্পানীতে। সে আরও বলল সিম বয়েনও ধারে কাছেই আছে। তারপর সে সিম বয়েনের পুরো বর্ণনা দিল।'

'বর্ণনা দিল? কি বলেছিল সে, মনে আছে তোমার?'

'আছে। খুব ভাল মতই মনে আছে–কিন্তু তা শুনে তোমার কি লাভ? তুমি নিজেই তো সিম বয়েন–তাই না?'

আর দেরি না করে ঘোড়া ছুটিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হলো সে। শূন্য দৃষ্টিতে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল এরফান তার গমন পথের দিকে।

বসে বসে সিগারেট ফুঁকছিল এরফান। নদী পার করে ওয়্যাগনগুলোকে গোল করে দাঁড় করিয়ে ক্যাম্প করা হয়েছে। রডনি তার সব কাজ সেরে এগিয়ে এল এরফানের দিকে। 'পানি খেয়ে জন্তুগুলোর একটু বিশ্রাম নেয়া হলেই ওগুলোকে নিয়ে যেতে হবে পিছনে যারা আটকা পড়ে গেছে তাদের উদ্ধার করতে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'এর পরে আমরা নদীর ধার ঘেঁষেই চলব। অন্তত কয়েকদিন তো বটেই। যাক সে কথা, পল ডোভারম্যানের ঝামেলার কথা শুনেছ?'

'শুনেছি। আমাদের দলটা এখন অন্য সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। ওরা ভয় পাচ্ছে। অনেক রকম কথা শোনা যাচ্ছে এখন। শুধু

পলেরটা না, আরও অনেক ওয়্যাগনেই নাকি তল্লাশী চালানো হয়েছে।'

'কিছু খোয়া গেছে?'

'চোখে পড়ার মত কারও কিছুই হারায়নি। কিন্তু এসব শুনে মেয়েরা খুব নিরাপদ বোধ করছে না। মীটিঙে বিশেষ কিছুই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি—কিন্তু আমরা যদি আলাদা হয়ে যাই তুমি নেতৃত্ব দেবে আমাদের?'

'পারলে খুব খুশি হতাম আমি রডনি, কিন্তু আপাতত আমার এই ওয়্যাগন ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন ইচ্ছা নেই। তবে আমার দলের লোকেরা যদি তাই চায় তবে অবশ্যই আমি তোমাদের সাথেই থাকব। আমি জানি ডেনিস আলাদা হতে চায়, ইয়েন মনস্থির করতে পারছে না।'

রাইডার আর বয়েন সম্পর্কে রাকার মন্তব্য সে একবার ভাবল রডনিকে জানাবে, কিন্তু আবার ভাবল গুজবটা একসময়ে ওর কানেও নিশ্চয়ই পৌঁছবে। তাড়াহুড়ো করে আলোচনা করে গুজবটাকে প্রাধান্য দিয়ে লাভ নেই। নিজের দলের বেশির ভাগ লোককে সে ভাল করে চেনে আগে থেকেই। তবে কে হতে পারে সেই লোক? টোনি, বেন, জেফ না তার ড্রাইভার?

রাতে নাচের জন্যে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। ফোর্টের তিন কোম্পানী সৈন্যের অনেকেই এসেছে উৎসবে যোগ দিতে। রাউডি, সিরিল এবং অন্যান্য সবাই তাদের সবচেয়ে ভাল জামা কাপড় গায়ে চড়িয়েছে। জ্যাক ওয়েস্টের সাথে রাকা আর জিম এল, পিছন পিছন নিক উলফ। অভিজাত ধরনের চওড়া কলারের স্যুট পরেছে নিক, সাথে বুকের কাছে আলগা কাপড় দিয়ে কারুকাজ করা ধবধবে সাদা ডিনার শার্ট। একেবারে সম্ভ্রান্ত পুব দেশীয় ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছে তাকে।

নোয়েল স্পাইককে দেখা যাচ্ছে বাউটি জো আর নিকের দলের আরও কয়েকজন লোকের সাথে ঘোরাফেরা করছে। হিরাম আধো অন্ধকার একটা জায়গায় ওয়্যাগনের চাকার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা। যথেষ্ট খাবারের আয়োজন করা হয়েছে, কোথা থেকে যেন এক ব্যারেল মদও যোগাড় হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসি-ঠাট্টা আর কোলাহলে সরগরম হয়ে উঠল ক্যাম্প। রাউডি তার জমাট ভারী গলায় একটা গান ধরল, সবাই যোগ দিল ওর সাথে।

একটু দূরেই একখানে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে এরফান। যখন নাচ আরম্ভ হলো সে দেখল নিকের হাত ধরে চক্রে যোগ দিল রাকা। পাশাপাশি সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করছে এরফান তার বুকের ভিতর। সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে আছে সে ওদের দিকে। দেখল এবার লেফটেন্যান্ট হার্ট রাকাকে তার সাথে নাচতে অনুরোধ করল।

অস্থির ভাবে আগুনের ধার থেকে দূরে অন্ধকারের দিকে সরে গেল সে। এগিয়ে গিয়ে রাকাকে নাচতে অনুরোধ করতে মন চাইছে তার। কিন্তু রাকা কিভাবে গ্রহণ করবে তাকে? যদি সে নাচতে অস্বীকার করে? এর চেয়ে বড় আঘাত আর তার জন্যে কিছু হতে পারে না। এত সব লোকজনের সামনে, বিশেষ

করে নিকের লোকজনের সামনে হাসির পাত্র হওয়াটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

হঠাৎ রুবেনের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল তার। সে বলেছিল ফোর্টে অনেক বন্ধু আছে তার—কারা? ওদের সাহায্যে কি নিকের প্ল্যান বানচাল করা সম্ভব হবে তার পক্ষে? ফোর্ট রিনো ছেড়ে যাবার পরে সভ্যতার সাথে আর তাদের কোন যোগাযোগ থাকবে না। যতই দিন যাবে ততই ওয়্যাগন ট্রেনটা দূরে সরে যাবে সভ্য সমাজ থেকে। কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করে আবার আগুনের ধারে ফিরে এল সে। আগুনের অন্যধারে নিকের সাথে গল্প করছে রাকা।

বুঝতে পারছে কাজটা করা তার বোকামি হচ্ছে···আগুনটা ঘুরে রাকার দিকে রওনা হলো সে। পরের নাচের জন্যে বাজনা আরম্ভ হচ্ছে। কেউ একজন হাত ধরে থামাল তাকে। 'স্যার, ক্যাপ্টেন আপনার সাথে একটু আলাপ করতে চান।'

কাছেই ক্যাম্পের একপাশে একটা ছোট আগুনের ধারে বসে আছে ক্যাপ্টেন লঙ। নাম লঙ হলেও লোকটা দেখতে ছোটখাটই। এরফানের আগমন ঘোষণা করে বিদায় নিল সৈনিক।

'তোমার সাথেই কথা বলতে চাইছিলাম আমি। বসো।'

'আমার সাথে?'

'হ্যাঁ।' আগুন থেকে একটা কাঠি তুলে পাইপটা ধরিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। 'সিম বয়েনের কথা শুনেছ কখনও?'

হেসে উঠল এরফান। 'আগে খুব একটা শুনিনি ওই নাম—কিন্তু গত কয়েকদিনে ওর সম্বন্ধে প্রচুর জেনেছি আমি।'

চট করে তার কঠিন দুটো চোখ তুলে তাকাল ক্যাপ্টেন। 'মানে, তুমি এর মধ্যেই তার দেখা পেয়েছ, নাকি যে দেখেছে তার সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

'না, ঠিক তা নয়। আমাদের সাথে দুজন লোক আছে যারা ন্যাচেসের কাছাকাছি এলাকা থেকে এসেছে, ওদের মুখেই গল্প শুনেছি।'

'বুঝলাম,' চিন্তিত ভাবে পাইপে টান দিল সে। 'আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য খবর এসেছে যে রাইডার আর বয়েন দুজনে এদিকেই রওনা হয়েছে বা এরমধ্যেই এদিকে পৌঁছে গেছে। আমাদের খবর অনুযায়ী ওরা এদিকে আসছে পশ্চিমে একটা স্বাধীন দল গঠন করার জন্যে। ওরা যদি তাই করে তবে বুঝতেই পারছ আমাদের ঝামেলার আর অন্ত থাকবে না। আমরা আরও খবর পেয়েছি, বিভিন্ন জায়গা থেকেই নাম করা গুণ্ডা-পাণ্ডারাও একই সাথে পশ্চিমে আসার জন্যে রওনা দিয়েছে।'

'অর্থাৎ তোমার ওপর ভার পড়েছে এসব সামলানোর?'

'না, কথাটা ঠিক তা নয়, ভারটা আসলে আমার ওপর দেয়া হয়নি, ওটা পড়েছে তোমার ওপর!'

'আমার ওপর? তা কি করে হয়?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখাচ্ছি!' ক্যানভাসের থলি থেকে একটা সীলমোহর করা কাগজ বাড়িয়ে দিল সে এরফানের দিকে। 'তোমাকে এই এলাকার সরকারী ডেপুটি মার্শাল হিসেবে নিয়োগপত্র। ওরা শাইয়্যানে তোমাকে ধরার চেষ্টা

করেছিল—ওখানে না পেয়ে ডেডউড হয়ে আমার হাতে পৌঁছেচে ওটা।'

হতভম্ব হয়ে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল এরফান। আবছা ভাবে তার মনে পড়ছে যে শাইয়্যানে একদিন মদ খেয়ে মোটামুটি বেতাল অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এমন একটা কাজ নিতে সে রাজি আছে কিনা। সেই অবস্থায় রাজি হয়ে গেছিল সে—কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি এমন একটা কাজ এসে তার কাঁধে চেপে বসবে কল্পনাও করতে পারেনি।

'এটার আসল মানে কি দাঁড়াচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল এরফান। 'অর্থাৎ কি করতে হবে আমাকে?'

'তোমার কমিশনের সাথেই সব বিশদ ভাবে লেখা আছে। সংক্ষেপে তোমার কাজ হবে ওয়াইওমিঙে, বিশেষ করে বিগ হর্নস এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। আসল কথা হচ্ছে ওরা ডিক রাউডার, সিম বয়েন, প্লামার দলের কিছু লুকিয়ে থাকা সদস্য আর মার্ক লুকাসকে ঠাণ্ডা করতে চায়।'

'এদের মধ্যে মার্ক লুকাস এর মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' সংক্ষেপে মার্কের ঘটনা খুলে বলল সে ক্যাপ্টেনকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ফিওনা প্যাট্রিকের ব্যাপারটা কি?'

'সেইন্ট লুই-এর খুব ধনী এক লোকের স্ত্রী ছিল এই মহিলা। ভদ্রলোককে তার ঘরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়। এটা আসলে একটা রাজনৈতিক হত্যা, কিন্তু উঁচু মহল থেকে কেউ একজন দোষটা তার স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। তোমার নিয়োগপত্র অনুযায়ী এটাও তোমার কাজের আওতায় পড়বে।'

'একাজ আমি চাই না, তবু দুটো শর্তে আমি এটা গ্রহণ করতে পারি; এক, আমি কোন মেয়ের পিছনে ধাওয়া করতে পারব না, আর দুই হচ্ছে আপনি আমার এই কাজের ভার নেয়ার কথা কাউকে জানাতে পারবেন না।'

'তোমার কাজ তুমি কিভাবে করবে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে তোমার ওপরই নির্ভর করবে। তোমার দ্বিতীয় শর্তও মানতে আমার আপত্তি নেই। আর, হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমাদের দলনেতা ল্যাকারির জন্যে একটা সংবাদ আছে। তাকে বলো যে ডেভিড নিচে মারা গেছে।'

'অর্থাৎ?'

'ব্যস, ওইটুকু বললেই সে বুঝবে।' হঠাৎ হেসে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের দলের সাথে নাকি এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা এসেছে শুনলাম?'

'লেফটেন্যান্ট হার্ট তার গুণগান গেয়েছে বুঝি? চলুন, আপনার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিই।'

আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ভিওলার সাথে আলাপ করছিল রাকা। ওদের দুজনকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইল সে।

সামনে ঝুঁকে কুর্নিশ করল এরফান আনুষ্ঠানিক ভাবে। 'মিস ওয়েস্ট, তোমার সাথে পরিচয় করতে আগ্রহী এই ক্যাপ্টেন, তাই তাঁকে সাথে করেই নিয়ে এলাম। পরিচয় করিয়ে দিই, ক্যাপ্টেন জেরামি লঙ···মিস রাকা ওয়েস্ট।' পরিচয় করিয়ে দিয়ে পিছু হটে চলে আসছিল এরফান।

'আরে?' বাধা দিল রাকা। 'তুমি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ নাকি? আমাদের নাচের কথা মনে নেই তোমার? আমি যে অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্যে!'

মনে মনে খুশি হলেও একটু খোঁচা দেয়ার লোভ সামলাতে পারল না এরফান। 'ভুলব? তাই কি কখনও হয়? আমি তো ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন লঙ আর লেফটেন্যান্ট হার্টের সঙ্গ পেয়ে আমার কথা ভুলেই যাবে তুমি!'

নাচতে নাচতে সরে গেল ওরা ঘাসের ওপর দিয়ে। ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে ¨াকা বলল, 'আমার তো মনে হয় না তুমি নিজে থেকে বলতে আমাকে!'

হাসল এরফান। 'বলতাম না। মনে হচ্ছিল তোমার সব চাহিদাই পূরণ করছে নিক। এর মধ্যে বাগড়া দিতে চাইনি আমি।'

ছ্যাঁৎ করে ফুঁসে উঠল রাকা। 'আমার কিচ্ছু পূরণ করেনি ও! একজন কারও সাথে একটু কথা বললেই যদি তুমি মনে করো…' কথা হারিয়ে গেল রাকার। তার কোমরে জড়ানো এরফানের বলিষ্ঠ হাতের মৃদু চাপে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল তার। মুখ তুলে চাইল রাকা ওর দিকে দুরুদুরু বুকে। ওর চোখের ভাবে ফুটে উঠেছে আধো কোমলতা আর আধো…ভাল মেয়েদের ওকথা ভাবতে নেই!

ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল একটা ওয়্যাগনের পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এরফান মাথা নুইয়ে চুমু খেল ওর ঠোঁটে। উত্তেজনায় কান ঝাঁ ঝাঁ করছে রাকার। দেহটা এক হয়ে মিশে গেছে এরফানের সাথে। গলায়, গালে, কানে চুমু খাচ্ছে এরফান পাগলের মত… জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামলে নিল রাকা।

'রাকা!' বলে আবার এগিয়ে যাচ্ছিল এরফান।

'না, আর নয়, প্লীজ!' নিজের হ্যাট আর জামা একটু ঠিকঠাক করে নিল রাকা। 'চলো, এবার ফেরা উচিত আমাদের—এখনও নাচছে ওরা।'

পরদিন সারাদিন বিশ্রাম দেয়া হলো ওদের গরু-ঘোড়াগুলোকে। এরফান দূরে একটা অ্যাসপেন গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে দিনটা শুয়ে বসে কাটাল। বিকেলে ক্যাম্পে ফিরে প্রথম হোঁচটটা খেল সে। রডনি আর ইয়েনকে একসাথে কথা বলতে দেখে ওদের দিকে এগিয়েছিল এরফান—কিন্তু তাকে দেখেই ওরা দুজনে মুখ ঘুরিয়ে দুদিকে চলে গেল।

এই দুজন, এরফানের সাথে এদের এত সুন্দর সম্পর্ক, এরা এমন ব্যবহার করল কেন? একটু বিভ্রান্ত হয়ে ফোর্টের দিকে পা বাড়াল সে, ভাবল। হয়তো ওরা গোপনীয় নিজস্ব কোন ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিল। একটু সামনেই একটা ওয়্যাগনের পাশে কয়েকজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আলাপ করছে। নোয়েল আর হিরামও রয়েছে ওখানে। কাছেই আর একখানে জটলা করে দাঁড়িয়ে বাউটি জো, পল, ডেনিসের দুই ছেলে আর টোনি ল্যাগার। আর একটু এগুতেই সে দেখল নিক উলফ বেরিয়ে আসছে ওয়্যাগনটার পাশে ফোর্টের গেট দিয়ে। এরফানকে দেখেই নিকের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল, কিছুক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে থেকে ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়ানো একজন সৈনিকের সাথে নিচু গলায় আলাপ করতে আরম্ভ করল।

টোনি এগিয়ে এল এরফানের দিকে। সবাই কেমন একটা কৌতূহলী চোখে লক্ষ করছে ওদের। 'কি খবর, এরফান?' জিজ্ঞেস করল সে। তারপর কাছে এসে নিচু গলায় বলল, 'কি ব্যাপার, তোমাকে আর আগের মত জনপ্রিয় মনে হচ্ছে না!'

'কি যেন, আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। চারদিকের ভাবটা কি?'

'আমিও জানি না। আমাকে আসতে দেখলেই সবাই চুপ মেরে যাচ্ছে, কোন কথাই বলছে না। মনে হয় তুমি আর আমি দুজনেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছি।'

'চুলোয় যাক ওরা,' রাগের সুরে বলে উঠল এরফান। 'রওনা হচ্ছি কখন আমরা?'

'কর্নেল জানিয়েছে ভোর চারটায় রওনা হতে হবে।'

'ভাল কথা।' ঘুরে টোনির মুখোমুখি দাঁড়াল এরফান। 'আচ্ছা, তুমি তো বলেছিলে একজন লোককে খুঁজছ তুমি—কাকে খুঁজছ, কারণটা কি?'

টোনির থলথলে মুখটা কঠিন আকার ধারণ করল। 'এখনও কিছু বলতে চাই না আমি, কারণ নিজেই নিঃসন্দেহ হতে পারিনি এখনও।'

'টোনি!' কঠিন সুরে বলল এরফান, 'তোমার যা বলার আছে এখনই জানতে চাই আমি। সবটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে আমার।'

'লোকটাকে খুঁজছি আমি কারণ সে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।'

'লোকটা কে?'

'সিম বয়েন?' চোখ দুটো ভয়ঙ্কর কঠিন দেখাচ্ছে টোনির।

'বয়েন!!' অবাক হয়ে চাইল এরফান। সবখানেই ওই একই নাম শোনা যাচ্ছে! একমাস আগেও যা তার কাছে ছিল একটা রূপকথার নাম সেটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে জলজ্যান্ত, সত্যি।

'তোমার কি ধারণা সে আমাদের এই দলের মধ্যেই কেউ?'

'অবশ্যই।'

'জানো, তোমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে—কিছু লোক তো বিশ্বাস করে আমিই সিম বয়েন!'

'তুমি যে বয়েন নও তা জানি আমি। কে যে সিম বয়েন তা সঠিক বোঝার উপায় জানা আছে আমার।'

নিচু স্বরের আলাপ শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই নিকের আবার চোখ পড়ল এরফানের ওপর। রাগ ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। বুটের গোড়ালি ঠুকে খট্ খট্ শব্দ করে এগিয়ে এল সে।

'জেসাপ, তোমার দৌরাত্ম্য অনেক সহ্য করেছি আমি কিন্তু আর না। এই মুহূর্তে চলে যাও তুমি এই ওয়্যাগন ট্রেইন ছেড়ে!' দুচোখে আগুন ঝরছে নিকের।

চোখ বড় বড় করে চাইল এরফান, ভিতরে ভিতরে একটা কৌতুক বোধ করছে সে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেন যেন সব সময়েই সে বেশি রকম ধীরস্থির হয়ে যায়।

'কেন, ব্যাপারটা কি, নিক? একথা বলার কি বিশেষ কোন কারণ আছে, নাকি তুমি আমাকে দেখতে পারো না বলে বলছ?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল এরফান।

'কাল রাতে কি ঘটেছে সব আমি দেখেছি। আমি চাই না মিস ওয়েস্ট এভাবে

অপদস্থ হোক,' হিশহিশিয়ে জবাব দিল নিক।

'কারও নাম উল্লেখ করার দরকার নেই এখানে, নিক,' পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠা রাগটাকে চেপে বলল সে, 'আর তোমাকে দালালও রাখেনি কেউ। মিস ওয়েস্টের ব্যাপার মিস ওয়েস্টই সামলাতে জানে!'

'সন্দেহ নেই,' মৃদু হাসি ফুটে উঠল নিকের মুখে, 'আমিও আমারটা সামলাতে জানি!'

সামান্য নড়াচড়াতেই টের পেয়ে বাম হাতে ঘুসি চালিয়েছিল এরফান কিন্তু নিক তার মাথাটা সরিয়ে নেয়ায় ফস্কে গেল ওটা। নিকের ডান হাতের ঘুসিটা পড়ল ওর পাঁজরের ওপর।

ঘুসিটা কোথা থেকে এল বুঝতেই পারেনি এরফান। পরের বাম হাতের হুকটাও তার চোয়ালে লাগল। ওর কাছে মনে হলো যেন ঘোড়ার লাথি পড়ল একটা। ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল এরফান। তার মাথাটা দপদপ করছে, আর চোখের সামনে সর্ষে ফুল নাচছে।

ঝাড়া দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল এরফান। বুঝতে পারছে শক্ত মার পড়েছে তার চোয়ালে। এত জোরে এর আগে আর কেউ মারেনি তাকে। উঠতে চেষ্টা করেই একটা লাথি খেলো সে পাঁজরে। হৈ-চৈ আর চিৎকার কানে গেল তার। তারপর আরেকটা লাথি পড়ল—আর একটা।

ব্যথা! ছুরির মত বিঁধছে তার পাঁজরে, মাথা ঘুরছে। চোখে অন্ধকার দেখছে, তবু কোনমতে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দেখল, নিক আবার তেড়ে আসছে তার দিকে। একটা ঘুসি পেটে, আর তার পরেরটা চোয়ালে এসে লাগল—আধ পাক ঘুরে আবার মাটিতে পড়ে গেল এরফান। গালে ঠাণ্ডা সবুজ ঘাসের ছোঁয়া লাগছে, ধুলো ঢুকছে নাকের ফুটোয়।

নয়

হাতে ভর দিয়ে আবার উঠতে চেষ্টা করল সে। কিভাবে যে উঠে দাঁড়াল এরফান তা সে নিজেও জানে না। মাথা ঝিমঝিম করছে, মুখে রক্তের স্বাদ, তবু তার একটাই চিন্তা উঠে দাঁড়াতে হবে তাকে। জ্যাক ওয়েস্ট আর রাউডি রবিনের গলা শুনতে পেল সে। কেউ একজন খিক খিক করে হেসে উঠল। আরও একটা ঘুসি খেয়ে সারা দেহ কেঁপে উঠল এরফানের। আবছা ভাবে নিককে দেখতে পাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সে; ঘুসিটাও আসতে দেখল কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ঠিক সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিতে পারল না। চোয়ালের ওপর পড়ল ঘুসি, চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ল এরফান। গড়িয়ে উঠতে যেতেই তার মাথায় কিছু একটা আঘাত করল—মাথার ভিতর একটা বোমা ফাটল বলে মনে হলো ওর, কিন্তু হাতে ভর দিয়ে ঠিকই উঠে দাঁড়াল সে।

নিকের চোখে আগুন জ্বলছে রাগে, ছুটে এল সে, মাথা সরিয়ে নিল এরফান।

মুখটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, অদ্ভুত ঠেকছে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে সে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই হবে তাকে। চরম লড়াই লড়তে হবে আজ। ঘুসি এল আবার। নিচু হয়ে সেটা কাটিয়ে নিককে জড়িয়ে ধরে ল্যাঙ মেরে চিৎ করে ফেলল সে। দুজনেই একসাথে মাটিতে পড়ল। একটা ঘুসি মেরে গড়িয়ে সরে গেল এরফান।

উঠতে দেরি হলো তার, দাঁড়িয়ে হাত তোলার আগেই দুটো ঘুসি খেলো। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার চোখে, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে সে, কিন্তু দুই পায়ে খাড়া আছে, আক্রমণও করছে। ঘুসি খেয়ে পড়ে যাওয়াটা তার কাছে নতুন কিছু নয়, বারবারই সে উঠবে—আগেও উঠেছে।

এখন আর আগের মত ব্যথা লাগছে না এরফানের। বক্সিং রিঙে শেখা কায়দা কৌশলগুলো ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। মাথা নিচু করে নিকের কাছে ঘেঁষে বারবার রিঙে রপ্ত করা কঠিন কয়েকটা ঘুসি নিকের পেটে আর পাঁজরে বসিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে।

দেহে আর ওজনে নিক এরফানের চেয়ে বড়। শক্তিশালী লোক সে, মারপিটের অভিজ্ঞতাও যে আছে, বোঝা যায়। কিন্তু এরফান এখন নিজের মুখ কেটে থেঁতলে রক্তাক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বারবার ওর ঘুসি কাটিয়ে এগিয়ে আক্রমণ করে মারছে ওকে।

হঠাৎ নিককে ধোঁকা দিয়ে চট করে বাম পাশে সরে গিয়েই ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল এরফান। তেড়ে এগিয়ে আসছিল নিক, সরাসরি ঘুসিটা মুখের ওপর পড়তেই ওর দেহটা চলার মধ্যেই আপনাআপনি থেমে ধনুকের মত বেঁকে গেল। ওর পাঁজরে আরও দুটো মোক্ষম ঘুসি মেরে সরে এল এরফান।

এগিয়ে এসে বামহাত চালাল নিক। মাথা সরিয়ে নিয়ে ওর চিবুকে ভীষণ বেগে একটা আপার কাট বসাল এরফান। একটু বেসামাল হয়ে টলে উঠল নিক; এই সুযোগে দুহাতে ওর পেটে দুটো ঘুসি মেরে ফিরে আসার আগে আর একটা ঘুসি বসাল ওর বাম গালে, ঠিক চোখের নিচে হাড়টার ওপর।

নিকের সুদর্শন মুখটা বিকৃত আর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। আতঙ্কিত অন্ধের মত এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে সে এখন। এরফানের প্রথম প্রচণ্ড ঘুসিটাতেই ওর মাথা ঘোলাটে হয়ে গেছে। আবার এগিয়ে গেল এরফান—যেন হাতুড়ি মেরে কয়েকটা ঘুসি গেঁথে দিল সে নিকের পেটে আর পাঁজরে। তারপর মুখের চেহারা পালটে বিকৃত করে দিল আরও কয়েকটা ঘুসিতে। এরফানের বক্সিং ট্রেনিঙের সুফল সবাই চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে, ওর ঠেকানোর কৌশল আর শক্ত মারের কায়দায়।

দুর্বল হয়ে আসছে নিক। কোন দয়া দেখাল না এরফান। ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক ঘুসি মেরে সে ওকে আরও দুর্বল আর অসহায় করে তুলেছে। পিছিয়ে গেল নিক, ক্লান্তিতে হাত দুটো অনেকটা নিচে নেমে গেছে তার। এরফান এগিয়ে গিয়ে খোলা উল্টো হাতে কষে একটা চড় বসাল ওর গালে। রাগে দিশেহারা হয়ে ঝাঁপ দিল নিক। ততক্ষণে সরে গেছে এরফান। দুটো শক্ত হুক পড়ল নিকের পেটের ওর। 'হুঁক্' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। হাঁ করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে সে। ডান হাতের মারে নাকটা ভেঙে বাম হাতের ঘুসিতে ওর

গাল ফাটিয়ে দিল এরফান।

পড়ে গেল নিক। ওর মাথার কাছে মুঠি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরফান—লড়াইয়ের নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। কি যেন বলল সে, কিন্তু ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো ঠিক ফুটল না। কলার ধরে ওকে টেনে ওয়্যাগনটার সাথে দাঁড় করিয়ে আরও দুটো ঘুসি মারল এরফান ওর পাঁজরে, আর একটা মুখে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে ধুলোর ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নিক।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চুল ধরে মাথাটা উঁচু করে একবার দেখল এরফান, তারপর ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। নিকের অসাড় মাথাটা ঠুকে গেল মাটির সাথে। চোখের ওপর থেকে চুল সরিয়েই ভিড়ের মধ্যে রাকার আতঙ্কে বিস্ফারিত মুখটা চোখে পড়ল এরফানের। মাথা ঝিমঝিম করছে, পা টলছে তার। সোজা হতে গিয়ে পাঁজরে তীব্র ব্যথা অনুভব করে হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরল সে। কে যেন তাকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে নিজের ওয়্যাগনে ফিরে যেতে সাহায্য করল। ওয়্যাগনে উঠে কম্বলের বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল এরফান।

আবার যখন চোখ খুলল সে তখন ওয়্যাগনটা চলছে। চেষ্টা করে কোনমতে উঠে বসল এরফান। মাথাটা এক টন ভারী ঠেকছে তার কাছে। পাঁজরের ব্যথাটা খচ্ খচ করে বিঁধছে। পাশেই রাখা পানির বোতলটা থেকে পানি খেতে চেষ্টা করল সে। ঠোঁট কেটে ফুলে উঠেছে, গাড়ির ঝাঁকানিতে বারবার ঠোঁটের সাথে ফ্লাস্কের বাড়িতে ব্যথা পাচ্ছে ও।

মাথাটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসতেই হাত দিয়ে নিজের মুখটা অনুভব করে দেখল এরফান। চোখের উপরের কাটাটা ব্যান্ডেজ করা হয়েছে, গালের হাড়ের কাছে মুখটা ফুলে উঠেছে আর দুটো চোখই প্রায় বুজে এসেছে। নাক আর ঠোঁটে খুব ব্যথা।

হাতড়ে পিস্তলের বেল্টটা খুঁজে নিয়ে কোমরে বাঁধল সে। ওয়্যাগন থেকে নামতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ও, আবার উঠে দাঁড়াল। হেঁটে নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে কোনমতে চড়ে বসল এরফান। সূর্যের গরম তাপটা বেশ লাগছে তার। ঘোড়া আগে বাড়িয়ে ওয়্যাগনের সামনের দিকে এল সে। বেন চমকে উঠল ওকে দেখে, বলল, 'আরে! তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে কি করছ? তোমার তো বিশ্রাম নেয়া দরকার, যথেষ্ট ধকল গেছে তোমার শরীরের ওপর।'

'কিন্তু জিতেছি আমি, জিতিনি?'

'জিতেছ?' হেসে উঠল বেন, 'জিতেছ কি বলছ, তুমি তো প্রায় মেরেই ফেলেছিলে ওকে।' দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল সে। 'আমি মিস করেছি, টোনির কাছে শুনলাম দেখার মত লড়াই হয়েছে বটে—এমনটা নাকি সে আর কখনও দেখেনি!'

রোদে আর খোলা বাতাসে বেশ ভাল বোধ করছে এরফান। একবার পিছনদিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বেন, ওই পিছনের ওয়্যাগনটার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

ওয়্যাগনের ভারী চাকা কয়েকবার ঘুরে আসার পরে মুখ খুলল বেন। ' ওদের দিয়ে এই ওয়্যাগন ট্রেনের কারও কোন ক্ষতি হবে না--ভাল লোক ওরা, আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আইনের লোক ফিওনা প্যাট্রিককে খুঁজছে জানো?'

চমকে মুখ তুলে তাকাল বেন। 'ও নামে কাউকে চিনি না আমি,' বলে উঠল সে। পরক্ষণেই আবার বলল, 'কাজটা ওই মেয়ে করেনি। কক্ষনো সে খুন করেনি প্যাট্রিককে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের ফোলা হাত দুটোর দিকে চেয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল এরফান। এখন যদি হিরাম তার সাথে লড়তে চায় তবে সে ঠিক সময়মত পিস্তল বের করতে পারবে না এই ফোলা হাত দিয়ে। হিরামকে যুঝতে পারবে না সে এই হাত নিয়ে।

'ব্যক্তিগত ভাবে ওতে আমার কিছু আসে যায় না,' বলল এরফান। 'ফোর্টে ওরা জিজ্ঞেস করছিল মেয়েটার কথা।'

সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েও রাকার দেখা পেল না সে কোথাও। নিকেরও দেখা পেল না সে। অবশ্য মনে মনে তাতে খুশিই হলো, আর যা-ই হোক, ইচ্ছা মত মেরে হাতের সুখ মিটিয়ে নিয়েছে সে--কোন ক্ষোভ নেই তার মনে।

তার সাথে কথা বলতে এল না কেউ। জ্যাক ওয়েস্ট নিজের দলের ওয়্যাগনগুলোর সামনে সামনেই থাকল সারাক্ষণ, অন্যান্য দিনের মত তার সাথে কথা বলতে এগিয়ে এল না। রডনি, ডেনিস আর ইয়েন একবারও মুখ তুলে চাইল না এরফান পাশ দিয়ে যাবার সময়ে। রাগ ফুঁসে উঠতে চাইছে ওর ভিতরে। এরফানই সিম বয়েন, এই গল্পই কি তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছে ওরা?

নিকের দলের ওয়্যাগনগুলো পার হবার সময়ে এরফান লক্ষ করল ওদের মধ্যে একজনও বেসামাল মাতাল অবস্থায় নেই। আজই প্রথম ব্যতিক্রম হতে দেখে ঘোড়া ঘুরিয়ে সোজা জ্যাক ওয়েস্টের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওকে দেখেই ঠাণ্ডা একটা বিরূপ ভাব ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

'তোমার সাথে কোন আলাপ করতে চাই না আমি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল জ্যাক 'আমার কিছুই বলার নেই তোমাকে।'

রাগে কান গরম হয়ে উঠল এরফানের। 'তুমি চাও আর না চাও, আমি তোমাকে সাবধান করে দেয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। পল আর নোয়েলের মধ্যে যা ঘটেছে সেটা ছিল মাত্র শুরু--আগামীতে অনেক বিপদ আর ঝড়-ঝাপটা আসবে।'

জ্যাকের মুখ কঠিন হলো। 'যদি কোন গোলমাল বা ঝামেলা এই ওয়্যাগন ট্রেইনে হয় তবে সেটা তোমার দিক থেকেই আসবে, সিম বয়েন!!'

হাসল এরফান। কিন্তু সে যে রেগেছে তা বোঝা গেল তার কথায়। 'মস্ত বোকা লোক আপনি, মিস্টার ওয়েস্ট! একেবারে নিরেট আপনার মাথাটা! এই ওয়্যাগন ট্রেইনে এমন লোক আছে যারা আমাকে বহুবছর থেকে চেনে। এই ধরনের আজগুবি গল্প যে ছড়িয়েছে তাকে ধরে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটানো

উচিত!'

দমে যাবার পাত্র নয় জ্যাক। 'আমাদের কাছে দাঁড়ি কমা শুদ্ধ তোমার পুরো চেহারার বিবরণ আছে।'

'দেখাতে পারেন?'

শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে রোষের সাথে এগিয়ে দিল সে এরফানের দিকে। 'এই যে,' বলল সে। 'পড়ে দেখো এটা! এটা ছিঁড়ে ফেলেও কোন লাভ হবে না তোমার, কারণ এর আসলটা রয়েছে আমার কাছে।'

'লম্বায় ছয় ফুটেরও বেশি, ওজন দুশো পাউন্ড বা কিছু বেশি, কালো রঙের চুল আর চোখ···' হেসে উঠল এরফান। 'এই বিবরণ তো অনেকের সাথেই মিলতে পারে—নিকের সাথেও মেলে এটা!'

'নিক?' বিস্ময় আর রাগ ফুটে উঠল জ্যাকের চেহারায়। 'অসম্ভব! তা কি করে হয়? আমি···'

'তাই কি? তোমার ওই নিরেট মাথাটা একটু খাটাও। চিন্তা করে দেখো, আপনার ওই গর্দভ বন্ধু ল্যাকারি পর্যন্ত আমাকে অনেক আগে থেকেই চিনত···কিন্তু এই ওয়্যাগন ট্রেইনে আপনি একটা লোক দেখাতে পারবেন যে নিককে ডেডউডে আসার আগে চিনত?'

বলার সময়ে কথাটা এরফানও ভেবে বলেনি, কিন্তু বলার পরে সে নিজেও অবাক হচ্ছে। সত্যিই তো? দুয়ে দুয়ে চার মিলে যাচ্ছে—অনেক প্রশ্নেরই সমাধান পেয়ে গেছে সে।

অবাক হয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে জ্যাক এরফানের দিকে। অবিশ্বাস্য একটা চিন্তাধারা জোর করে ঠুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে এরফান তার মাথায়। এই যুক্তি খণ্ডন করে নিকের স্বপক্ষে বলার মত কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না সে। তবু প্রতিবাদ করল জ্যাক, 'এ অসম্ভব।' কিন্তু বলার সময়ে গলায় জোর পেল না সে।

নিজের ওয়্যাগনে ফেরার পথে রডনির ওয়্যাগনের পাশে থেমে সে বলল, 'শোনো, রডনি! তুমিও যদি অন্যান্যদের মত আমাকে ভুল চিনে থাকো তবে ল্যাকারিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও আমার পরিচয়। নিকই হচ্ছে আমাদের সেই লোক।' কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সে। অনেককেই তার এই একই কথা বোঝাতে হবে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। ওয়্যাগনগুলো গোল করে দাঁড় করিয়ে ক্যাম্প করার কাজে ব্যস্ত সবাই। আগুন তৈরি করছে সায়মন হকিনস—চারপাশে গোল হয়ে অন্য সবাই বসেছে। এরফান সবার সামনে তার পরিচয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ফেলল। হঠাৎ এই সময়ে একটা গুলির শব্দ কানে গেল ওদের।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওরা দেখল লুথার উবু হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ওর আশেপাশের ঘাস। সে যে মারা গেছে বোঝার জন্যে কারও দুবার চাইতে হলো না ওর দিকে।

নোয়েল স্পাইক দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে—তার চোখের ভাব ক্ষিপ্ত। বাউটি জো আর নিকও রয়েছে ওখানে। নিকের মুখটা জায়গায় জায়গায় ফুলে টোপলা

হয়ে রয়েছে। বীভৎস দেখাচ্ছে ওর চেহারা।

সবাইকে বাধা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নিক। মার খেয়ে চোখের চারপাশ ফুলে রয়েছে, ভিতরে গর্তে খুদে দুটো চোখ জ্বলছে। 'সবটাই দেখেছি আমি,' সবাইকে জানাল সে। 'অন্যায় ভাবে কিছু ঘটেনি।'

'তবে লুথারের অস্ত্র কই?' প্রশ্ন করল পল। 'কোন অস্ত্রই তো দেখছি না ওর কাছে?'

'ওর শরীরের তলায় চাপা পড়েছে—হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা, জবাব দিয়েই নিক সবার উদ্দেশ্যে আবার বলল, 'তোমরা সবাই ক্যাম্পে ফিরে যাও, এখানে যা করার সব ব্যবস্থা আমি করছি।'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল এরফান। নিয়োগ পত্রটা এখনও তার পকেটেই রয়েছে। ইচ্ছা করলেই সে নিকের কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আসলে ঘটনা সে কিছুই জানে না। যদি লুথারের কাছে কোন অস্ত্র পাওয়া না যায় তবে নোয়েলকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করতে পারে সে। কিন্তু তাতে পালের গোদা ধরা পড়বে না বরং আরও সাবধান হয়ে যাবে সে। সবার সাথে সে-ও ফিরে গেল ক্যাম্পে। এরফান লক্ষ করল পল যেন তাকে কি একটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত চেপে গেল। নিজের ওয়্যাগনের দিকে ফিরে গেল এরফান।

জ্যাক ওয়েস্ট তার সবচেয়ে বড় সাদা ওয়্যাগনটার তলায় বিছানা পেতে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিল বসে বসে, এই সময় পল এসে হাজির হলো। হাঁটু গেড়ে জ্যাকের সামনে বসে নিচু গলায় সে বলল, 'জ্যাক, ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধার মনে হচ্ছে না, আমার ওয়্যাগনের জিনিসপত্র কেউ ওলটপালট করেছে।'

'ওলটপালট করেছে? তার মানে?'

'আবার তল্লাশী চালানো হয়েছে আমার ওয়্যাগনে—আমার গোলাবারুদ সব খোয়া গেছে।'

বুট খুলতে খুলতে মাঝ পথে থেমে গেল জ্যাক ওয়েস্ট। 'তোমার কার্তুজ সব চুরি গেছে?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় এই কারণেই লুথার খুন হয়েছে। সম্ভবত নোয়েলকে তার ওয়্যাগনে চুরি করার সময়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল সে। ওর কাছে কোন অস্ত্র ছিল না মারা যাবার সময়ে, লোকটা কোনদিন পিস্তল ব্যবহার করত না, একটা উইঞ্চেস্টার রাইফেল ব্যবহার করত সে।'

আবার বুট পরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক ওয়েস্ট। 'মা, রাকা? তুই কি জেগে আছিস?' আওয়াজ দিল সে ওয়্যাগনের পিছন দিকে এসে।

'হ্যাঁ, বাবা, ভিতরে এসো।'

ওয়্যাগনে ঢুকে সব জিনিস তছনছ করতে লাগল জ্যাক। গুলির বাক্স পর্যন্ত পৌঁছে দেখল বাক্সটা একেবারে খালি! হতবুদ্ধি হয়ে খালি বাক্সটার দিকে চেয়ে রইল সে, মুখের চেহারা গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে তার। বেরিয়ে এল সে।

'পল, তোমার কাছে কত কার্তুজ আছে?'

'পিস্তলে পাঁচটা আর আমার উইঞ্চেস্টারেও ওই রকমই হবে, কিন্তু এতে কি

করে চলবে?'

'চলবে না,' একটু ভাবল সে মাথা নিচু করে। 'তুমি তোমার ওয়্যাগনে ফিরে যাও, সতর্ক নজর রেখো চারদিকে, কিন্তু কারও সাথে আর এ নিয়ে আলোচনা কোরো না।'

হাত বাড়িয়ে ওয়্যাগন থেকে নিজের পিস্তলের বেল্টটা নিয়ে কোমরে বাঁধল জ্যাক।

'আব্বা···?' ডাক শুনে ঘুরল জ্যাক। 'কি হয়েছে, গোলমাল হবে কোন?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল জ্যাক, 'হ্যাঁ,মা। খুব বড় রকমের কিছু বিপদ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এসবের মধ্যে তোকে না আনলেই ভাল হত।'

'আব্বা, এরফানের সাথে আলাপ করো না কেন?'

'অসম্ভব। আমি···' চিন্তা করতে গিয়ে কথা মিলিয়ে গেল তার। 'হয়তো ঠিকই বলেছিস তুই, তবে তার আগে একটু রডনির সাথে আলাপ করে নিতে হবে। তুই বাইরে কোথাও যাসনে মা, আমি আসছি।'

গোলাবারুদ দামী জিনিস, রডনির ওয়্যাগনের দিকে চলতে চলতে ভাবছে জ্যাক। এমনও হতে পারে যে নোয়েল ব্যাটাই একটা চোর। শুধু তাদের কার্তুজই চুরি গেছে নাকি সবারটাই গেছে জানার আগে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পলের কথাই যদি সত্যি হয়, লুথারকে খুন করা হয়ে থাকলে ঘটনা আসলেই গুরুতর। ল্যাকারিকে জানিয়ে কোন লাভ নেই। গত কয়েকদিনেই জ্যাক বুঝে নিয়েছে যে লোকটা মানুষ হিসেবে খুব সৎ আর ভাল হলেও নেতা হিসেবে একেবারেই অযোগ্য। কোন নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার মোটেই নেই।

গোলমালের প্রথম সূত্রপাত মার্ক লুকাসের ভিওলার ওপর হামলা। এরফানকে মারার চেষ্টা হয়তো বা সেই ঘটনারই জের–কিন্তু এটা আবার বড় কোন একটা পরিকল্পনার অংশও হতে পারে। নিরাপত্তা বাহিনীতে কেবলমাত্র বিশেষ এক ধরনের লোকের নির্বাচন, ওয়্যাগন ট্রেনের সবার অস্ত্র জমা নেয়ার চেষ্টা, পলের ওয়্যাগন তল্লাশী, লুথার হত্যা, সবকিছুই যেন একই সুতোয় বাঁধা। অবশ্য এরফান বারবার সাবধান না করলে হয়তো সে এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে করত।

প্রায় নিভে আসা আগুনের ধারে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসেছিল রডনি। জ্যাককে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল, 'বসো জ্যাক,' বলেই ওর চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি, কি হয়েছে?'

খুব সংক্ষেপে সব বলল সে।

সব শুনে সাথে সাথেই উঠে নিজের ওয়্যাগনে ঢুকল রডনি। সেখান থেকে বেরিয়ে আর একটা ওয়্যাগনে ঢুকল সে একটু পরেই। মিনিটখানেক পরে ধীর পায়ে ফিরে এসে আবার বসল সে। 'নেই! একটা গুলিও নেই বাক্সে। তার ওপর আজই কয়েকটা হরিণের পিছনে আমি আমার রাইফেলের সবকটা গুলি খরচ করে এসেছি!'

'খুব জলদি কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের এখনই কিছু একটা করতে

হবে।'

'আমরা হয়তো এরফান জেসাপ সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলাম। লোকটা বারবার আমাদের সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও লোকের কথায় ওকে সিম বয়েন ঠাউরে মনে হচ্ছে ভুলই করেছি আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। 'আমি ল্যাকারি আর এমিল ব্যাশার দুজনের সাথেই আলাপ করেছি—ওরা দুজনেই একমত, এরফান কখনোই সিম বয়েন হতেই পারে না। সে তো বলছিল নিকই আসলে সিম বয়েন।'

'হতেও পারে, অসম্ভব কি? বিবরণ তো ওর সাথেও মেলে।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা সত্যিই এই ওয়্যাগন ট্রেন লুট করবে? তাহলে তো আমাদের সবাইকেই খুন করতে হবে ওদের পাইকারী হারে!'

'নিকই যদি সিম বয়েন হয় তবে অন্য কিছু আশা করাই ভুল হবে। লোকটা একটা নৃশংস খুনী, একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান। ওর সম্বন্ধে ভাল করেই জানি আমি।'

'আমরা তো ওদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি, আমাদের যা গোলাবারুদ আছে তাই নিয়ে যদি একই আচমকা আক্রমণ করি ওদের তবে হয়তো আমরাই জিতব।'

'এই মুহূর্তে তা করতে পারি না আমরা,' প্রতিবাদ করল রডনি। 'আমাদের হাতে আসলে কোন প্রমাণই নেই। আমরা এইটুকুই জানি যে আমাদের সব কার্তুজ চুরি গেছে। হতে পারে নোয়েল স্পাইক বা অন্য কেউ ওগুলো চুরি করেছে ইন্ডিয়ানদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করার লোভে। আমাদের যা করতে হয় তা খুব সাবধানে করতে হবে। আমাদের নিজেদের কোম্পানীতেও হয়তো ওদের চর রয়েছে।'

'তুমি তো কিছুদিন আগে বলছিলে যে এরফানের ধারণা ওরা বিগ [illegible] উপত্যকায় পৌঁছানোর আগে আক্রমণ করবে না। সেটা যদি সত্যি হয় কিছুটা সময় আমরা হাতে পাব।'

'কিছুটা,' পাইপটা ঠুকে পরিষ্কার করে নিল রডনি। 'আমার মতে একেবারে নিজস্ব কিছু লোককে, যাদের আমরা বিশ্বাস করতে পারি, তাদের সাথে আমাদের আলাপ করে বুঝে দেখতে হবে কার কাছে কতটা গুলি রয়েছে। তাড়াড়া এরফানের সাথেও আমাদের পরামর্শ করতে হবে।'

নিজের ওয়্যাগনে একা বসে ফোলা হাতে কত তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করা যায় তাই পরীক্ষা করে দেখছিল এরফান। হঠাৎ একটা মেয়েলী কণ্ঠের চিৎকার আর সাথে সাথে কয়েকটা গুলির শব্দ কানে এল তার।

পিছনের ওয়্যাগনটার কথা মনে পড়ল এরফানের। শব্দটা ওই দিক থেকেই এসেছে। লাফিয়ে উঠে ঘোড়া নিয়ে রওনা হতে হতে সে লক্ষ করল বেন তার কোমরে পিস্তলের বেল্ট লাগাচ্ছে। এরফানের পিছন পিছন প্রায় বিশজন লোক ঘোড়ায় চড়ে অনুসরণ করল ওকে।

একটা গুলির শব্দ হলো···তারপর আর একটা শব্দ হয়েই আবার সব নীরব হয়ে গেল। যদি ইন্ডিয়ানরাই আক্রমণ করে থাকে তবে তারা এতক্ষণে চলে

গেছে। প্রথমেই এরফানের চোখে পড়ল ছিটিয়ে পড়ে থাকা ময়দা আর সিমের বীচি। পরে নজর পড়ল ক্রিস্টোফার অ্যাডামসের ওপর। মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। হাতে লেগেছে একটা গুলি; অন্যটা সোজা মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

ওয়্যাগনের নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্রিসের ভাই···এখন ওকে ভাই বলা ভুল হবে, শার্টটা ছিঁড়ে গেছে তার, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মার্ক লুকাস ঠিকই সন্দেহ করেছিল। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেই এরফান বুঝতে পারল এখনও বেঁচে আছে মেয়েটা।

পিছন ফিরে নির্দেশ দিল সে, 'ডেনিস আর রডনি, তোমরা দুজনে একটা স্ট্রেচার তৈরি করে ফেলো, একে ক্যাম্পে নিয়ে যাব আমরা, মেয়েরা এর দেখাশোনা করতে পারবে।'

ভিড় ঠেলে নিক এগিয়ে এল সামনে। বুচ রোডিও আর নোয়েল রয়েছে তার সাথে। উঠে দাঁড়ানোর সময়েই এরফান লক্ষ করল বুচ রোডিওর গালে একটা সদ্য কাটা আঁচড়ের দাগ। তার চোখ দুটোও উত্তেজনায় ঈষৎ স্ফীত।

'আমরা ওকে আমাদের কোম্পানীতে নিয়ে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল নিক। 'কোন একজন মহিলা সেখানে এসে ওর দেখাশোনা করবে।'

এরফান চাইল নিকের দিকে, পাশের দুজনের চোখেও আগুন জ্বলছে। হাতের অবস্থা তার যা-ই থাক এখনই হয়তো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। 'না,' জোর গলায় বলল সে। 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে, হকিনসের মেয়েরা দেখাশোনা করবে ওর। ওদের ওয়্যাগনেই রাখা হবে ওদের– সে-ই ভাল হবে।'

'কার নির্দেশে চলছে এই ওয়্যাগন ট্রেইন?' কঠিন স্বরে জানতে চাইল নিক। এরফান লক্ষ করল শূন্যে ওর ডান হাতটা অস্বাভাবিক অবস্থায় স্থির হয়ে রয়েছে–বিদ্যুৎ গতিতে এর কারণ সম্পর্কে একটা সম্ভাবনার কথা খেলে গেল তার মাথায়।

'দলনেতা কর্নেল ল্যাকারি বলেই তো জানি,' জবাব দিল এরফান। 'কিন্তু মেয়েটা হকিনস মেয়েদের কাছেই যাচ্ছে।'

'আমার মনে হয় ক্ষমতার প্রশ্নটা এই মুহূর্তেই আমাদের মীমাংসা করে ফেলা ভাল!'

'কোন আপত্তি নেই আমার, তুমি যখন বলবে তখনই আমি প্রস্তুত! কর্নেল ল্যাকারি আর মিস্টার ওয়েস্ট এসে পৌঁছলে তাদের সামনেই ফয়সালা হবে!'

'এই যে আমি, কি হয়েছে?' বলতে বলতে এগিয়ে এল জ্যাক ওয়েস্ট, পিছনে ল্যাকারি।

নিককে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এরফান বলে উঠল, 'এই মেয়েটা হকিনসের ওয়্যাগনে যাবে কিন্তু নিক উলফ ক্ষমতার প্রশ্ন তুলছে।' পকেট থেকে তার কমিশন বের করে কর্নেল ল্যাকারির হাতে দিল এরফান। 'ওদের পড়ে শোনাও এতে কি লেখা আছে।'

কাগজটা পড়তে আরম্ভ করে তার সদা-সংযত মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'এতে লেখা আছে এরফান জেসাপ ইউনাইটেড স্টেটসের ডেপুটি

মার্শাল!!'

'কী?' এক লাফে ল্যাকারির কাছে এগিয়ে এসে কাগজটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল নিক।

পড়তে পড়তে তার মুখটা বিবর্ণ হলো, নাকটা ফুলে উঠল আরও। মুখ তুলে সে যখন তাকাল তার চোখে মনের সমস্ত ঘৃণা আর জ্বালা ফুটে বেরুচ্ছে। 'আচ্ছা?' বলল সে, 'ডেপুটি মার্শাল? এই আদেশ অনুযায়ী ওর ক্ষমতাই তবে বেশি।'

ঘুরে চলে যাচ্ছিল সে, সব চোখ এখন এরফানের ওপর, হঠাৎ আবার ফিরে এরফানের খুব কাছাকাছি এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'তা, ইউ.এস. মার্শাল এই ওয়্যাগন ট্রেনে কি করছে জানতে পারি?'

বিদ্রূপের হাসি হেসে এরফান বলল, 'অবশ্যই! আমার প্রধান উদ্দেশ্য এখানে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা—দরকার হলে গায়ের জোরে বা পিস্তল ব্যবহার করে। আরও একটা বিশেষ কারণ আছে, সেটা হচ্ছে দুজন উন্মাদ খুনী এই অঞ্চলে আছে বলে খবর পাওয়া গেছে, ওদের ধরে নিয়ে হাজতে ভরতে হবে আমার। কোন্ দুজনের কথা বলছি বুঝতে পারছ তো? ডিক রাইডার আর সিম বয়েন!'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বুচ রোডিওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গাল কাটল কিভাবে?'

সবার চোখ মোটাসোটা দুর্বৃত্তটার ওপর পড়ল। চমকে উঠে একটু এদিক ওদিক চেয়ে সে বলে উঠল, 'ঝোপের ভিতর দিয়ে এখানে আসার সময়ে কেটেছে, তাই না নোয়েল?'

এরফানের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসল নোয়েল। 'কসম খেয়ে বলছি মার্শাল, ও সত্যি কথাই বলেছে।'

জ্যাক ওয়েস্ট চিন্তামগ্ন ভাবে চেয়ে দেখছিল এরফানকে। সব লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে ওয়্যাগন ট্রেনে ফেরার পথ ধরল। জ্যাক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'তুমি যে ইউ.এস. মার্শাল তা আগে বলোনি কেন আমাদের?'

'নিয়োগ-পত্রটা আমি পেয়েছি ফোর্ট রিনোতে পৌঁছানোর পর। আমাকে যে মার্শাল করা হয়েছে এ খবর আমি নিজেও জানতাম না।'

জ্যাক ওয়েস্ট কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিককে তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছু না বলেই ফিরে গেল সে। পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে এখন। ইউ.এস. মার্শালের অধীনে সবাই মিলে থাকলে অনেক সহজ হয়ে যাবে সব কিছুই। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়ে গেল জ্যাক।

নিক উলফও নোয়েল আর বুচের পিছু পিছু ফিরে গেল।

একা রয়ে গেল এরফান। কিন্তু নিজের ঘোড়ার দিকে এগুতে গিয়ে সে লক্ষ করল আরও একটা ঘোড়া তখনও রয়ে গেছে। অন্ধকারে তার ঘোড়ার কাছে একটা লোক বেল্টে দুই বুড়ো আঙুল গুঁজে অপেক্ষা করছে তার জন্যে!

দশ

দ্রুত পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল এরফান তার ঘোড়ার দিকে। হাত দুটো তৈরি রেখেছে সে। অন্ধকারে লোকটা একটু নড়ে উঠতেই পিস্তল দুটো যেন লাফিয়ে উঠে এল ওর হাতে। পরক্ষণেই টোনি ল্যাগারকে চিনতে পেরে পিস্তল নামিয়ে নিল এরফান।

'খুব চালু তো তোমার হাত?' স্বীকার করল টোনি। 'কিন্তু আরও চালু হতে হবে তোমাকে—অবশ্য ফোলা হাত নিয়ে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে!'

'তোমার মতলবটা কি, টোনি?' সরাসরি প্রশ্ন করল এরফান।

'মতলব ভালই আমার,' নিজের ঘোড়ার জিনের গাঁটে হাত রেখে বলল টোনি। 'ডিক রাইডারকে আর খুঁজে বের করতে হবে না তোমার।'

'তার মানে? তুমিই কি···'

'না, আমি না। ডিক রাইডার মারা গেছে। খুন করা হয়েছে তাকে। পিছন থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করেছে সিম বয়েন। আমি তার সৎ ভাই।' একটু থেমে আবার বলল, 'খুব খারাপ লোক ছিল ডিক। জঘন্য নীচ মন ছিল তার—অবশ্য সেটা বাড়ির বাইরে। আমার মা ডিকের বাবাকে বিয়ে করে। দুজনে আমরা এক সাথেই পাশাপাশি বড় হয়ে উঠি। বাসায় যতক্ষণ সে থাকত সুন্দর থাকত, মাকে খুব ভালবাসত—বাসার কাজও সব করত—কিন্তু বাইরে সে ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। বদ সঙ্গে পড়ে সে খুন ডাকাতি আর বিভিন্ন রকম খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। মরাই ওর উচিত ছিল, কিন্তু পিঠে গুলি খেয়ে, তাও আবার তার চেয়েও অধম একজন লোকের হাতে মরা তার প্রাপ্য ছিল না।'

'তুমি তাহলে সিম বয়েনকে খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

'হ্যাঁ তাই, ওর দেখা পেলে খুন করব আমি ওকে।'

'তুমি বলেছিলে দেখা হলে তুমি চিনতে পারবে ওকে। কিভাবে?'

'দুটো বুলেটের ক্ষত চিহ্ন আছে ওর দেহে। একটা তার বেল্টের নিচে, ঠিক কোমরের হাড়ের একটু উপরে; আর অন্যটা তার গলার ডান দিকে, ঠিক যেখানে গলাটা কাঁধের সাথে মিশেছে, সেখানে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'এটা জানা থাকায় ভাল হলো,' ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে সে আবার জিজ্ঞেস করল 'তোমার কি মনে হয় নিকই সিম বয়েন?'

থুতু ফেলল টোনি। 'জানি না আমি। লোকটা গভীর জলের মাছ—ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি আমি এখনও।'

'ওদের এদিককার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু জানো না তুমি?'

'বিশেষ কিছু জানি না, শুধু এইটুক জানি যে এই বিগ হর্নসে ওরা আড্ডা গাড়বে কোথাও, আর সেখান থেকে ওয়্যাগন ট্রেন আর মাইনিং শহরগুলোতে লট-

তরাজ চালাবে। আর একটা কথা, এখানে কোথাও ওদের কিছু বাজে ধরনের লোকের সাথে মিলিত হবার কথা আছে, তবে সেটা যে ঠিক কোথায় তা আমি বলতে পারব না।'

সকালে অন্যান্য দিনের মতই দূরের ঢিবিগুলোর উপরে বা কাছাকাছিই থাকল এরফান। যদি কয়েক দিনের মধ্যেই গুপ্তাপাণ্ডাদের সাথে মিলিত হয় ওরা তবে ওয়্যাগন ট্রেনের ভাল লোকেরা ওদের তুলনায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। এখন যা অবস্থা, তাতে লম্বা লড়াই চললে ওদের জিত হবে কারণ সব গোলাবারুদ চুরি করে নিয়ে গেছে ওরা। এই অবস্থায় হঠাৎ আক্রমণ করলে গোলাগুলি ছাড়াই জেতা যেতে পারে, কিন্তু ওরা মিলিত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে ফেললে আর কোন সুযোগই থাকবে না ওদের।

সময় খুব কম। আজ রাতে ক্যাম্প হবে ক্লীয়ার ক্রীকের কাছে, আর আগামীকালই পৌঁছে যাবে ওরা ফোর্ট কিয়ারনির ধ্বংসাবশেষের কাছে। দুষ্কৃতকারীদের জন্যে ওটাই হবে আক্রমণ করার উপযুক্ত জায়গা।

বিকেলের দিকে জ্যাক ওয়েস্টকে তার দিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখল এরফান। ওর সাথে পাশাপাশি চলতে চলতে দু'একটা মামুলী কথাবার্তার পর আসল কথা পাড়ল জ্যাক ওয়েস্ট।

'তুমি আমাকে বারবার সাবধান করে দেয়ার পরেও তোমার কথা না শুনে খুবই ভুল করেছি বুঝতে পারছি,' অনেকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতেই বলল জ্যাক ওয়েস্ট। 'আসলে এই ধরনের একটা পরিস্থিতি যে দাঁড়াতে পারে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।'

কাঁধ ঝাঁকাল এরফান; বলল, 'আমি নিজেও ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না, আন্দাজ করেছিলাম মাত্র। যাহোক, যা হবার তা হয়েছে, এখন আর অতীতে কি করলে ভাল হত সেকথা ভেবে লাভ নেই। এখন আমাদের এই পরিস্থিতি সামলাতে হলে আগামীতে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তা বুঝেশুনে ঠিক করতে হবে। আমার মনে হয় না ওরা আজ বা কালকের মধ্যে কিছু করবে—অবশ্য এটাও আমার আন্দাজ, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না—সুতরাং আমাদের যা করার ঝটপট করতে হবে।'

'কি করতে বলো তুমি আমাদের?'

'আমার মনে হয় টাঙে পৌঁছে বিগ হর্নস আর লিটল্ বিগ হর্নসের মাঝে যে দুর্গটা আছে সেই দিকেই আমাদের এগুনো উচিত। ওখানে আমরা ওদের কাছে সব খুলে বলে ওদের সাহায্য নিতে পারব। ওখানে পৌঁছে যথেষ্ট গোলাবারুদ পেলে অবশ্য আমাদের আর অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। ওদের সাথে লড়াইয়ে নামার আগে আমরা ফোর্টের যত কাছে পৌঁছতে পারি আমাদের পক্ষে ততই ভাল।'

'কিন্তু টাঙে পৌঁছতে তো এখনও দেরি আছে, এর মধ্যে যদি কিছু হয়?'

'সেজন্যে আজকের রাতটা আপনাদের সবাইকে খুব সাবধানে কাটাতে হবে। আমাদের দলের সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে পুরুষরা ঘুমালেও মেয়েরা যেন

সারারাত জেগে পাহারা দেয়। তাহলে দরকার হলে সবাইকে সময় মত জাগিয়ে দিতে পারবে ওরা। আজ রাতে নিকের দলের ওয়্যাগনে হামলা করব আমরা, কিছু কার্তুজ ফেরত আনতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমিও থাকব তোমার সাথে।'

'না,' মাথা নাড়ল এরফান। 'আমি মাত্র দুজন লোক নেব আমার সাথে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি আমি কোন্ দুজনকে সাথে নেব। আমার এমন লোক দরকার যারা জঙ্গলের ভেতর ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই আমাদের একটা খণ্ড-যুদ্ধ করতে হতে পারে।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়্যাগনগুলোকে গোল করে রেখে ক্যাম্প করল ওরা। খাওয়া দাওয়া সেরে এরফান নিজের ওয়্যাগনটার কাছে বেন আর টোনিকে দাঁড়ানো দেখে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

'মেয়েটা কেমন আছে?' পাহাড়ী যুবক বেনের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল এরফান।

একটু লাল হয়ে মুখ তুলে তাকাল বেন, বলল, 'ভাল আছে এখন, তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছে।'

'ঠিক আছে, শোনো, তোমরা দুজনে আজ একই ওয়্যাগনে একসাথে থাকবে। যদি দরকার হয় ঘুমাবে, কিন্তু দুজনে একসাথে না, একজন একজন করে। আর হাতের কাছে রাইফেল তৈরি রেখো।' -

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে টোনি তার ওয়্যাগনে গিয়ে ঢুকল। এরফান পা বাড়াল হকিনসের ওয়্যাগনের দিকে। আবার সময় ঘনিয়ে আসছে আরও লড়াই করার। মেয়েমানুষ সাথে থাকায় বিপদ আর ঝুঁকি বেড়েছে। সে যদি নিশ্চিত হতে পারত তবে এখনই কিছু একটা করা যেত—কিন্তু গুলি চুরি কোন চোরের কাজও হতে পারে। বিরাট একটা চক্রান্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বটে কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ নেই যার ওপর ভিত্তি করে আইনসম্মত ব্যবস্থা নেয়া যায়।

ক্রিস অ্যাডামসের হত্যায় বুচের গালে আঁচড়ের দাগ দেখেছে এরফান, ওই ওয়্যাগনের পাশে বুটের ছাপও দেখেছে সে যেগুলো বুচের বুটের ছাপ বলেই মনে হয়, কিন্তু নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। লুথারের মৃত্যুতেও প্রত্যক্ষদর্শীরা সবই নিকের লোক। মেয়েরা সাথে থাকায় এখন নিজেরা কোন ব্যবস্থা নিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর আশ্রয় নিতে পারাটাই বেশি ভাল হবে বলে মনে করছে এরফান।

ভিওলা হকিনস তাদের ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের এপ্রোনে হাত মুছছিল, এরফানকে দেখেই সে হেসে বলল, 'মেয়েটা তোমার সাথে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'ভিওলা, তুমি সিরিলকে গিয়ে একটু বলে এসো সে যেন এখনই আমার ওয়্যাগনে আমার সাথে দেখা করে, বুঝেছ?'

'সায়মনকেও বলব?'

একটু চিন্তা করল এরফান। কাজের লোক সায়মন। 'ঠিক আছে, ওকেও

খবর দাও, কিন্তু ওদের দুজনকে একসাথে না এসে আলাদা আলাদা আসতে বোলো।'

ওয়্যাগনের ভিতর ঢুকে এরফান দেখল আহত মেয়েটা একটা কম্বলের ওপর শুয়ে আছে। চোখ খুলে তাকিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। জ্বরে লালচে দেখাচ্ছে ওর গাল দুটো। দুর্বল একটা হাত তুলে এরফানের জ্যাকেটের হাতা খামচে ধরল সে।

'তুমি···তুমি কি একজন মার্শাল?'

'হ্যাঁ, তা বলা যায়।'

'তুমি···তুমি দয়া করে বেনকে দায়ী কোরো না আমাদের সাহায্য করেছে বলে! প্লীজ না!'

কাঁধ উঁচাল এরফান। 'বেনের তোমাকে সাহায্য না করার কোন কারণ তো আমি দেখি না। অবশ্য শোনা যায় যে ফিওনা প্যাট্রিক নামের একটা মেয়ে সেন্ট লুইতে একজন লোককে হত্যা করেছে—কিন্তু আমি দেখিনি তাকে।

'হয়তো মেয়েটা দোষী, হয়তো না, সেটা সে তার নিজের বিবেকের সাথে বোঝাপড়া করে দেখবে। বিশাল দেশ এই আমেরিকা, এটা মানুষের আবার নতুন করে জীবনকে গড়ার জন্যে সুন্দর দেশ। এই মুহূর্তে কোন মেয়ে কাকে গুলি করেছে তার পিছনে ছোটার মত সময় নেই আমার—এর চেয়ে অনেক বড় বড় সমস্যা রয়ে গেছে আমার সামনে।'

মেয়েটা তার হাতের ওপর হাত রাখল। ওর চুলগুলো পাখির বাসার মত মাথার পাশে বালিশের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে। এরফানের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে তার হাতটা জোরে একটু চেপে দিল মেয়েটা। 'ধন্যবাদ, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেই মেয়েটা···আমার মনে হয় না সে কাউকে মেরেছে। অন্য কেউ খুন করেছে লোকটাকে—তবে এটা ওর জন্যে উচিত শাস্তিই হয়েছে, খুব পাজি লোক ছিল সে।'

'সেকথা আমি জানি না,' হাত দিয়ে নিজের চুল ঠিক করতে করতে বলল এরফান। 'আমি পশ্চিমে র‍্যাঞ্চ করব বলে আশা রাখি, তোমাকে আর বেনকে আমার প্রতিবেশী হিসেবে পেলে আমি আনন্দিত হব। র‍্যাঞ্চ করার পর তোমাকে পাশে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব আমি।'

ওয়্যাগনের পিছন দিকের ক্যানভাসটা হঠাৎ নড়ে উঠতেই এরফান সেদিকে ফিরে চাইল। ক্যানভাসের ঝাঁপটা আবার ফেলে দিয়ে ওখান থেকে সরে গেল রাকা ওয়েস্ট।

হুড়মুড় করে ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে এল এরফান। 'রাকা,' ডাকল সে। 'শোনো···দাঁড়াও?'

একটু ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়াল সে। তার মুখটা আড়ষ্ট আর ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'তোমার প্রিয়ার সাথে প্রেমালাপে বাধ সাধতে চাই না আমি,' রোষের সাথে বলল রাকা।

'আমার প্রিয়া? কি বলছ কি তুমি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল এরফান।

'মিথ্যা অজুহাত দেখাবার চেষ্টা কোরো না, মিস্টার জেসাপ! যথেষ্ট শুনেছি আমি নিজের কানে। তুমি ওকে বলেছিলে র‍্যাঞ্চ করার পর ওকে পাশে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে—আমাকেও ওই একই কথা বলেছিলে তুমি!'

'আহা, শোনো,' প্রতিবাদ করল সে। 'তুমি বুঝছ না···'

'আর বোঝার দরকার নেই আমার,' ঘুরেই নিজের ওয়্যাগনের দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল সে।

ওর পিছন পিছন যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল এরফান। আজ রাতের মধ্যে যদি কিছু করতে হয় তবে রাউডি আর সিরিলের সাথে আলাপ করতে হবে তার—ওরা অপেক্ষা করছে তার জন্যে তারই ওয়্যাগনে।

মনে মনে নিজের ভাগ্যকে গাল দিয়ে নিজের ওয়্যাগনে ফেরার জন্যে পা বাড়াল এরফান। এর মধ্যেই ক্যাম্পের বেশির ভাগ আগুনই নিভু নিভু হয়ে এসেছে। গার্ডরা নিজের পোস্টে যাবার জন্যে রওনা হচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাম্পটা নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কর্নেল ল্যাকারি আগামীকাল গৃস ক্রীক পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে খুব ভোরে রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছে।

আকাশে বেশ নিচুতে ভাসছে মেঘ—চাঁদ নেই আজ আকাশে। এরফানের ওয়্যাগনের সাথে হেলান দিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রাউডি।

'সিরিল এসেছে?'

- 'ভিতরে সায়মনের সাথে গল্প করছে।'

'ঠিক আছে, তবে এখানেই তোমার সাথে কথা সেরে নিই। আমাদের যেমন করে হোক গোলাবারুদ যোগাড় করতে হবে, আর আজ রাতেই করতে হবে তা। নীরবে, কোন শব্দ না করে, কোন ঝামেলা না করে কাজ শেষ করতে হবে। বুঝেছ?'

নিজের বুট জুতো খুলে ফেলে ওয়্যাগন থেকে মোকাসিনের জুতো জোড়া বের করে পরল এরফান। 'তোমার নাম রাউডি হলেও ইন্ডিয়ানদের মত নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে চলাফেরা করার কায়দা তোমার জানা আছে। তুমি থাকবে আমার সাথে, সিরিল আর সায়মন চারদিকে লক্ষ রাখবে। ওয়্যাগনটা চাকার গভীর দাগ দেখে চিনে রেখেছি আমি বেশি আনার দরকার নেই আমাদের, নিজেদের জন্যে যথেষ্ট আনলেই চলবে।'

সিরিল আর সায়মনকে ডেকে সবাইকে পুরো প্ল্যানটা বলল এরফান। মাথার হ্যাটটা খুলে ওয়্যাগনের ভিতর ছুঁড়ে দিল সে। প্রথমে রাউডি অদৃশ্য হলো ছায়ার আড়ালে। ওর পিছন পিছন সিরিল আর সায়মনও গেল। এক মুহূর্ত পরে ওয়্যাগনের পিছন দিকে সরে গেল এরফান।

পুরো এক মিনিট ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়্যাগনের তৈরি চক্রের ভিতরে ফাঁকা এলাকাটা নজর দিয়ে দেখল আগুনগুলো প্রায় নিভে গেছে সব, কিন্তু তবু পুরো এলাকাই আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে—কিচ্ছু নড়ছে না। কেউ গোপনে তাদের ওপর নজর রেখে থাকলেও দেখা যাচ্ছে না তাকে

দুই সারি ওয়্যাগনের মাঝে আরও অন্ধকার সরু জায়গা দিয়ে নিঃশব্দে ভূতের

মত এগিয়ে গেল এরফান। নিকের ওয়্যাগনের কাছাকাছি এসে থামল।

গুনে দেখল বারোজন লোক ওয়্যাগনের কাছেই আশেপাশে কম্বলের তলায় ঘুমাচ্ছে। একজন একজন করে সবাইকে খুঁটিয়ে দেখল সে। সামান্য শব্দ হলেই জেগে উঠতে পারে ওরা। কয়েকজন আজ মদ খেয়েছে, ওদেরকে ততটা ভয় নেই, আসল ভয় হচ্ছে ওদের মধ্যে কিছু সতর্ক লোককে নিয়ে। ছায়ার মত সরে গেল সে কাছের ওয়্যাগনটার ধারে।

অন্ধকারে কিছু একটা নড়ে উঠল। বিশাল রাউডিকে দেখতে পেল সে। এত বড় মানুষ হলে কি হবে একেবারে বিড়ালের মত নিঃশব্দ ওর চলাফেরা।

হতে পারে ওয়্যাগনের ভিতরেও কেউ ঘুমাচ্ছে। নিকের দলের সবকটা ওয়্যাগনই প্রায় খালি ছিল। এরফান খেয়াল করে দেখেছে, বিশেষ দুটো ওয়্যাগনের চাকা এখন মাটিতে অন্যান্যগুলোর চেয়ে গভীর দাগ কাটছে।

ওয়্যাগনের পিছনে ক্যানভাস ঝাঁপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল এরফান। অন্ধকারেই কিছুটা হাতড়ে দেখল তারপর ঝাঁপ তুলে ভিতরে ঢুকে গেল সে।

গুলির বাক্সগুলো খুঁজে বের করতে সময় লাগল না তার। দুটো বাক্স তুলে নিয়ে পিছনে টেইল গেইটের কাছে রেখে পুরোনো কাপড় গুঁজে যেখান থেকে গুলি সরিয়েছে সেই ফাঁকটা বুজে ফেলল সে। বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে সায়মনকে দেখতে পেয়ে ওকে ইশারায় কাছে ডাকল এরফান। কাছে আসতেই একে একে দুটো বাক্সই ওর কাছে দিল।

প্রথম বাক্সটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়টা নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। ওয়্যাগন থেকে নেমে প্রথম বাক্সটা তুলে ওর পিছু নিল এরফান। সায়মন তার কানে কানে জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে, 'আর আনবে না?' মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সে রাউডির ওয়্যাগনের দিকে।

হাসিমুখে হাত মিলিয়ে যে যার ওয়্যাগনে ফিরে গেল ওরা। আপাতত তাদের কাজ শেষ। এখন গোলমাল বাধলে অন্তত গুলির অভাব হবে না তাদের।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই ওদের ওয়্যাগন ট্রেনটা রওনা হয়ে গেল। ঘোড়ায় চড়ে রডনির ওয়্যাগনের পাশে এসে এরফান রডনিকে বলল, 'রাউডির কাছে গিয়ে তোমার সব অস্ত্র লোড করে নাও। তোমার লোকজনের জন্যেও কিছু কার্তুজ নিয়ে এসো।'

সারাদিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচ দিয়ে ওরা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। এরফান সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে নিকের ওয়্যাগনগুলোর দিকে—কিন্তু ওদের কার্যকলাপে বোঝা গেল এখনও চুরি ধরতে পারেনি ওরা। আপাতত তাহলে তারা মোটামুটি নিরাপদ। রাতে গূস ক্রীকে ক্যাম্প করল ওরা। সারাদিনে একুশ মাইল পথ চলেছে ওরা আজ। রাকার ওয়্যাগনের আশপাশ দিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করে বিফল হয়ে ফিরে এল এরফান। ওর দেখা পেল না।

এসে দেখল জিম অপেক্ষা করছে তার জন্যে। বেশ কয়দিন ওর দেখা পায়নি এরফান। জ্যাক ওয়েস্টের একজন ড্রাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন তাকেই গাড়ি চালানো আর জানোয়ারগুলোর দেখাশোনার কাজ চালাতে হচ্ছে।

'এরফান!' ওকে দেখেই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল জিম, 'কয়েক মিনিট আগেই আমি নিকের একজন লোককে ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্প ছেড়ে যেতে দেখলাম! দেখেশুনে মনে হলো কারও সাথে দেখা করতে গেল লোকটা। আব্বা বলেছেন আমাকে, তুমি নাকি খবর পেয়েছ ওরা কিছু লোকের সাথে মিলিত হবে এখানে।'

'ধন্যবাদ, জিম। ঠিকই শুনেছ তুমি। সব রাইফেল আর পিস্তলে গুলি ভরে তৈরি থেকো। শিগ্‌গিরই কিছু একটা ঘটে যাবার খুব সম্ভাবনা আছে।'

'কিছু একটা এখনই করা যায় না? মানে, আমি বলছি ওদের বাধা দেয়ার জন্যে কিছু করার কথা!'

'কিছু একটা করতে পারলে ভালই হত, জিম, কিন্তু আমাদের হাতে যে কোন প্রমাণই নেই। কেউ একটা কিছু করতে পারে বলে মনে হচ্ছে বলেই তুমি তাকে গ্রেপ্তার বা গুলি করতে পারো না। আর তাছাড়া আমাদের সাথে অনেক মেয়েছেলে আর বাচ্চা রয়েছে; এক্ষুণি লড়াই বাধালে তারা বিপদগ্রস্ত হবে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল জিম। 'সবাইকেই আজ কেমন যেন উদ্বিগ্ন আর মনমরা দেখাচ্ছে। যে সব মেয়েরা এই ব্যাপারে কিছু জানে না, তাদের মুখেও আজ হাসি নেই। সবাই যেন দিব্য দৃষ্টি পেয়েছে। অন্যান্য দিনের মত কেউ আর সন্ধ্যায় গান গাইছে না। কেউ কেউ ঘোড়া নিয়ে এদিক ওদিক একটু বেড়ায়, তাও কেউ করছে না। এমন কি আপাকেও আজ অন্যরকম লাগল।'

- কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেল এরফান। যা বলার আছে সেটা সরাসরি রাকাকেই বলতে হবে তার।

জিম যা বলেছে তা খুবই সত্যি। কেমন যেন একটা অশুভ নীরবতা বিরাজ করছে ক্যাম্পে। আগুনের ধারে যারা বসে আছে খুব নিচু স্বরে কথা বলছে তারা। যারা চলেফিরে বেড়াচ্ছে তারাও যেন কেমন অস্থির। রাউডি একটা ওয়্যাগনের চাকার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে কিন্তু তার চোখ দুটো ব্যস্তভাবে লক্ষ রাখছে চারদিকে। সিরিল বারবার তার গানবেল্ট ঠিক করছে। একটু পরপরই ওয়্যাগন চক্রের বাইরে গিয়ে বাইরেটা ভাল করে দেখে আসছে সায়মন। একবার আগুনের ভিতর একটা লাকড়ি জোরে শব্দ করে ফুটে উঠতেই ঝট করে তার পিস্তল বের করে ফেলেছিল সিরিল।

নিকের লোকজনের মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিরাট চক্রে ওদের দিক থেকে আজ আর কোন চিৎকার বা উচ্চ হাসির শব্দ ভেসে আসছে না। সব নীরব, যেন ক্যাম্পের সবাই একটা অদ্ভুত কিছু ঘটবে মনে করে অপেক্ষায় রয়েছে—কিন্তু কিছুই ঘটল না।

রাতটা নির্বিঘ্নেই পার হয়ে গেল। মেঘাচ্ছন্ন থমথমে সকালে যখন ওরা রওনা হলো তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টাঙের দিকে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে ওয়্যাগন ট্রেইন। বেন চালাচ্ছে, এরফান বসে আছে ভিতরে। পশ্চিমের বিশাল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে এরফান বলল, 'ওই পাহাড়গুলোর ভিতর দিয়ে যদি যেতে পারতাম তবে সহজেই শেলে পৌঁছতে পারতাম আমরা। ওটা এখন সরাসরি আমাদের পশ্চিমে।'

'আমরা কিছুটা দিক বদলে চলেছি বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা এখন।'

সকালের মাঝামাঝি বর্ষাতি বের করে পরে নিয়ে ঘোড়ায় চাপল এরফান। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি এখন ঝমঝম করে নেমে আসতে আরম্ভ করেছে। ওয়্যাগনগুলোর অগ্রগতি এখন অনেক কমে গেছে নরম মাটিতে। সামনের ওয়্যাগনগুলোর তৈরি করা কাদামাটি এড়িয়ে চলার জন্যে ওয়্যাগনগুলো অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুপুরের দিকে আরও ছড়িয়ে পড়ল ওরা। বৃষ্টির মধ্যে মাথা হেট করে ঘোড়া চালাচ্ছে এরফান ওয়্যাগনগুলোর পাশ দিয়ে। কোনটার চাকা বসে গেলে বা আটকে গেলেই সেটার কাছে হাজির হয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে বা পাথর সরিয়ে দিয়ে সাহায্য করছে।

বৃষ্টির ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মাথা উঁচু করে বিরাট একটা দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে বিগ হর্নস। বারবার এরফানের চোখ ফিরে ফিরে যাচ্ছে ওদিকে। ওর মনে পড়ে যাচ্ছে তার আগের দেখা সবুজ জঙ্গল, ছলকে নেমে যাওয়া ঝর্নায় লাফিয়ে ওঠা মাছ আর ছুটে পালিয়ে যাওয়া হরিণগুলোর কথা। দুই পুরুষ ধরে আমেরিকায় থাকলেও বাঙালী মনটা সে বংশানুক্রমে ঠিকই পেয়েছে। পাহাড়ের ওপাশেই বিগ হর্নস উপত্যকা, মনটা আনচান করছে ওর সেখানে ফিরে যাবার জন্যে। দাদুর ছবির সেই বাংলাদেশের মতই সবুজ আর সুন্দর এই এলাকাটা।

বৃষ্টি ঝাপটা মারছে ওর মুখে। বর্ষাতির ওপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ঠিক শিলাবৃষ্টির মতই শব্দ তুলছে। কিন্তু ভাবপ্রবণ হবার সময় নেই এখন, কঠিন পরিশ্রম করে ওদের এগিয়ে যেতে হবে। টাঙে পৌঁছে ক্যাম্প করার কথা। কপাল ভাল ওদের, আর মাত্র বারো মাইল গেলেই পৌঁছে যাবে ওরা। বেশি ওয়্যাগন কাদায় ফেঁসে না গেলে আজ বেলা থাকতেই কাজ শেষ হবে ওদের।

চোখ ছোট করে বৃষ্টির মধ্যে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল এরফান। তার নিজের দলের ওয়্যাগনগুলো প্রায় এক মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জ্যাক ওয়েস্টের দল রয়েছে অনেক দূর সামনে আর রডনির দল রয়েছে ওদের পিছনে। সামনের বা পিছনের দলের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টির মধ্যে। হ্যাটটা চোখের ওপর টেনে দিয়ে এগিয়ে চলল সে।

বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে একটু আদর করে দিল এরফান। 'কি রে বৃষ্টির মধ্যে পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে?' অনেকক্ষণ কথা বলার লোক না পেয়ে শেষে ঘোড়ার সাথেই কথা বলল সে। ডানটা একটা কান ওর দিকে ফিরিয়ে কথা শুনল তারপর প্রবল বেগে মাথা ঝাড়া দিল—প্রতিবাদ করছে যেন। ওকে একা ছেড়ে দিলে সে বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে মহা আনন্দে ঘাস খেয়ে বেড়াত। এখানকার ঘাসগুলো সত্যিই সুন্দর আর লোভনীয়। এইভাবে বৃষ্টির মধ্যে শুধু শুধু ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ? কিন্তু মানুষ আবার কবে বুঝেছে ঘোড়ার মনের কথা? ধৈর্যের সাথে একই গতিতে এগিয়ে চলল ডান। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তার কানের কাছে বাচাল বৌ-এর মত বিরামহীন ভাবে পটর পটর

করে চলেছে।

মাথা উঁচু করে এরফান খেয়াল করল তার দলের একটা ওয়্যাগন কাদায় ফেঁসে গেছে। ষাঁড়গুলো খুব চেষ্টা করছে কিন্তু ওঠাতে পারছে না। সাহায্য করতে এগিয়ে গেল সে তাড়াতাড়ি। ডেনিসের ওয়্যাগন ওটা।

ওয়্যাগনটাকে উঠিয়ে চালু করে দিয়ে পিছনের ক্যানভাস তুলে মাথা ঢুকাল সে। 'কেমন আছ তুমি আজ?' জিজ্ঞেস করল এরফান।

একটা হাত তুলল মেয়েটা, বলল, 'ভালই আছি, ধন্যবাদ।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে জিনের ওপর থেকে পানি মুছে রেকাবে পা দিয়ে উঠে বসল সে। অন্যদিকের রেকাবটা মোচড় খেয়ে ঘুরে গেছে; নিচু হয়ে ওটা ঠিক করে জায়গা মত এনে পা ঢুকিয়ে আবার সিধে হয়ে বসল ও। চেয়ে দেখল একদল লোক ঘোড়ায় চেপে ওর দিকে আসছে। একটা গুলির শব্দ হলো, কি যেন প্রচণ্ড আঘাত করল তার মাথায়। মাটিতে পড়তে পড়তেও অভ্যাসবশে বর্ষাতির ভিতর থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল এরফান।

প্রথম শব্দের সাথে সাথেই তার ঘোড়া লাফিয়ে ওঠায় রেকাব থেকে পা ছুটে গেছিল তার। দ্বিতীয় শব্দের সাথে সাথে সে পড়তে আরম্ভ করল। নিচে···আরও নিচে···ভীষণ ভাবে আছড়ে পড়ল সে মাটির ওপর। কালো আঁধার ঘনিয়ে আসতে দেখল সে তার চারপাশে। মস্তিষ্ক সজাগ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতেই পিস্তল বের করার জন্যে পকেট হাতড়াল। কিন্তু কালো আঁধার তাকে ঘিরে ফেলল তার আগেই—বুঝল, ব্যর্থ হয়েছে সে।

বৃষ্টির সুযোগে আঘাত হেনেছে নিক। অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে সব ওয়্যাগন—একতা নেই আর ওদের মধ্যে। এক একজন করে শেষ করে চলেছে নিকের দল অত্যন্ত দ্রুত আর নিষ্ঠুর হাতে। উদ্ধার করে আনা গোলাগুলি আর কোন কাজেই লাগল না ওদের।

হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে এরফানের দেহ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে ওর মুখে। আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে বুচের গলা শুনতে পেল ও। সন্তুষ্ট আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে বলল, 'শেষ করেছি হারামজাদাকে!'

'লোকটা কে?' নোয়েলের গলা।

'জেসাপ! আমাদের সাধের মার্শাল জেসাপ! প্রথম গুলিতেই শালার মাথা ফুটো করে দিয়েছি!'

অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে প্রান্তরে। ওয়্যাগনগুলো ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে—যেন কিছুই হয়নি। ডানটা বৃষ্টি ভেদ করে ছুটে চলে গেল, ওর দুপাশে রেকাব দুটো ঢিলে হয়ে ঝুলছে। পিছনে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল এরফান মাটিতে মুখ গুঁজে। ওর মাথার কাছে কাদামাটিতে লালচে রঙ ধরেছে।

ধীরে ধীরে ওয়্যাগনগুলো অদৃশ্য হলো। বিস্তৃত প্রান্তরে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অবিরাম একটানা শব্দ করে চলেছে। পশ্চিমের উঁচু পাহাড় নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায় দুই মাইল দূরে সিরিল চিত হয়ে আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে

আছে—গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার দেহ। ওরা যখন আসে তখন সম্পূর্ণ একা ছিল সে। ওদের দেখেই পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল সিরিল, কিন্তু চারজনে একসাথে ওর দিকে গুলি করতে আরম্ভ করায় কোন সুযোগই পায়নি সে। ওর পাশ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাবার সময়ে নোয়েল নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আরও দুবার গুলি করল ওকে।

আশ্চর্য রকম দ্রুত আর আশ্চর্য রকম সহজে শেষ হয়ে গেল সব। নয়জন লোককে হত্যা করল ওরা, ওদের মরল মাত্র একজন। নিক তার কালচে কঠিন মুখটা ফিরাল হিরামের দিকে। 'তোমাকে বলেছিলাম না? দেখলে তো কত সহজে হয়ে গেল কাজটা?'

'জেসাপ কোথায়?' প্রশ্ন করল হিরাম।

'বুচ খতম করেছে ওকে। কপাল আমার! ওকে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলাম আমি।'

'হয়তো তুমি পারতে না ওর সাথে। খুব ক্ষিপ্র গতি ছিল ওর।'

নিকের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে হিরামের দিকে চেয়ে সে বলল, 'হয়তো।'

চলে যাবার জন্যে ঘোড়া ঘুরাল নিক। 'মেয়েদের ব্যাপারে কি হবে?' জানতে চাইল হিরাম।

'কেন, ওদের ব্যাপারে আবার কি?'

'ওদের ওপর অত্যাচারের ভাগী হতে চাই না আমি। ওয়্যাগনগুলো দরকার ছিল আমাদের, তা আমরা পেয়েছি।'

'মেয়েদের জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' জবাব দিল নিক। 'ওদের ভার আমার ওপর। আপাতত তাদের কিছু করা হবে না—তবে সেটা খুব অস্থায়ী ব্যবস্থা।'

বৃষ্টির মধ্যেই এগিয়ে গেল নিক। ওর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হিরামও পিছু নিল ওর।

এগারো

বিগ হর্নসের বিশাল ডানা বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে রাত নেমে এল ধীরে ধীরে। বৃষ্টির ধারা কমেনি। এখনও এরফান জেসাসের বর্ষাতির ওপর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা অবিরাম শব্দ তুলে আঘাত করছে।

বাতাসের সাথে বৃষ্টি ঝাপটা মারছে বারবার এরফানের মুখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরে বাতাসের বেগ অনেক কমে এল। ধীরে ধীরে বৃষ্টিও কমে গেল, হালকাভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি যেন হাত বুলিয়ে আদর করছে আহত মানুষটাকে।

সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি যা করতে পারেনি, স্নেহের ছোঁয়ায় হালকা বৃষ্টি তাই

করল—জ্ঞান ফিরিয়ে আনল ওর।

স্যাঁতসেঁতে ভিজে আর অন্ধকার পরিবেশে কয়েকবার চোখের পাতা মিটমিট করে চোখ খুলল এরফান। নড়ছে না সে মোটেও, ভিজে মাটিতে গা এলিয়ে রয়েছে তার, মাথাটা একেবারে শূন্য। এক ফোঁটা পানি পড়ল তার চোখে—আপনাআপনি চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চিন্তার ক্ষমতা ফিরে আসছে।

প্রথমে খুব ধীরে। কোথায় সে? কি হয়েছিল? চালু চাক্কা গুলি করেছে ওকে! রাস্তায় শুয়ে আছে ও! সে···! কিন্তু না, ওটা তো কয়েকদিন আগের কথা। তাহলে কোথায় আছে সে? কেমন করে ভিজল তার শরীর? কি হয়েছিল?

মনে পড়ল···রাকাকে কিছু একটা বলার ছিল তার। তাকে ভুল বুঝে বসে আছে রাকা···জ্যাক ওয়েস্ট···ওয়্যাগন ট্রেন···নিক উলফ···

গুলি করা হয়েছে তাকে।

সে আহত।

কি ঘটেছিল? কোথায় আছে সে? ছড়িয়ে থাকা হাতটা গুটিয়ে নিল এরফান। হাত দিয়ে ঠেলে চিত হলো সে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তার মুখে। হাঁ করে বৃষ্টির পানিতে শুকিয়ে যাওয়া গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাইল ও—কিন্তু তার পিপাসা মেটানোর মত পানি নেই বৃষ্টির ফোঁটায়।

সাবধানে হাত তুলল সে মাথা স্পর্শ করার জন্যে। কিছু একটা গোলমাল আছে ওখানে। মাথায় গুলি লেগেছে তার। ফোলা জায়গাটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল সে। কাদা আর রক্তে আঠাআঠা হয়ে গেল হাতটা হাতে ভর করে কোনমতে উঠে বসল এরফান এইটুকু পরিশ্রমেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ওর।

স্থির থেকে একটু বিশ্রাম নিয়ে মাথার ঝিমঝিম ভাবটা কাটিয়ে নিল সে। পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল। গুলি করা হয়েছে তাকে, কিন্তু বেঁচে আছে সে। ওয়্যাগন ট্রেইনটা নেই ওরা কি সবাইকে মেরে দখল করে নিয়েছে ওটা? নাকি কেবল তাকেই গুলি করেছে?

কাছেই ওর হ্যাটটা পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে মাথায় পরতে গিয়ে দেখল ওটা আর মাথায় ঢুকছে না হ্যাটটা যে পর্যন্ত ঢুকেছে সেখানেই ছেড়ে দিল সে। যন্ত্রচালিতের মত কোমরে হাত দিল এরফান। নেই···ওরা পিস্তলের বেল্ট খুলে নিয়ে গেছে পিস্তল সহ।

এরফান বুঝল ওরা তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে। কিন্তু তার ঘোড়াটা কোথায়? এদিক ওদিক চেয়ে দেখল সে···অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে এল না উঠে দাঁড়াল এরফান। মাথাটা বড্ড ঘুরছে, দুর্বল বোধ করছে ও—এই অবস্থায় তার পক্ষে বেশিদূর চলা অসম্ভব। আর না জেনেশুনে আন্দাজে কোন দিকেই বা এগুবে সে?

দিনটার কথা ভাবল সে। গূস ক্রীক ছেড়ে এগিয়ে ওরা ছোট ঝর্নাটা পার হয়েছিল, অর্থাৎ উলফ ক্রীক থেকে এই জায়গাটা খুব দূরে হবে না। আরও এগিয়ে গেলে টাঙে পৌঁছানো যাবে। এখান থেকে বড়জোর সেটা ছয় বা সাত মাইল

হবে। বিগ হর্নসের পর্বতমালা রয়েছে ওর পশ্চিমে। পাহাড় দেখে দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে এরফান দেখল আবার মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ও। কতদূর এসেছে, বা কতক্ষণ শুয়ে আছে কিছুই বোঝার উপায় নেই তার। সে শুধু এইটুকু জানে এগিয়ে যেতে হবে ওকে। সামনে কোথাও ওয়্যাগন ট্রেনে আছে রাকা—অসহায় অবস্থায় নিক উলফ বা সিম বয়েনের রয়েছে সে। আবার উঠে দাঁড়াল এরফান। সাবধানে বাম পা আগে বাড়াল তারপর ডান পা।

এবার পুরো বিশ কদম চলার পরে মাটিতে পড়ল সে। বুঝতে পারছে শারীরিক দুর্বলতাই এর কারণ—তবু তাকে চলতেই হবে। একটু বিশ্রাম আবার উঠে দাঁড়াল সে। একবার ছয়, পরের বার বিশ, কোনবার বারো, আবার বিশ, এইভাবে প্রত্যেকবারই পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকল এ লক্ষ করল সববারই দুর্বলতার কারণেই যে পড়ে যাচ্ছে তা নয়, মাঝে মধ্যে খেয়েও পড়ছে ও। উলফে পৌঁছতে অনেক সময় লাগল তার।

উলফে পৌঁছে হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্নাটার ধারে হাজির হলো এরফান— ভরে পানি খেলো সে। বৃষ্টির পানিতে ফুলে উঠে দ্রুতবেগে বয়ে যাচ্ছে ঝর্না কাদামাটিতে কিছুটা ঘোলাটে—তবু স্বাদটা স্বর্গীয় মনে হলো ওর কাছে মিটিয়ে পানি খেলো সে।

হামাগুড়ি দিয়ে একটা বড় গাছের তলায় এসে হাজির হলো এরফান বেশ কিছু ঝোপঝাড় জন্মেছে। অন্য ঝোপের ডাল ভেঙে এনে নিজের ঝোপের সাথে লতা দিয়ে বুনে মোটামুটি একটা আশ্রয় তৈরি করে নিয়ে গুঁড়ির সাথে গুটি মেরে শুয়ে পড়ল সে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বৃষ্টি থেমে গেছে অনেক ভাল বোধ করছে সে উঠে—কিন্তু শরীর তার এখনও দুর্বল।

গাছের গোড়াতেই পরিস্থিতিটা ভাল করে ভাবতে বসল সে। ওয়্যাগন ট্রে রাকার কথা মিছেমিছি ভেবে লাভ নেই, নিক বা হিরামের মোকাবিলা করতে তার নিজেকে প্রথমে দুর্বলতা কাটিয়ে শক্তি ফিরে পেতে হবে সেজন্যে যথেষ্ট খাবার আর বিশ্রামের দরকার। আশেপাশে কোন ভাল আশ্রয় নেই খাবার যোগাড় করতে হলে যথেষ্ট পরিশ্রম দরকার—কিন্তু তার এই জখম নড়াচড়া যত কম করা যায় ততই ভাল।

বৈঁচির মত এক ধরনের ফল জন্মেছে ছোট ছোট ঝোপে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অবসর নিয়ে নিয়ে ফল তুলে খেলো সে। ফলগুলো আকারে খুব ছোট তবে ওগুলো খেয়ে এখন অনেক ভাল বোধ করছে এরফান

আর একটু বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠল। তার পরেই রোদের তাপে তার ভিজে জামা কাপড় থেকে বাষ্প উঠতে আরম্ভ করল রোদটা খুব আরামদায়ক মনে হচ্ছে এরফানের। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রোদটাকে উপভোগ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। দুপুর

বেলা ঘুম ভাঙল তার। আরও কিছু ফল খেয়ে ঝর্নার ধারে গিয়ে পানি খেলো ও। সারাটা দিন ওর ফল খেয়ে আর ঘুমিয়েই কাটল। শেষে রাত এল, আবার ঘুমাল সে।

সকালে ঘুম ভাঙল তার। দুর্বলতা কাটেনি এখনও, তবে বিশ্রাম নিতে পেরে অনেক ভাল বোধ করছে ও। পকেট হাতড়ে দেখল ভাঁজ করা মাঝারি সাইজের ছুরিটা এখনও তার পকেটেই রয়েছে। সোজা দেখে লাঠির মত একটা ডাল কেটে নিল সে।

লাঠি হাতে হাঁটা ধরল এরফান। ওয়্যাগনের চাকার দাগ ধরেই এগুচ্ছে সে। দূরে কি যেন একটা পড়ে আছে মাটিতে। আরও কাছে এসে বুঝল ওটা একটা মানুষ। একটু ভাল করে লক্ষ করে খুঁজতেই ওরকম আর একটা দেহ নজরে পড়ল ওর আরও কিছুটা দূরে।

সোজা ধীর পায়ে হেঁটে প্রথম দেহটার কাছে পৌঁছল সে। সিরিলের লাশ ওটা। অসংখ্য গুলির চিহ্ন ওর দেহে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট থেকে ভিওলার একটা ছবি আর অনেক দিনের পুরোনো কয়েকটা চিঠি পেয়ে সেগুলো নিজের পকেটে রাখল এরফান। নষ্ট করার মত সময় নেই ওর কিন্তু তবু এভাবে ফেলে যেতে পারল না সে সিরিলকে। ঘুরে ঘুরে পাথর খুঁজে এনে কোনমতে ওকে কবর দিতে অনেক সময় লেগে গেল এরফানের। কবর দেয়া শেষ করে আবার এগিয়ে চলল সে।

দ্বিতীয় দেহটা জোসেফ হকিনসের। ডেনিসের ছেলেদের একজন। মাত্র ষোলো বৎসর বয়স ছিল জো-র। দুটো গুলি খেয়েছে বেচারা বুকে।

'নিশ্চয়ই পিছনে আরও দেহ পড়ে আছে,' বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল এরফান। কিন্তু সংখ্যায় তা খুব বেশি হবে না জানে, সে নিজেই পিছনে প্রায় শেষের দিকে ছিল।

টাঙে পৌঁছার আগেই আরও দুটো মৃতদেহ দেখল সে। একটা জ্যাক ওয়েস্টের কোম্পানীর লোক, অন্যটা টোনি ল্যাগারের।

টোনিও ব্যর্থ হয়েছে। সিম বয়েনকে হত্যা করে ভাইকে খুন করার প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিল সে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। টাঙে পৌঁছে আর কয়জনকে মৃত দেখবে এরফান?

একটা ঝোপের আড়ালে বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। একটা মহিষের বাচ্চার আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল তার। দেখল চারটা বুনো নেকড়ে আক্রমণ করে ঘায়েল করে ফেলেছে মহিষের বাচ্চাটাকে। নেকড়েগুলোকে কোনমতে তাড়াতে পারলে বেশ কিছু মাংসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এরফানের। হুঙ্কার ছেড়ে লাঠি হাতে তেড়ে গেল সে ওদিকে। তিনটে নেকড়ে ওকে দেখেই চম্পট দিল, কিন্তু চতুর্থটা নড়ল না, দাঁত বের করে গলা দিয়ে ঘরর্‌র্‌ শব্দ তুলে ক্রুদ্ধ আওয়াজ করতে লাগল ওখানে দাঁড়িয়েই। এরফানকে আরও এগিয়ে আসতে দেখে একটু একটু করে পিছু হটতে আরম্ভ করল সে। তারপর ডাইনে চেয়ে বিপদ দেখলে পালাবার সহজ রাস্তা দেখে রাখল নেকড়েটা। কাছাকাছি এসে আর মাত্র

বিশ ফুট থাকতে লাঠি উঁচিয়ে আবার একটা বিকট হুঙ্কার দিয়ে ওকে দাবড়ানোর ভঙ্গি করল সে। সত্যিই বিপদ হয় কিনা পরখ করে দেখার জন্যে আর দাঁড়াল না নেকড়েটা, আগেই দেখে রাখা পথ ধরে ছুটে পালাল।

মাংস আগুনে ঝলসে খেতে খেতে নতুন করে আবার ভাবতে বসল এরফান। ওরা টাঙে পৌঁছবার আগেই আঘাত হেনেছে নিক। নিশ্চয়ই ওখানে পৌঁছে এরফান তার দলবল নিয়ে কি করবে তা কোনক্রমে নিকের কানে গেছে—তাই সে আর তাদের বাইরে থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষা করেনি। বৃষ্টিতে ওদের ওয়্যাগনগুলো অনেক ছড়িয়ে পড়ায় নিকের জন্যে আরও সুবিধা হয়েছে। যোগ্য আর সুদক্ষ পরিচালনায় কাজ হাসিল হয়েছে সুন্দর ভাবে—সন্দেহ নেই।

কিন্তু নিকের একটা অসুবিধাও রয়েছে। শুধু ওয়্যাগনগুলো দখল করলেই চলবে না ওর, সেগুলোকে জায়গা মত চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এত লোকজন নেই তার দলে। অন্তত ওয়্যাগনগুলো সে যেখানে নিতে চায় সেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত চালক হিসেবে বেশ কিছু লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তার। মেয়েদের ওপরেও এই মুহূর্তে কোন নির্যাতন হবে না, কারণ গোলমাল না করে ফোর্ট থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইবে নিক। অর্থাৎ এখন হঠাৎ কপাল গুণে একটা সৈন্য দলের সাথে দেখা না হলে, কিংবা এরফান কিছু করতে না পারলে ওদের আর বাঁচার কোন আশাই নেই।

অবশ্য ওয়্যাগন ট্রেনের কেউ এখনও জানে না যে এরফান জীবিত আছে। এটাই তার সফল হওয়ার অনুকূলে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

টাঙে পৌঁছে ওয়্যাগন ট্রেনের পরিত্যক্ত জায়গাতেই আগুন জ্বেলে সাথে করে বয়ে আনা বাকি মাংসটুকু খেয়ে নিল এরফান। পানি খেতে গিয়ে এই দুদিনের মধ্যে প্রথম বারের মত ক্ষতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করল। মাথা ধুতে গিয়ে সে টের পেল যে গুলিটা তার খুলিতে লেগে ঘুরে মাথার চামড়ার তলায় এসে উঁচু হয়ে রয়েছে। চুল সরিয়ে খুব সাবধানে ছুরি দিয়ে মাথার চামড়া অল্প একটু কেটে জোর করে টেনে গুলিটা বের করে ফেলল সে তারপর ক্ষতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বিশ্রাম নিল।

অনেক রক্ত হারিয়েছে, আর অনেক হেঁটেছে সে। কিন্তু তবু বেশ অনেকটা ভাল বোধ করছে এখন। মাত্র অল্প কিছুটা পথ এসেছে সে গত দুইদিনে নিক এতক্ষণে অন্তত চল্লিশ মাইল পথ এগিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে সে পায়ে হেঁটেই ওদের ধরে ফেলতে পারত কিন্তু এই অবস্থায় ঘোড়া ছাড়া এরফানের পক্ষে ওদের নাগাল পাওয়া অসম্ভব।

চাকার দাগ দেখে এরফান ধারণা করল ওয়্যাগন ট্রেইনটা লিটল বিগ হর্নসের দিকেই গেছে। এখান থেকে বিশ মাইল। পানি সাথে নেয়ার কোন পাত্র নেই ওর কাছে। তবু সদ্য বৃষ্টি হয়েছে বলে হয়তো পথে মাঝে মধ্যে গর্তে জমে থাকা পানি পেয়ে যাবে এই আশায় বুক বেঁধে আবার রওনা হয়ে গেল সে।

তার সাথে একটা রাইফেল থাকলে আর খাবার চিন্তা করতে হত না তাকে। প্রচুর শিকার পাওয়া যায় এখানে। পথে অনেক বন-মুরগী, আর খরগোশ পড়ল

সামনে। বিকেলের দিকে কয়েকটা হরিণও দেখল সে। কিন্তু এখানে নেকড়ে নেই যে তার হয়ে শিকার করে দেবে।

দূরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দেখে চট করে ঝোপের ভিতর লুকাল এরফান। এত দূর থেকেও ইন্ডিয়ানদের চিনতে ভুল হয়নি তার। একটু কাছে আসতেই সে দেখল ছয়জন ইন্ডিয়ান ওয়্যাগন ট্রেইল ধরেই এগিয়ে আসছে।

শক্ত করে ছুরি ধরে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে সে। নবীন সু যোদ্ধা এরা। কোনক্রমে এরফানের খোঁজ পেলে সাথে সাথেই বিনা দ্বিধায় খুন করবে ওরা তাকে। একটা ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে। হঠাৎ কেন যেন লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল ওরা। এরফান লক্ষ করল ওদের মধ্যে লম্বা গড়নের একজন ইন্ডিয়ান তার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে এদিকে রওনা হতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সাথীদের ডাকে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে গেল চলে যাবার সময়েও দুবার সে এদিকে ফিরে চেয়ে দেখল।

এরফান চট করে তার গুপ্ত জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল না। পাহাড়ের পাথর আর ঝোপের আড়ালের পুরো সুযোগ নিয়ে লুকিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল সে। কয়েক মিনিট পরেই ও দেখতে পেল সাদা-কালো ফুটি দেয়া টাট্টু ঘোড়ায় চড়া সেই ইন্ডিয়ানটা ফিরে আসছে।

বোঝাই যাচ্ছে সামনে এগিয়ে ওই একই পায়ের ছাপ আর দেখতে না পেয়ে সে বুঝে নিয়েছে কেউ একজন ঝোপের-ভিতর লুকিয়ে আছে। দলের অন্য সবাইকে কিছু না বলে সে একাই চলে এসেছে লোকটাকে খুঁজে বের করে খুন করার জন্যে। এরফান ভাল করে লক্ষ করে দেখল—ইন্ডিয়ান লোকটা ক্ষিপ্র আর শক্তিশালী। কিন্তু এরফান ভাবছে অন্য কথা, ওই পোনিটার কথা। ওটা যদি কোনমতে হাত করতে পারে সে তবে তার অনেক সমস্যার সমাধান হয়। উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

সিউ লোকটা পায়ের দাগ ধরে এরফানের প্রথম আস্তানাটার দিকে এগিয়ে গেল। অত্যন্ত সাবধানে ঝোপের ভিতর আরও পিছনে সরে গেল এরফান। পিছু হটে যাবার সময়ে ঘাস, পাতা সব আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে তার চলার সব চিহ্ন ঢেকে ফেলল সে নিপুণ হাতে। লোকটাকে আক্রমণ করতে যাওয়া তার এই দুর্বল অবস্থায় আত্মহত্যারই সামিল হবে। প্রথম চোটেই ঘায়েল করতে না পারলে আক্রমণ করে কোন লাভ নেই

একটা ঘন ঝোপের কাছে এসে ঝোপটার পিছনে গিয়ে ঘাসের ভিতর লুকিয়ে শুয়ে পড়ল সে। মাটির সাথে একেবারে লেপ্টে সোজা করে রাখা রয়েছে ওর বাম পা, কিন্তু ডান পা-টা মাটির সাথে মিশে থাকলেও ওটা ভাঁজ করে একটা খাঁজের সাথে পায়ের পাতা আটকানো। দরকার পড়লে দ্রুত নড়তে বা লাফ দিতে পারার জন্যেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে এরফান। ছুরি আঁকড়ে ধরা হাতটা ঘেমে উঠেছে তার অপেক্ষার উত্তেজনায়। বাম হাতের হাতায় হাত মুছে নিল সে।

ঝোপের ভিতর থেকে কোন শব্দই শুনতে পেল না এরফান, কিন্তু চোখ তুলে হঠাৎ একেই দেখতে পেল লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেদহীন

শক্তিশালী পেশীগুলো দেখা যাচ্ছে। তার চোখ সামনের উপত্যকার ঝোপগুলো খুব খেয়াল করে নিরীখ করছে। ওর হাতে একটা ধনুক, তাতে ধনুক ছোঁড়ার জন্যে তীর লাগানোই আছে।

এরফানকে বলে দিতে হলো না ওর পক্ষে কত দ্রুত ওই তীর ছোঁড়া সম্ভব—সে আগেও সুদের তীর ছুঁড়তে দেখেছে। একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে সে। খুব ধীরে শ্বাস নিচ্ছে, তার চোখ দুটো আটকে রয়েছে সু যোদ্ধাটার ওপর। এখন আর কোন উপায় নেই, খুব কাছে এসে পড়েছে লোকটা—একটু পরেই সে ধরে ফেলবে পিছিয়ে এসে এরফান কোথায় লুকিয়েছে। আচমকা নিঃশব্দে আক্রমণ করে প্রথম আঘাতেই ওকে শেষ করতে না পারলে আর রেহাই নেই তার।

লোকটার বয়স কম হলে কি হবে, খুব সাবধানী। যুদ্ধ করে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও তা ওর চলাফেরা দেখলেই বোঝা যায়। ছুরিটা শক্ত মুঠোয় ধরে অপেক্ষা করে রইল এরফান।

ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে লোকটা উবু হয়ে পায়ের ছাপগুলো দেখল, তারপরেই হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইল। লোকটা এরফানের এত কাছে রয়েছে যে প্রতিটি ভাবের বদল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে ওর মুখে। লোকটা টের পেয়ে গেছে যে যাকে অনুসরণ করছে, সে পালাবার চেষ্টা করছে না। ছাপ্ গোপন করার কৌশল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর জানা আছে।

নড়ে উঠল এবার লোকটা—ধীর পায়ে এরফানের দিকেই এগিয়ে আসছে। লম্বা ঘাসের ওপর তার পায়ের চাপে ঘাস সামান্য বাঁকা হচ্ছে।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল এরফান। প্রায় তার উপরে এসে পড়েছে লোকটা, কিন্তু তার নজর সামনের দিকে দূরের ঝোপগুলোর ওপর। একটু ইতস্তত করল সে, দম বন্ধ করে আছে এরফান—এক পা, তারপর আর এক পা আগে বাড়ল ইন্ডিয়ানটা।

লম্বা একটা নিঃশব্দ লাফে উঠে দাঁড়াল এরফান। সামান্য শব্দে কিংবা আন্দাজেই বিপদ আঁচ করে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল সে। তীর ধনুক ব্যবহার করার আর সময় নেই, এরফান অনেক কাছে এসে গেছে। ওগুলো হাত থেকে ফেলে দিয়ে কোমরে গোঁজা ছুরি বের করার চেষ্টা করল সে। আঘাত হানল এরফান কিন্তু ছুরিটা ওর হাতের ওপরের অংশে পড়ল।

দরদর করে রক্ত বেরিয়ে হাতটা লাল হয়ে গেল ওর। এরফানের বাম হাতের একটা ঘুসি তার মুখের ওপর পড়তেই একটু টলে উঠে পিছিয়ে গেল সে। এবার নিচের দিকে পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালাল এরফান। এবারও লোকটা ঠেকিয়ে দিল ওর আঘাত। পেটের কাছে কেবল একটা সরু লাল আঁচড় দেখা যাচ্ছে। ছুরি বেরিয়ে এসেছে এখন ওর হাতে।

বাম হাতে আবার একটা ঘুসি মেরে ছুরিটা দিয়ে খোঁচা মারল এরফান। এবার জায়গামত বিঁধে গেল ছুরিটা। হাঁ করে শ্বাস নিল ইন্ডিয়ান লোকটা, তার কালো চোখ দুটো লড়াইয়ের উন্মাদনা, ঘৃণা আর ব্যথায় ভীষণ দেখাচ্ছে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

ওর দেহটার পাশেই বসে পড়ল এরফান। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে সে। একটু জিরিয়ে নিয়ে ইন্ডিয়ান যোদ্ধার দেহটা চিত করে নিজের ছুরিটা বের করে ঘাসে মুছে নিল সে। এখানে আর থাকা নিরাপদ হবে না, ওর সঙ্গীরা এখনই ফিরে এসে ওর খোঁজ করবে। ওর ফেলে দেয়া তীর-ধনুক তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল এরফান।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটু ইতস্তত করল সে। সেই সাদাকালো পোনিটা মাত্র বিশ ফুট দূরেই একটা গাছের সাথে বাঁধা। এগিয়ে গেল এরফান—রক্তের গন্ধ পেয়ে ঘোড়াটা ঝটকা দিয়ে মাথা তুলে বড় বড় ভীত চোখে চাইল ওর দিকে। এগিয়ে গিয়ে ওর লাগাম ধরে নিচু স্বরে কথা বলে আর ওর কাঁধে আদর করে কয়েকটা মৃদু চাপড় মেরে শান্ত করল সে ঘোড়াটাকে।

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল এরফান। জিন থাকে না ইন্ডিয়ানদের ঘোড়ায়, খুব অসুবিধা হচ্ছে দুর্বল শরীর নিয়ে এভাবে ঘোড়া চালাতে—কিন্তু উপায় নেই। ইন্ডিয়ান বাকি পাঁচজনকে যেদিকে যেতে দেখেছে সেদিকে না গিয়ে উত্তর দিকে চলল সে অন্যপথ ধরে। লড়াইয়ের জায়গা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে চলে আসার পর সে আবার লিটল বিগ হর্নসের পথ ধরে অনেক দূর এগুলো। উত্তেজনা আর অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মাথাটা দপদপ করছে ওর—গা গুলিয়ে উঠে বমি আসছে তার—আর পারছে না, ভীষণ দুর্বল বোধ করছে এরফান। দুর্বল শরীর নিয়ে আর জিন ছাড়া ঘোড়ার ওপর বসে থাকতে পারল না—মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল সে। ঘোড়াটা স্বাধীনতা পেয়ে একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরফান যখন চোখ খুলল চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। হামাগুড়ি দিয়ে একটা মোটামুটি আশ্রয় খুঁজে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এখন তার সবচেয়ে বেশি দরকার বিশ্রাম।

ভোরের বেলা ঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে তার ঘুম ভাঙাল। অল্প দূরেই লিটল বিগ হর্নসের ঝর্নাটা দেখতে পেল সে। ঘোরের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে যে সে এতদূর চলে এসেছে ভাবতেই পারেনি এরফান। স্নান সেরে নিয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করে হেঁটে এগিয়ে গেল সে। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ঘোড়াটাকে হারালেও তীর ধনুক হারায়নি ও। যদিও ওতে তেমন হাত নেই তার, তবু বলা যায় না, কিছু একটা শিকার হয়তো কপাল গুণে পেয়েও যেতে পারে। ওয়্যাগন ট্রেনটা যেখানে আস্তানা গেড়েছিল সেই জায়গায় হাজির হলো এরফান।

একটা উঁচু বড় গাছের কাছে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে সে, হঠাৎ ঝোপের মধ্যে কিসের যেন একটা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল। চট করে লুকিয়ে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল এরফান। আবার শোনা গেল শব্দটা।

একটা ঘোড়া ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলছে। একটু খোলা জায়গায় এসে এখন সেটা ইতস্তত করছে। কান খাড়া করে থেকে সে আর একটা শব্দ শুনতে পেল। তারপরেই তিনজন ব্রুল ইন্ডিয়ান চোখে পড়ল ওর। সন্দেহ নেই ওরা ওই ঘোড়সওয়ারকেই অনুসরণ করছে তার অজান্তে। ঘোড়াটা আবার আগে বাড়তে আরম্ভ করল। সরাসরি এরফান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেই আসছে ঘোড়াটা!

ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে তৈরি হলো এরফান। অপেক্ষা করছে সে। এরফানের বেশ কাছেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল ঘোড়াটা। মুহূর্তে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তারই ঘোড়া, ডোনটা বেরিয়ে এসেছে ঝোপের ভিতর থেকে।

সাবধানে একটা হাত তুলল সে। ঘোড়াটা মাথা তুলে চাইল ওর দিকে। চিনতে পেরেছে তাকে ঘোড়াটা—ইশারা অনুযায়ী থেমে দাঁড়াল ওটা। ওর দিকে এগিয়ে গেল এরফান। ঘোড়াটাও গলা বাড়িয়ে ওকে একবার শুঁকে দেখে মালিক সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলো। এরফান তার কানেকানে বলল, 'লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়াও, একটা কাজ সারতে হবে আমার।' ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো খাপ থেকে নিজের উইনচেস্টারটা বের করে নিল সে।

একজন ইন্ডিয়ান ঘোড়াটাকে সওয়ারহীন মনে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। এরফানকে দেখে ভীষণ ভাবে চমকে উঠেই ঝট করে রাইফেল তুলে গুলি করল লোকটা। রাইফেল না উঠিয়ে কোমরের কাছ থেকেই গুলি চালাল এরফান—পড়ে গেল লোকটা। সময় নষ্ট না করে দ্বিতীয় ইন্ডিয়ানটার দিকে গুলি ছুঁড়ল সে। মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো ওরা দুজন।

ঘোড়ায় উঠে বসল এরফান। খাবার আর গুলি সবই রয়েছে ঘোড়ার ওপর একটা ব্যাগে। কি ঘটেছিল বোঝাই যাচ্ছে—গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে প্রথমে ছুটে পালিয়েছিল ঘোড়াটা, পরে ভয় কেটে গেলে তার পরিচিত আর সব ঘোড়ার সঙ্গ খুঁজতে ওয়্যাগন ট্রেনের পিছু পিছু হাঁটা আরম্ভ করেছিল।

কয়েক মিনিট ঘোড়া চালিয়েই এরফান বুঝে নিল ওয়্যাগন ট্রেনটা এখান থেকে বিগ হর্নসের দিকেই রওনা হয়েছে। সাত পাঁচ ভেবে সে ফোর্টের দিকে গিয়ে সাহায্য নেয়াই ভাল মনে করল।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফোর্টের দিকে রওনা হলো সে। শরীর খুব দুর্বল হলেও নিজের ঘোড়া আর রাইফেল ফেরত পেয়ে সে মনে মনে অনেক সবল বোধ করছে। ডানটাও তার পুরোনো মালিককে পিঠে চাপাতে পেরে খুশি মনে বেশ দ্রুত ছুটে চলেছে। নদীর পুব পাড় আর অন্যপাশে ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে একটা অনেক পুরোনো বিরাট চুলো নজরে পড়ল তার।

এটাই হচ্ছে সুদের সাথে কাস্টারের প্রচণ্ড লড়াইয়ের ক্ষেত্র। পুরো এলাকাটাতেই তার বিভিন্ন চিহ্ন পড়ে আছে। টুপি, ছেঁড়া কাপড়, বৃষ্টি বাদলে ক্ষয়ে যাওয়া জিন, পানির কৌটা ইত্যাদি নানা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। অল্প জায়গাতেই ঊনসত্তরটা কবর দেখল সে। একটা গাছের তলায় সৈনিকের টুপি পরা একটা মাথার খুলি পড়ে আছে।

থামল না এরফান। নষ্ট করার মত সময় নেই তার। মাঠটা পার হয়ে আবার ফিরে নদীর ধার ঘেঁষে চলতে লাগল সে। মাঝে একবার মাত্র নদীর ধারে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল ও। প্রায় ভোরের দিকে দূরে ফোর্টটা নজরে পড়ল তার।

এখনও সৈন্যদের ব্যারাকের নির্মাণ কাজ চলছে। এত ভোরেও কিছু কাঠ মিস্তিরি কাজে যাচ্ছে। ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে অবসন্ন দেহে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকল এরফান।

তাকে বাধা দিল প্রহরী। সে যে রেড ইন্ডিয়ান নয় দেখে অবাক হলো সেন্ট্রি। বড় বড় দাড়ি হয়ে গেছে, মাথার ক্ষতে এখনও রক্ত জমে আছে, জামা কাপড় ধুলো আর কাদায় একাকার। 'তোমাদের কম্যান্ডিং অফিসার কোথায়?' প্রশ্ন করল এরফান।

সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে হাত তুলে একটা তাঁবু দেখিয়ে দিল সে। ঘোড়া নিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেল এরফান। মনে মনে সে চাইছে তার পরিচিত আগের অফিসারটাই যেন থাকে। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল সে। তাঁবুর ক্যানভাসের ঝাঁপটা তোলাই রয়েছে।

লম্বা একজন সোনালী চুলওয়ালা যুবক তার ক্যাম্প টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছে। এরফান কথা বলতেই কাজে বাধা পেয়ে বিরক্ত চোখ তুলে তাকাল সে। সংক্ষেপে ঘটনা খুলে বলল এরফান। কিন্তু বর্ণনা করার সময়েই অফিসারের চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখল সে।

'তুমি আমার কাছে একদল সৈন্য তোমার সাথে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছ?' প্রশ্ন করেই ওর জবাবের অপেক্ষা না রেখেই সে আবার বলল, 'কিন্তু আমার প্রতি নির্দেশ আছে যে আমি দরকার মনে করলেও যেন কোনক্রমেই কোথাও সৈন্য না পাঠাই। আর তাছাড়া তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে বিরোধটা ওয়্যাগন ট্রেইনের লোকজনের নিজেদের মধ্যে, ইন্ডিয়ানদের সাথে নয়--এসব আমার মাথাব্যথা নয়।'

'কিন্তু শোনো!' প্রতিবাদ করল এরফান, 'লোকগুলো দাগী আসামী! ওদের একজন হচ্ছে ন্যাচেস হত্যাকাণ্ডের নায়ক সিম বয়েন!'

'আমি দুঃখিত,' মাথা নাড়ল অফিসার। 'আমার পক্ষে এ ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমার নির্দেশ হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের সাথে গোলমাল এড়িয়ে এই দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করা। কোন ওয়্যাগন ট্রেইন বা সিম বয়েন বলে কোন লোকের সম্পর্কে আমার কাছে কোন খবর আসেনি। ফালতু এক লোক এসে চাইলেই আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে পারি না!'

'শোনো হে, ছোকরা—মুখ সামলে কথা বলো,' খেপেছে এরফান। 'আমি একজন ইউ.এস. ডেপুটি মার্শাল!'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ করে বলল অফিসার। 'তা, সাথে কাগজপত্র আছে তো? নাকি মুখে মুখেই?'

কাগজ বের করার জন্যে পকেটে হাত দিল এরফান। নেই! ওরা কাগজটা নিয়ে গেছে! 'না, নেই,' রাগে লাল হয়ে জবাব দিল সে। 'ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে ওটা।'

কাঁধ উঁচাল অফিসার। 'আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না। আসলে আমি বদলীতে কাজ করছি, কম্যান্ডিং অফিসার সোমবারেই ফিরে আসবেন, হয়তো

তিনি সাহায্য করতে পারবেন তোমাকে।'

'সোমবার?' চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠল এরফানের। 'কিন্তু সে তো এখনও তিনদিন—অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন!'

'আমি দুঃখিত,' বলে মাথা নিচু করে নিজের কাজে মন দিল সে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ক্যাম্পের বাবুর্চিখানার দিকে এগুলো সে। চুলো থেকে তখনও অলসভাবে ধোঁয়া উঠছে। 'খাবার কিছু আছে?' প্রশ্ন করল এরফান ক্লান্ত স্বরে।

'নিশ্চয়ই।' ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে উৎসাহের সাথে জবাব দিল বাবুর্চি। 'তোমার এই অবস্থা হলো কি করে, কি ব্যাপার?'

খাওয়ার শেষে কফির কাপ হাতে ব্যাখ্যা দিল এরফান। মাথা ঝাঁকাল শেফ, 'এই অফিসারের কাছ থেকে এর বেশি আশা করাও যায় না আদেশ না পেলে বা আইনে না থাকলে এক পাও এদিক ওদিক নড়বে না।'

'কিছু খাবার প্যাক করে দিতে পারবে তুমি আমাকে?'

অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল সে। 'তুমি কি আবার ওদের পেছনে যাচ্ছ নাকি? এই অবস্থায়?'

'হ্যাঁ, একটু পরেই যেতে হবে আমাকে।'

'তোমার কিছু বিশ্রাম দরকার। তোমার ঘোড়াটারও তাই দরকার। তোমার জন্যে খাবার আমি প্যাক করে দেব, চিন্তা কোরো না। আর হ্যাঁ ভাল কথা, এখানে ওই তৃতীয় বাড়িতে একজন ছুতোর থাকে, ওর কাছে একেবারে নতুন দুটো কোল্ট পিস্তল আছে তোমার কাছে টাকা থাকলে ওগুলো কিনতে পারো তুমি।'

দিনের আলো ফুটতেই কোমরের দুপাশে দুটো কোল্ট ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল এরফান। এখনও কোন প্ল্যান করেনি সে, বর্তমানে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনমতে ওই ওয়্যাগন ট্রেনটার কাছাকাছি পৌঁছানো। তারপর রাউডি বা ডেনিসের সাথে যদি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়—মানে কিছু সৎ লোকের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারলেও একটা মোটামুটি আশা থাকবে জেতার।

পরদিন সকালে সে আবার ওয়্যাগন ট্রেনের ট্রেইলের দেখা পেল। ফোর্টের ক্যাম্পে দাড়ি কামিয়ে গোসল করে মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সে। ফোর্টের ডাক্তার তার ক্ষত ভাল করে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে।

কোল্ট দুটো পরীক্ষা করে দেখল এরফান। সত্যিই সুন্দর মাপ আর ওজন মত বানানো হয়েছে ওগুলো। তার আগের পিস্তলগুলোর চেয়ে অনেক উন্নত মানের অস্ত্র এগুলো। দুটো খরগোশের ওপর নিজের তাক পরীক্ষা করে দেখে নিল সে তারপর যত্নের সাথে খালি ঘরে দুটো গুলি ভরে পিস্তল দুটো আবার খাপে রেখে দিল।

ঘোড়া চালানো আর বিশ্রাম করার মধ্যেই কাটল ওর বেশির ভাগ সময়। কেবল বিশ্রাম নেয়ার সময়েই কফি অথবা সূপ তৈরি করে খেয়েছে সে, এছাড়া অন্য সময়ে ঘোড়ার ওপরই খাওয়া সেরেছে। এফ.সি. স্মিথ ফোর্টের ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে দেখল একটা লোকের দেহ পড়ে আছে। লোকটা পল

ডোভারম্যান। দেহটা ঝোপঝাড় দিয়ে আংশিক ঢাকা রয়েছে। অমানুষিক ভাবে নির্মম প্রহার করার পরে তিনটে গুলি করা হয়েছে তাকে।

কঠিন হয়ে উঠল এরফানের মুখ। লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দ্রুত দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাল সে। চাকার দাগ একটা গভীর উপত্যকায় নেমে গেছে। উঁচু পাহাড়ের ভিতর ঢুকে গেছে উপত্যকাটা। ওদিক দিয়ে যাবার কোন পথ নেই। ঘোড়াকে এবার সাবধানে হাঁটিয়ে নিয়ে এগুলো সে। ওয়্যাগন ট্রেনের কাছাকাছি এসে পড়েছে—চাকার দাগ পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

একটা ছোট্ট পানির ধারার কাছে থেমে সেখানে পানি খেয়ে নিল এরফান। একটা গোঙানির শব্দ শুনে ঝট করে পিস্তল হাতে ঘুরে দাঁড়াল সে। হিরাম ম্যাক্সওয়েলের সাথে চোখাচোখি হলো তার।

সামনেই পানির ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে হিরাম—মুখটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার! ছুটে চলে এল এরফান ওর পাশে। ওর কাঁধে হাত রেখে সে ডাকল, 'হিরাম! কি হয়েছে তোমার? এমন কি করে হলো?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করল হিরাম। 'এরফান···শেষ করো ওকে। নিক···মেরে ফেলো···' স্বর মিলিয়ে গেল ওর। লোকটা যে কিভাবে এখনও কথা বলতে পারছে সেটাই আশ্চর্যের বিষয়। একটা দুটো নয়, পাঁচ পাঁচটা গুলি করা হয়েছে ওর পেটে!

'তুমি···ঠিক বলেছিলে···লোকটা···' একটু দম নেয়ার জন্যে থামল সে। 'চুরি করে গুলি করেছে···যাও···শিগ্‌গির।'

পানির বোতল খুলে ওকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করল এরফান, কিন্তু হাত দিয়ে ঠেলে বোতল সরিয়ে দিল হিরাম। 'যাও···ওকে শেষ করো!'

হঠাৎ একটা নতুন শব্দ কানে এল তার। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল সে। আবার শুনল সে শব্দটা···কুঠারের আঘাতে গাছ কাটার শব্দ।

তাহলে সে সত্যিই খুব কাছে পৌঁছে গেছে। পিস্তল দুটো টেনে একটু ঢিলে করে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। তার প্রত্যেকটা স্নায়ু শান্ত হয়ে তৈরি হয়ে আছে।

বারো

ওয়্যাগন ট্রেনের লোকদের কার ভাগ্যে যে কি ঘটছে কিছুই জানে না এরফান। সে শুধু এটা বুঝছে যে রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ও এখন। এইবার শেষ বারের মত নিক উলফের মুখোমুখি হবে সে···পিস্তল হাতে। কিন্তু এই লড়াইটা ঠিক তার আগের অন্যান্য লড়াইয়ের মত নয়। এর ওপরই নির্ভর করবে অনেকের জীবন আর তাদের সুখের স্বপ্ন।

এই কারণেই তাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সতর্ক ভাবে প্ল্যান তৈরি করতে

হবে। একমাত্র খুব দ্রুত আঘাত হানতে পারলেই তাদের জয় সম্ভব। কোনমতেই রিপক্ষ দলের গুণ্ডাগুলোকে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়ার সময় দেয়া চলবে না। কৌশলে নিজের লোকেদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার একটা ফন্দি তার খুঁজে বের করতে হবে।

যে করেই হোক নিককে খুঁজে বের করে তাকে শেষ করতেই হবে। এই সবকিছুর গোড়াই হচ্ছে নিক—সে-ই চালাচ্ছে সবাইকে, সুতরাং তাকে হত্যা করতে পারলেই ওদের ভাঙন ধরবে।

হিরাম ম্যাক্সওয়েলকে ওভাবে খুন করার থেকেই বোঝা যায় কি ধরনের নিষ্ঠুর, বিকৃত মস্তিষ্ক আর নীচ খুনী সে। ওই ভাবে কোন মানুষকে পেটে গুলি করে ফেলে রাখার অর্থ হচ্ছে লোকটা যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার আগে না মরে। কোনরকম সাহায্যেই আর হিরামের কোন উপকার হবে না—মরতেই হবে তাকে।

হিরামের কাছ থেকে সরে এসে ঝোপের মধ্যে ভাল ঘাস আছে এমন জায়গায় ঘোড়াটাকে লুকিয়ে বেঁধে রাখল এরফান। পিস্তল দুটো বের করে আর একবার পরীক্ষা করে দেখল, বেল্টের সব কয়টা ঘরে গুলি ভরা আছে কিনা তাও দেখে নিল। তারপর ঝোপের আড়াল দিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গেল সে। একটা ক্লিফের ধারে এসে থামল এরফান।

নিচে, মাত্র ষাট ফুট দূরে একটা পাহাড়ের দেয়ালে ঘেরা সবুজ উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। ক্লিফের উপর থেকে একটা ছোট্ট জলের ধারা নিচে খানিকটা জমে থাকা পানির ওপর আছড়ে পড়ছে। কাছেই কয়েকজন লোক লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ির কাঠামো তৈরি করতে লেগে গেছে। ওদের পাহারা দিচ্ছে নিকের লোক।

এই কারণেই তবে ওদের এখনও মারা হয়নি! একেবারে শেষ পর্যন্ত ওদের ব্যবহার করে নিচ্ছে সিম বয়েন। মেয়েদের কোন চিহ্ন দেখা গেল না ওখানে।

ক্লিফের ধারে শুয়ে ভাল করে ওদের অবস্থানটা খেয়াল করে দেখল এরফান। ভিতরে ঢোকার একটাই মাত্র পথ আছে যেটা ব্যবহার করা যেতে পারে। যে পথ দিয়ে ওরা ওয়্যাগন নিয়ে ঢুকেছে সেই পথটায় নিঃসন্দেহে অনেক লোক পাহারায় থাকবে। এ ছাড়া আর একটা পথই আছে, সেটা হচ্ছে ওদিককার পাহাড়ে একটা ফাটল। ঢালু হয়ে গিয়ে নিচের উপত্যকায় মিশেছে। শুয়ে শুয়েই সে লক্ষ্য করল কয়েকজন লোক কুড়াল কাঁধে ওই দিকেই রওনা হলো। দুজন গার্ডও গেল ওদের পিছু পিছু। বোঝা গেল ওখান থেকেই ঘর বানাবার কাঠ কাটছে ওরা। যেখান দিয়ে ষাঁড়ের সাহায্যে কাঠ টেনে নেয়া হয়েছে সেখানে কাঠ-টানার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে।

নিজের জায়গা থেকে পিছিয়ে গিয়ে গাছের আর ঝোপের আড়াল দিয়ে সে ওই পাহাড়ের ফাটলটার দিকে রওনা হয়ে গেল। মাত্র মাইলখানেক পথ, কিন্তু ওইটুকু যেতেই ওর একঘণ্টার উপরে লেগে গেল। ওরা তাকে দেখে ফেলতে পারে এমন কোন ঝুঁকি নেয়নি সে।

ওখানে পৌঁছেই কুঠার দিয়ে কাঠ কাটার শব্দ কানে গেল তার। একটা ঘন ঝোপের আড়ালে নিজেকে ভাল মত গোপন রেখে ওদের ওপর নজর রাখতে লাগল। সবাইকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

ছয়জন লোক আর দুজন গার্ড গার্ড দুজনের হাতে রয়েছে ছররা বন্দুক। এরফানের সামনেই তৃতীয় একজন গার্ড ক্যাম্প থেকে আরও দুজনকে পৌঁছে দিয়ে গেল। লোক দুজনকে চিনতে অসুবিধা হলো না—একজন রাউডি আর অন্যজন সায়মন হকিনস।

একটু অপেক্ষা করে মাথাটা একটু উঁচিয়ে লুক পাখির ডাক ডাকল এরফান। ওর তীক্ষ্ণ চোখ খেয়াল রেখেছে রাউডির দিকে। দেখল ডাকটা শুনে সিধে হয়ে গেল রাউডি, তারপর ডান হাত দিয়ে নিজের ভুরু মুছল। রাউডি শুনেছে তার ডাক···সে জানে!

হঠাৎ তার উল্টো দিকে ওদের পিছনে ঝোপের ভিতর থেকে রাইফেল হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটা এমিল ব্যাশার।

এরফান স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে তার, বুকটা উত্তেজনা আর আশঙ্কায় ঢিপঢিপ করছে, রাউডি যদি তার পাখির ডাক শুনে থাকে তবে এমিলও নিশ্চয়ই শুনেছে, আর এমিলের হাতে রাইফেল থাকার মানেই হচ্ছে সে-ও নিকের দলের লোক। ইন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেছে এমন যে-কোন লোক ওই ডাক চিনবে। তবে এমিলের চেহারায় কোনই পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না—বোঝা যাচ্ছে না সে ডাকটা শুনেছে কিনা।

রাউডি তার গাছ কোপানোর জায়গা বদলাল। এখন এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে যে চোখ তুললেই সে এরফান যেখানে লুকিয়ে আছে সেদিকটা দেখতে পাবে। গাছে একটা কোপ দিয়েই সে আবার সোজা হয়ে ডান হাত দিয়ে নিজের ভুরু মুছল। এরফানকে সে জানিয়ে দিতে উদগ্রীব যে সে ডাকের মর্ম বুঝেছে আর যে-কোন পরিস্থিতির জন্যেই সে তৈরি আছে।

এমিলের দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে চমকে উঠল এরফান। আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ঝোপের ভিতর আরও পিছনে সরে গেল এরফান। ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে তার হাতে। গাছের আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা সরে গিয়ে একটা উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে লুকাল সে।

ইচ্ছাকৃত ভাবে ঝোপের মধ্যে দিয়ে আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল ব্যাশার। যেখান থেকে ডাকটা এসেছিল সেই জায়গায় পৌঁছে একটু দাঁড়াল সে। তারপর তার রাইফেলটা একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে রেখে প্রায় বিশ ফুট হেঁটে গিয়ে অন্য একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসে পাইপ ধরাল এমিল।

তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সে ভাল করেই জানে যে এরফান বা অন্য কেউ আশেপাশেই আছে। যে-ই থাক, এমিল বোঝাতে চাইছে যে ওকে ভয় করার কিছু নেই। নিশ্চিত হতে না পেরে চুপচাপ অপেক্ষা করল এরফান। অল্পক্ষণ পরে মুখ থেকে পাইপটা বের করে এমিল বলে উঠল, 'জেসাপ, ডাকটা যদি তুমিই

দিয়ে থাকো ভয়ের কিছু নেই, কথা বলতে চাই আমি তোমার সাথে। ডাকটা তোমার স্বরের মতই লাগল।'

শুধু মাত্র এমিল শুনতে পায় এমন ভাবে এরফান জাবাব দিল, 'তুমি ভাল লোক বলেই জানতাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তুমি বিপক্ষ দলের সাথে রয়েছ—তোমাকে হত্যা করতে হবে আমার।'

'শার্টের তলায় পিস্তল আছে আমার,' জবাব দিল এমিল। 'কিন্তু সেটা বের করার আগেই অনায়াসে তুমি আমাকে গুলি করে শেষ করতে পারবে। অবশ্য তুমি গুলি করবে না জানি, সম্ভবত নীরবে কাজ সারার জন্যে ছুরি নিয়ে তৈরি হয়ে আছ, কিন্তু সে কথা যাক, সামনে আসতে না চাইলেও ক্ষতি নেই, ওখান থেকেই না হয় আমার কথা তুমি শোনো।

'মেয়েরা সবাই এখন পর্যন্ত নিরাপদেই আছে কিন্তু আজই ওদের নিরাপদ থাকার শেষ দিন। আমি অনেক বুঝিয়েছি নিককে যে মেয়েরা ভাল থাকলে পুরুষেরা কোন ঝামেলা করবে না, কিন্তু নিক মানতে নারাজ। মিস ওয়েস্টকে পাবার জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে সে। ভাবতেই পারেনি সে যে ওই মেয়েটাকে পাওয়া এত কঠিন হবে।

'আমি তোমার সাথেই আছি। রাউডির সাথেও আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি। হকিনস আর আরও কয়েকজন আছে আমাদের সাথে, আমরা একটা খসড়া প্ল্যানও তৈরি করেছি, কিন্তু সেটাতে সফল হওয়ার আশা কম।'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এরফান। ওকে দেখে হেসে এমিল বলল, 'চেহারা দেখে তো তুমিও খুব একটা সুখে ছিলে বলে মনে হয় না। যাক, তুমি যে কাউকেই বিশ্বাস করছ না এটা দেখে খুশি হলাম। অনেক খারাপ কাজ করেছি আমি জীবনে, কিন্তু একবার সবার হিরো, সবার সম্মানের পাত্র হবার পরে সবকিছুই কেমন যেন ভিন্ন হয়ে যায়। এটা মানুষকে তার সম্মান বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে লোভে পড়ে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর ওদের সাথে থাকতে পারছি না আমি।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, এমিল। আমাদের হাতে সময় বড় কম। কিছু করতে হলে আমাদের এই মুহূর্তেই আঘাত হানতে হবে। কিন্তু রাইফেল আর ওই বন্দুকগুলো তুলে দিতে হবে কয়েকজন ভাল লোকের হাতে। ওই কাঠুরে সব কয়জন ভাল লোক বলেই আমার ধারণা।'

'ভাগ্য ভাল থাকলে আমাদের জয় হবে। বাকি অস্ত্রশস্ত্র সব ওই যে দুটো কেবিন তৈরি শেষ হয়েছে তারই একটার মধ্যে আছে। নিকও ওখানেই আছে। মেয়েদের সবাইকে রাখা হয়েছে অন্য কেবিনটায়। ওর দলে প্রায় তিরিশ জন লোক আছে এখন। ওর ধারণা আমিও ওর সাথেই আছি। ওদের জন্যে অনেক টাটকা মাংসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি শিকার করে।

'লোকটা পাগল, এরফান। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ আর খুনী। আর ভয়ানক! যেভাবে হিরামকে মেরেছে ও—অবশ্য শুরুটা আমি দেখিনি, ওখানে পৌঁছে দেখলাম হিরাম মাটিতে পড়ে আছে, আর নিক ঠাণ্ডা মাথায় জায়গা বেছে বেছে

একটা একটা করে গুলি করে চলেছে ওকে।

'লোকটা সাড়ে হারামজাদা। অর্থাৎ পুরোপুরি শয়তান তো বটেই, আরও অর্ধেক ফাও। আসলে এই লোকই সিম বয়েন। নিজেই বড়াই করেছে সে কেমন করে ন্যাচেসে লোক হত্যা করেছে। মনে হয় এখনও সেই রক্ত লেগে আছে ওর হাতে।'

অল্প কথায় এরফান মনে মনে যা ফন্দি এঁটেছে তা বলল। শুনতে শুনতে কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল এমিল। শেষে পাইপটা মুখ থেকে বের করে গাছের গুঁড়িতে ঠুকে পরিষ্কার করতে করতে বলল, 'কাজ হতে পারে এই প্ল্যানে। অবশ্য আমাদের বেশি চিন্তা করার সময়ও নেই, আজ রাতেই নিক উন্মত্ত হয়ে উঠবে আবার। নোয়েল স্পাইক আর বুচ তো রীতিমত খেপে আছে অন্যান্য মেয়েগুলোকে তাদের হাতে এখনও তুলে দেয়া হয়নি বলে।'

উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল এমিল। নিরাপদ দূরত্বে অনুসরণ করছে তাকে এরফান। খোলা জায়গাটায় পৌঁছে রাউডির পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে এমিল তার গার্ডের সাথে কথা বলতে শুরু করল। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে রাউডিকে ইশারায় জানিয়ে দিয়েছে সে। নিঃশব্দ পায়ে এরফান ঘুরে এগিয়ে গেল গার্ডটার পিছন দিকে।

কোন একটা শব্দ পেয়েই হয়তো পিছনে ফিরতে যাচ্ছিল গার্ড; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এমিল ওর হাত ধরে আবার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওকে আলাপে ব্যস্ত রাখল। পিছন থেকে এসে ওর পিঠে ছুরি ধরে ফিসফিস করে এরফান বলল, 'সাবধান! নড়লেই পাঁজরের ভিতর ছুরি ঢুকিয়ে দেব।'

আড়ষ্ট হয়ে যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল গার্ড। হাত বাড়িয়ে এমিল ওর হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল। তারপর নিজের দেহ দিয়ে ওকে আড়াল করে ওর পিস্তলের বেল্টটা খুলে নিতে শুরু করল। বাম হাতে ছুরিটা ওর পিঠে ধরে রেখেই এরফান নিজের কোল্ট বের করে ওর মাথায় আঘাত করল। তারপর গার্ড অচেতন দেহটা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলল ওকে।

কাজটা দ্রুত এবং নিঃশব্দে শেষ হলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। ঘটনাটা কারও চোখে না পড়লেও সদা-সতর্ক সায়মন হকিনস ঠিকই লক্ষ করেছে। কাজ ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সে একবার এরফান আর রাউডির দিকে চেয়ে দেখল, তারপর সে তার গার্ডের কাছে গিয়ে একটা গাছ দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'এখানকার এই গাছটা কাটলে কেমন হয়?'

সায়মনের সামনে দাঁড়ানো গার্ডটা গাছের দিকে মুখ ঘুরাতেই বাকি গার্ডটাকে কাবু করে ফেলল রাউডি আর এরফান। মুখ দিয়ে সামান্য একটু মাত্র শব্দ করার সময় পেল সে অজ্ঞান হওয়ার আগে। শব্দ শুনে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে সায়মনের গার্ড। ওর থেকে প্রায় আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সায়মন—সরাসরি ওকে বাধা দেয়ার কোন উপায় নেই—হাতে ধরা কুড়ালটাই ওর দিকে ছুঁড়ে মারল সায়মন সমস্ত শক্তি দিয়ে। সোজা গিয়ে গার্ডের কপালে লাগল ওটা—হাঁটু ভাঁজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। ঝুঁকে পড়ে সায়মন বন্দুক আর পিস্তলগুলো নিয়ে

নিল ওর থেকে।

কাঠ কাটার শব্দ থেমে গেল। রাউডি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'কাজ চালিয়ে যাও, বোকামি কোরো না—নইলে সাবধান হয়ে যাবে সবাই।'

আবার কাঠ কাটার শব্দ চালু হয়ে গেল। এরই ফাঁকে দ্রুত সবার মধ্যে অস্ত্র বেঁটে দেয়া হলো। প্রথম চারজনকে তাদের শার্টের তলায় পিস্তল লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিল এরফান। কাটা কাঠের গুঁড়ি ষাঁড়ের পিছনে বেঁধে দেয়া হলো। 'ক্যাম্পে ডেনিস আর জিম যেখানে কাজ করছে ওখানে নিয়ে যাও তোমরা এগুলো। এমিল তোমাদের সাথে গার্ড হিসেবে থাকবে।'

চাবুকের শব্দ ওঠার সাথে সাথেই ষাঁড় দুটো সামনে এগুতে শুরু করল। একজন ষাঁড় তাড়াচ্ছে আর বাকি তিনজন ওর পিছু পিছু সার বেঁধে হাঁটছে। এরফান তার উইনচেস্টার তৈরি রেখেছে হঠাৎ কোন অঘটনের জন্যে। কিন্তু কিছুই ঘটল না, নির্বিঘ্নে এগিয়েই যেতে লাগল ওরা কাঠ নিয়ে।

গাছের আড়ালে লুকিয়ে খুব সাবধানে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল এরফান ক্যাম্পের কেবিন দুটোর দিকে। সময় মত নিকের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে হবে তাকে। কেবিনের পিছন থেকে এরফান উঁকি দিয়ে দেখল কাঠ নিয়ে ওরা থেমেছে ডেনিস আর জিমের সামনে। ওদের গার্ড ঘুরেই দেখল তার সামনেই উদ্যত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন।

হঠাৎ তার কেবিনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল নিক উলফ। কোন দিকে না চেয়ে সরাসরি সে যেখানে মেয়েদের রাখা হয়েছে সেই কেবিনটার দিকে রওনা হলো। ওকে দেখে মনে হচ্ছে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। দ্বিতীয় কেবিনের দরজার সামনে এসে সে ডাকল, 'বুচ! নোয়েল! এদিকে এসো। তোমাদের তো পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না মেয়েদের চিন্তায়, এখন…' আর কি বলল সে তা ওখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল না এরফান, তিনজন একসাথে কেবিনে ঢুকল ওরা।

কেবিনটার দেয়ালের দিকে ছুটে গেল এরফান। একটা প্রতিবাদের চিৎকার কানে এল তার।

ওয়্যাগনের পিছনে নিকের দলের একজন শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। ঘটনা কি ঘটছে কিছুই জানে না সে। ঘুম থেকে উঠে চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল লোকটা। হঠাৎ হাত থেমে গেল তার, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। বিড়বিড় করে একটা গাল বকেই ঝট করে পিস্তল বের করার জন্যে হাত নামাল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে এরফান ঘুরে দাঁড়িয়েই ওকে দেখতে পেল। চোখের নিমেষে এরফানের পিস্তল গর্জে উঠল।

এরফানের দিকে ছুটে আসার মাঝ পথেই গুলিটা বিঁধল ওর বুকে। অর্ধেক বের করে ফেলেছিল সে তার পিস্তল—হোঁচট খাওয়ার মত থেমে থেমে তিন কদম এগিয়ে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

গুলির শব্দে ক্যাম্পের সবার টনক নড়ল। ছুটাছুটি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। নীল শার্ট পরা একটা লোক ছুটে আসছিল, কেবিনের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে

ঘুরতেই বন্দুকের গুলিতে প্রায় দুটুকরো হয়ে গেল সে। ওর দেহটা চলার মাঝেই থমকে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে কেউ টেনে ধরেছে ওকে। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা গুলির শব্দের ভিতর ডুবে গেল ওর মরণ চিৎকার--কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা

বুচ আর নোয়েল দুজনেই বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। বেরিয়েই মাথা নিচু করে ডান দিকে সরে গেল বুচ। ধাম হাতে দরজার চৌকাঠ ধরে চোখের নিমেষে পিস্তল বের করল নোয়েল, কিন্তু গুলি করার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেনিস। ডেনিসের বাঁকা ছুরিটা আমূল ঢুকে গেল নোয়েলের বুকে। চিৎকার করে উঠল নোয়েল--দুজনেই একসাথে মাটিতে আছড়ে পড়ল। খেপেছে ডেনিস, ছুরিটা এক টানে বের করে নিয়েই আবার বসিয়ে দিল ওটা নোয়েলের বুকে। ডেনিস দেখেছে এই লোকটাই হত্যা করেছে তার ছোট ছেলেকে।

দরজার দিকে ছুটে যেতে গিয়ে এরফান দেখল রাকাকে জোর করে সাথে করে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল নিক। ওখানেই থেমে দাঁড়াল সে। চুল উস্কখুস্ক, গালে খামচির দাগ--উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক চেয়ে দেখল লোকটা। এরফানকে দেখেই একলাফে আবার কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

একটা বুলেট তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। পিস্তল হাতে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এরফান। ছুটতে ছুটতেই দাঁড়িয়ে পড়ে গুলি করেছিল বুচ। এরফান ঘুরে দাঁড়াতেই তাকে চিনতে পেরে বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল ওর চোখ। তাড়াতাড়ি আবার পিস্তল তুলল সে, কিন্তু তার আগেই ট্রিগার টিপে দিয়েছে এরফান। প্রথম গুলিটা বুকে লাগল, দ্বিতীয়টা কপাল ফুটো করে দিল ওর।

স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো ক্যাম্প। চারদিকে দুই দলেরই নিহত লোকেদের লাশ পড়ে রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। নিক উলফ কেবিনের ভিতরে রয়েছে। একজন নিষ্ঠুর নির্মম হত্যাকারী, কিন্তু তার সাথে ভিতরে রয়েছে একদল অসহায় নারী। এই ওয়্যাগন ট্রেনেরই লোকেদের স্ত্রী আর মেয়েরা।

সব প্ল্যানই পণ্ড হয়ে গেছে দেখে স্বভাবতই আরও খেপে উঠবে নিক। যে-কোন মূল্যেই হোক ওখান থেকে বের করতে হবে ওকে। এই উন্মত্ত অবস্থায় সে যে কি করবে বলা মুশকিল। হয়তো একে একে সব মেয়েগুলোকে হত্যা করতে আরম্ভ করবে সে। উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে এসেছে এরফানের। বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'বেরিয়ে এসো, নিক! তোমার খেলা শেষ হয়েছে। এবার আত্মসমর্পণ করো।'

'বেরিয়ে আসব?' হেসে উঠল নিক উলফ। 'পাগল হয়েছ? তোমাদের প্রিয়জনেরা এখানে আছে, আমার কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করলে ওদের আমি একজন একজন করে শেষ করব। সুতরাং বুঝতেই পারছ আমাকে নিরাপদে যেতে না দিয়ে কোন উপায়ই নেই তোমাদের।'

ডেনিস তার পাশে এসে দাঁড়াল। এরফান চেয়ে দেখল একে একে রাউডি, ইয়েন, ড্যান, জিম, ল্যাকারি, জ্যাক ওয়েস্ট সবাই এসে দাঁড়িয়েছে

ওখানে।

'কি বলো, এরফান? বেরিয়ে আসব আমি, নাকি এদের গুলি করে মারা শুরু করব?'

একমুহূর্ত ইতস্তত করল এরফান, তারপর জানাল, 'ঠিক আছে, বেরিয়ে এসো তুমি। একটা ঘোড়া দেয়া হবে তোমাকে, আর দেয়া হবে দশ মিনিট সময়—তার পরেই আমি পিছু নেব তোমার।'

'তোমার বন্ধু-বান্ধবকে সাথে না আনলে আমার জন্যে এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু হতে পারে না!' চিৎকার করে জবাব দিল নিক।

দরজাটা খুলে গেল। রাকা দাঁড়িয়ে দরজায়, নিক তার পিছনে। 'আমি নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ওকে নিয়ে যাচ্ছি সাথে,' ঘোষণা করল নিক।

দুই পা দুপাশে ছড়িয়ে নিকের দিকে চেয়ে আছে এরফান। লোকটার প্রতি সব রাগ সব ঘৃণা একসাথে এসে তার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিতে চাইছে। তবু সংযত রাখল সে নিজেকে। সে জানে যদি রাকাকে সাথে নিয়ে যেতে দেয়া হয় পালাবার আগে ওকে নির্ঘাত খুন করবে লোকটা। যাকে সে ভোগ করতে পারেনি তাকে ধ্বংস করবেই সে। শেষ চেষ্টা করার একটাই সুযোগ—যদি ওর আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কিছু করা যায়।

'ভয়ে মেয়েদের আঁচলের পিছনে লুকাচ্ছ?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল এরফান। 'সামনাসামনি পুরুষের মত লড়বার সাহস নেই তোমার, কারণ ভীতু কাপুরুষ তুমি! রাইডারের সামনেও দাঁড়াবার সাহস হয়নি তোমার, পিছন থেকে গুলি করে মেরেছ তুমি ওকে।'

'তুমি কি মনে করো আমি হাঁদারাম! তোমাকে আমি বাঁ হাতে শেষ করতে পারি—কিন্তু তোমার বন্ধুরা? ওদের কাউকে বিশ্বাস করি না আমি,' ঘোড়াগুলোর দিকে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল নিক। 'এত নাম শুনেছিলাম তোমাদের দুজনের, কিন্তু দেখছি তোমরা দুজনেই রামছাগল! তুমি আর হিরাম দুজনেই। হিরামকে খতম করেছি আমি আমার ক্ষিপ্রতা দিয়ে। আমার তুলনায় সে কিছুই না!'

কোন্ কৌশলে নিক হিরামকে হারিয়েছে বলতে গিয়েও থেমে গেল এরফান। হয়তো একই কৌশল সে তার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করতে পারে। সে যে জানে এটা ওকে না জানানোই ভাল।

'একটা কাপুরুষ তুমি, নিক, সামনাসামনি কারও মোকাবিলা করার মুরোদ নেই তোমার। তুমি হচ্ছ একটা খুনী আর বদমাইশ। হিরামকে উচিত ভাবে হারানোর যোগ্যতা তোমার কোনদিনই ছিল না।'

প্রায় ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে নিক। এরফানের কথাগুলোর হুল ঠিকই ফুটল তার গায়ে। থেমে দাঁড়াল সে। এরফান জেসাপের ওই কথার উচিত জবাব না দিয়ে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করতে পারছে না লোকটা।

'চারপাশে তোমার বন্ধুরা না থাকলে তোমাকে আমি এই মুহূর্তেই শেষ করে দেখিয়ে দিতাম কার কত মুরোদ আছে!'

হাহা করে হেসে উঠল এরফান। 'ওটা তোমার একটা বাহানা। আমার

মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছ বলে ও কথা বলছ তুমি। আমি কথা দিচ্ছি ওরা কেউ তোমাকে কিছু বলবে না; আমাকে যদি মারতে পারো তুমি, তবে তোমাকে সসম্মানে চলে যেতে দেয়া হবে। কি বলো রাউডি? জ্যাক ওয়েস্ট?'

দুজনেই রাজি হয়ে গেল। রাউডি সাথে সাথেই, আর জ্যাক ওয়েস্ট একটু ইতস্তত করে পরে রাজি হলো। রাগে মুখ লাল করে ডেনিস কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাউডি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে ওকে থামিয়ে দিল।

এরফান দেখতে পাচ্ছে রাকা চোখ বড় বড় করে সভয়ে পাণ্ডুর মুখে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সে মনে মনে বলল: তোমার জন্যে একবার কেন হাজার বার মরতে রাজি আছি আমি, রাকা।

'ঠিক আছে তবে, এখনই প্রমাণ হয়ে যাক,' এক ঝটকায় রাকাকে একপাশে সরিয়ে দিল নিক। 'তুমি আমার নাক ভেঙে জন্মের মত দাগী করে দিয়েছ আমার মুখ, আজ তোমাকে নিজের হাতে খুন করে তার শোধ তুলব আমি!'

ডানহাতটা কোটের ল্যাপেলের কাছে তুলে ধরে তিন পা এগিয়ে এল নিক। তার চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

একটু কুঁজো হয়ে হাতদুটোকে কোমরের সমান উঁচু রেখে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এরফান নিকের দিকে। 'ঠিক আছে!' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে, 'আমি প্রস্তুত, তুমি যখন খুশি চেষ্টা করে দেখতে পারো!'

একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এরফান। বাতাসে তার কপালে পড়া চুল একটু একটু উড়ছে। নিক উলফের ডান হাতটার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কেউ জানে না কত নরম সুতোর ওপর ঝুলছে তার জীবন। একমাত্র নিক আর সে-ই জানে কোথায় লুকানো আছে নিকের পিস্তলটা, আর কত দ্রুত ওই ডান হাতটা এরফানের ইতি ঘটাতে পারে।

প্রথম থেকেই এরফান জানত বিদ্রূপ করে সামনাসামনি লড়াইয়ে নামাতে পারবে সে নিককে। ব্যঙ্গ হজম করে কখনোই নিকের মত উদ্ধত লোক চলে যেতে পারবে না। তবে সে এটাও জানে যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে এটা তার জন্যে। .৪১ বুলেট যে মানুষের দেহকে কিভাবে ছিঁড়ে ফুটো করে তা সে হিরামের দেহেই দেখেছে। হিরামের মত ক্ষিপ্র মানুষকেও হার মানতে হয়েছে ওর কাছে, তবে এরফানের একটা সুবিধা হচ্ছে সে জানে কি করতে যাচ্ছে নিক—হিরাম জানত না।

অপেক্ষা করে আছে এরফান। মাথা থেকে এক ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে এসে তার ভুরুতে মিশল। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে এসেছে ওর। এত কাছে থেকে কারও পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব, সে জানে প্রথম গুলিটা তার ঠিক জায়গা মত লাগাতেই হবে।

ল্যাপেল ধরা হাতটা একটু ঢিলে হলো। 'তোমাকে হত্যা করে আমি খুব তৃপ্তি পাব, জেসাপ। এই আনন্দ থেকে নিজেকে বহুদিন বঞ্চিত রেখেছি আমি!'

হাতের আঙুলগুলো এখন ল্যাপেল ছেড়ে দিয়েছে। তবে তার হাতটা এখনও একই জায়গায় রয়েছে। আঙুলগুলো ঢিলে—তৈরি।

'সাহস থাকলে পিস্তল বের করে গুলি করো!' উস্কানি দিল এরফান।

নিকের ডান হাতটা মাত্র চার ইঞ্চি নিচে নামল। এরফান দেখল ওর জ্যাকেটের হাতার ভিতর থেকে ডেরিঞ্জারটা লাফিয়ে ওর হাতে চলে এল। ওর হাত নড়তে দেখেই এরফানও মুহূর্তে পিস্তল বের করে ফেলেছে।

গুলি করল এরফান। নিকের ডেরিঞ্জারের মুখেও ধোঁয়া দেখা গেল। এরফানের গুলিটা নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আগে লেগেছে, নিকের গুলিটা বোঁ করে ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। লাফিয়ে ডান দিকে সরে গেল এরফান। মাটিতে পা পড়ার সাথেই আর একটা গুলি করল সে।

কেঁপে উঠল নিকের দেহ, নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে সে। পিস্তল তুলে এরফানের দিকে তাক করল, কিন্তু বারবার সরে সরে যাচ্ছে এরফান। প্রতিবারই মাটিতে পা পড়ার সাথে সাথেই গুলি করছে। নিকের পিস্তল গর্জে উঠল আবার, কিন্তু এবারও এরফানের গায়ে লাগাতে পারেনি সে। ডেরিঞ্জারটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে কোমর থেকে অন্য পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করছে নিক। একটু সময় নিয়ে সোজা নিকের বাম বুক-পকেট লক্ষ্য করে গুলি করল এবার এরফান।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে চেহারাটা বীভৎস হয়ে উঠেছে ওর। শেষবারের মত দম নিয়ে পিস্তল তুলে সে ঘুরল রাকাকে গুলি করার জন্যে। একলাফে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড লাথি মারল এরফান ওর হাতে। পিস্তল তার হাত থেকে ছিটকে উড়ে গিয়ে দূরে পড়ল। জেদী বাচ্চার মত মাটিতে পা ঠুকে ধুলোর মধ্যে গড়িয়ে পড়ল নিক। ভাঁজ করা পা-টা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে গেল। হাঁ করে কি যেন বলার চেষ্টা করে স্থির হয়ে গেল সে।

রাকা ছুটে গেল এরফানের কাছে। 'চোট পেয়েছ? লেগেছে তোমার?' আবেগে আর উৎকণ্ঠায় গলা কাঁপছে ওর।

উত্তেজনার চরমে উঠে বুকের ভিতরটা কেমন যেন আঁকড়ে রয়েছে, হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে এরফানের বুকের ভিতরটা ইচ্ছামত এলোপাতাড়ি হাতুড়ি পেটা করছে ওকে। এক হাতে রাকাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল সে। 'না গো, কিছুই হয়নি আমার।'

'স্লীভ ড্র!' উত্তেজনায় চিৎকার করে বলল রাউডি। 'এর কথা আগে শুনেছি বটে কিন্তু চোখে দেখিনি কোনদিন।'

'জুয়াড়ীদের একটা কৌশল ওটা। যেদিন ক্রিস অ্যাডামসকে খুন করা হয় সেদিনই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার পরিস্থিতিতে প্রথম লক্ষ্য করেছিলাম ওর ডান হাতটা বুকের কাছে ভাঁজ করা—তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার। যদি ঠিক মত অভ্যাস করে কেউ, কাপুরুষোচিত হলেও, এর চেয়ে দ্রুত পিস্তল বের করার পদ্ধতি আর নেই। এই কৌশলেই হিরামকে হত্যা করেছে ও।'

এরফান এখনও জড়িয়ে ধরে আছে রাকাকে। 'চলো, ঝর্নার ধার থেকে একটু ঘুরে আসি আমরা—ওরা ততক্ষণে এদিককার সব ব্যবস্থা শেষ করুক।'

হঠাৎ কর্নেল ল্যাকারির দিকে চোখ পড়ল তার। এক কালের দাম্ভিক আর্মি অফিসার একপাশে একেবারে এতিমের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর্মিতে সে

কোনদিনই নিজেকে ঠিক মত খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। তার উচিত ছিল আর্মিতে না গিয়ে কোন প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার হওয়া।

ক্যাপ্টেন লঙের দেয়া সংবাদটার কথা মনে পড়ে গেল এরফানের। 'কর্নেল!' ডাকল সে। 'ফোর্ট রিনোর ক্যাপ্টেন তোমাকে একটা খবর জানাতে বলেছিল। খবরটা হচ্ছে ডেভিড মিচেল মারা গেছে···নানা ঝঞ্ঝাটে কথাটা আর জানানো হয়নি।

'ডেভিড?···মারা গেছে?' অদ্ভুত একটা ব্যথার্ত অবিশ্বাস নিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল ল্যাকারি।

'সে কি আপনার প্রিয়জন কেউ ছিল?' সহানুভূতির সাথে প্রশ্ন করল এরফান।

উদভ্রান্ত চোখে মুখ তুলে চাইল তার দিকে কর্নেল। 'ডেভিড? হ্যাঁ, সে ছিল আমার একমাত্র ছেলে।' ক্যাম্পের পিছনে দূরের পাহাড়টার দিকে বিষণ্ন চোখে চাইল ল্যাকারি। 'ভাল সৈনিক আর যোদ্ধা ছিল আমার ছেলে। সেদিন ওখানেও ছিল সে আমাদের সাথে। সে ছিল সৈনিকদেরই একজন যেদিন আমি···আমি ব্যর্থ হই।'

হাত তুলে নিজের চিবুক ছুঁলো ল্যাকারি। হাতটা থরথর করে কাঁপছে তার। 'সেদিনের পরে নিজের নাম বদলে ফেলেছিল সে। ভাল যোদ্ধা ছিল ডেভিড। সত্যি, জেসাপ, তার বাবার চেয়ে অনেক ভাল যোদ্ধা ছিল সে।'

'নিঃসন্দেহে সে ভাল সৈনিক ছিল, কর্পোরাল ডেভিডের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধই সেদিন আমাদের ফিরতে প্রচুর সাহায্য করেছিল—মনে আছে আমার।'

'হ্যাঁ, কর্পোরালই ছিল সে।' অন্য দিকে মুখ ফেরাল ল্যাকারি। মুখটা স্তব্ধ আর রক্তহীন মনে হচ্ছে।

'কর্নেল,' ডাক শুনে ফিরে তাকাল ল্যাকারি। 'এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ তুমি?'

'না,···মানে আমি···' হঠাৎ আরও বুড়ো আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'আসল কথা···আমি জানি না। কিছুই ঠিক করিনি আমি। হয়তো···'

'এক কাজ করো না কেন তুমি, আমার সাথে একসাথে র‍্যাঞ্চ করো ওই বড় উপত্যকায়। চমৎকার ঘাস আর পানি আছে ওখানে। আমাদের দুজনের জন্যে যথেষ্ট জায়গাও আছে।'

'তুমি···তুমি আমাকে সাথে নেবে, এরফান? সত্যি কথা স্বীকার না করলে জীবনে আর কিছুই বাকি থাকবে না আমার, সেদিন স্বীকার করিনি আমি, কিন্তু আজ করছি, জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি আমি,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যাকারি। 'অত্যন্ত গর্বিত মানুষ ছিলাম আমি, এই গর্বের জন্যে অনেক মাসুল দিতে হয়েছে আমাকে। হয়তো এবার···'

'অবশ্যই, আমরা দুজনে দুজনকে সাহায্য করতে পারব।'

'ধন্যবাদ, এরফান। অনেক ধন্যবাদ।'

এগিয়ে গেল ওরা দুজনে। এরফানের হাতে চাপ দিয়ে রাকা বলল, 'কত

বদলে গেছে কর্নেল!'

'জানি। হয়তো আমরা সবাই ভেতরে ভেতরে ওই রকম অসহায়।'

'জানো, এরফান, তুমি যতদিন ছিলে না কেবল রাউডি আমাকে সাহস জুগিয়েছে। ও সবসময়েই বলত তোমাকে মারা নাকি সহজ কাজ না।'

ঝর্নার পাড়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে চাইল এরফান রাকার মুখের দিকে। 'আমাদের যাত্রা তো শেষ হলো···নাকি এটা শুরু?'

আরও কাছে সরে এল রাকা। 'তোমার কি মনে হয়?' পায়ের পাতার ওপর ভর করে উঁচু হয়ে এরফানের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল রাকা।

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো ওরা। কুলকুল করে শব্দ তুলে আপন মনে বয়ে চলল ঝর্নাধারা।

***